স্মরণিকা

শুব্বান পুনর্মিলনী ২০১৭

জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ

جمعية شبان أهل الحديث بنغلاديش

৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ি, ঢাকা-১২০৪।
info.shubbanbd@gmail.com www.shubbanbd.org

"মানবতার মুক্তির প্রচেষ্টায়"
দৈনিক আজকের সত্যের আলো
নিজে পড়ুন অপরকে পড়তে উদ্বুদ্ধ করুন।
৮ পৃষ্ঠার পত্রিকাটির
দাম রাখা হয়েছে
মাত্র ২ টাকা।
রোজ সকালে, এক কাপ গরম চা সাথে আজকের সত্যের আলো
দু'টোতে জমে ভাল.....
সত্যের আলো
সত্যের আলো
মানবতার মুক্তি প্রচেষ্টায়
আ জ কে র
সত্যের আলো
THE DAILY AJKER SATYER ALO
www.ajkersatyeralo.com

স্মরণিকা

শুব্বান পুনর্মিলনী ২০১৭

জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ

جمعية شبان أهل الحديث بنغلاديش

www.shubbanbd.org

স্মরণিকা

শুব্বান পুনর্মিলনী ২০১৭

সম্পাদনা ও ব্যবস্থাপনায় ঃ মোঃ রেজাউল ইসলাম
মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ ফারুক
ফারুক আহমদ
রবিউল ইসলাম
ইমতিয়াযুল আলম মাহফুয
তানযীল আহমাদ
হাফেজ হাবিবুর রহমান
ইমাম হাসান
আব্দুল্লাহিল হাদী
মোঃ ইসহাক

প্রকাশনায় ঃ প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগ
জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ

প্রকাশকাল ঃ শাওয়াল, ১৪৩৮ হিজরী
জুলাই, ২০১৭ ঈসায়ী
শ্রাবন, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

অঙ্গসজ্জা ঃ মোঃ রবিউল হাসান
মুদ্রণ ঃ পিক্সেল গ্রাফিক্স এন্ড প্রিন্টার্স
৫১/৫১/এ, পুরানা পল্টন, ঢাকা

Sharanika named as **Shubban Punarmiloni 2017**, a Souvenir Published on the Occasion of the Re-union of the ex and existing central committee members of Jamiyat Shubbane Ahl-Al Hadith Bangladesh and renowned Daees working at home and abroad on 22 July 2017.

সূচিপত্র

			পৃষ্ঠা
০১.	বাণী সমূহ		
		জমঈয়ত সভাপতি	০৪
		জমঈয়ত সেক্রেটারী জেনারেল	০৫
		শুব্বান পরিচালক	০৬
		শুব্বান সভাপতি	০৭
০২.	সম্পাদকীয়		০৮
০৩.	স্মৃতির পাতায় শুব্বান		০৯
০৪.	জেলা দায়িত্বশীলদের তথ্য		৩১
০৫.	স্মরণীয় ভাষন		
		প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী (রহ)	৩২
০৬.	প্রবন্ধ		
		জমঈয়ত শুব্বান: চেতনায় বহমান, স্মৃতিতে অম্লান	৩৬
		অধঃপতিত মুসলিম উম্মাহ: উত্তরণের পথ ও সম্ভাবনা	৪২
		আগামীর দিন ইসলামের	৪৫
		এগিয়ে যাক শুব্বান এগিয়ে যাক দেশ	৪৮
০৭.	কবিতা		৫০
০৮.	সংগঠন		
		পরিক্রমা: কাউন্সিল ২০১৬	৫১
		সাংগঠনিক প্রতিবেদন	৫৪
		শুব্বান পরিচিতি	৫৬
		শুব্বান পরিচিতি (আরবী)	৬০

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর মাননীয় সভাপতির

বাণী

الحَمْدُ للهِ رَبِّ العالَمِين، وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى أَفْضَلِ المُرْسَلِين؛ نَبِيِّنا مُحَمَّدٍ؛ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِين. أَمَّا بَعْدُ:

জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ তাদের সাবেক ও প্রবাসী দায়িত্বশীলদের নিয়ে যে পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করছে তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার্হ। এ আয়োজনকে কেন্দ্র করে শুব্বানের উচ্ছ্বসিত তরুণরা একটি স্মরণিকা প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছে– এটি তাদের সাফল্যের সোপানের আরও একটি মাইলফলক। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার বারগাহে তাদের জন্য প্রাণোৎসারিত দু'আ– হে আল্লাহ! তুমি তাদেরকে কবূল করো।

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস স্বীকৃত একমাত্র যুব সংগঠন– জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ। অনুর্ধ্ব ৩৫ বছরের তেজদ্বীপ্ত যুবক ও উজ্জীবিত তরুণরাই এ সংগঠনের প্রাণ; যারা পবিত্র কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ'র আলোকে জীবন সুবিন্যস্তকরণ এবং ক্ব-লাল্লাহ ও ক্ব-লার্ রাসূল বাস্তবায়নে প্রতিজ্ঞ। আমি বিশ্বাস করি যে, তাদের নিরন্তর এ প্রচেষ্টা আগামী দিনের জন্য যেমন সুখকর, তেমনি অনাগত তরুণ প্রজন্মের জন্যও আলোকবর্তিকাস্বরূপ।

আজ দেশের তরুণ প্রজন্মের উল্লেখযোগ্য একটি অংশ অন্ধকার জগতের পথে পা বাড়িয়েছে। একদিকে অপসংস্কৃতি ও মাদকতার বিষাক্ত ছোবলে তাদের শরীর নীলবর্ণ ধারণ করেছে, অন্যদিকে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ নামক অক্টোপাস আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছে। এ ধরনের সকল অনিশ্চয়তার বিকল্প ধারার নাম জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ। এ তরীর প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসেবে যুবক ও তরুণ প্রজন্মের প্রতি আমার উদাত্ত আহ্বান– আগামীর ইসলামের জন্য, সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও নেশামুক্ত ভবিষ্যত বাংলাদেশের জন্য শুব্বানের মাঝি-মাল্লার কাফেলায় শরীক হউন।

পরিশেষে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার বারগাহে প্রার্থনা– হে আল্লাহ! তোমার মনোনীত দীন ও দীনের খাদিমদেরকে হিফাযত করো; তোমার দীনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদের সকল পরিকল্পনা নস্যাৎ করে দাও এবং যারা তোমার দীন প্রতিষ্ঠার জন্য মেহনত করছে তাদেরকে তুমি সাহায্য করো– নাসরুম মিনাল্লাহি ওয়া ফাত্হুন্ ক্বারীব, ওয়া বাশ্শিরিল মু'মিনিন।

(অধ্যাপক মুহাম্মদ মোবারক আলী)

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর সম্মানিত সেক্রেটারী জেনারেল এর

বাণী

বিস্মিল্লাহির রাহমানীর রাহীম

আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল 'আলামীন, ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা সাইয়েদিল মুরসালীন, আম্মাবা'দ। বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর একমাত্র যুবসংগঠন জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীসের সাবেক ও প্রবাসী দায়িত্বশীলদের নিয়ে শুব্বান পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে শুনে আমি খুশি হলাম। আশাকরি, এ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান নবীন ও প্রবীণ দায়িত্বশীলদের মাঝে সমন্বয় সৃষ্টি করে নতুন প্রেরণা যোগাবে, তেমনিভাবে প্রবাসীদের মাঝেও এর কার্যক্রমের বিস্তার ঘটবে। যার ফলে, যুব সমাজ ইসলামের পথে বিশেষ করে কুরআন ও সহীহ হাদীসের অনুসারী হবার পথে আরো এগিয়ে যাবে। দিশেহারা যুবসমাজ প্রতিক্ষায় রয়েছে, কে তাদেরকে ইসলামের পথে ডেকে নেবে? বর্তমানে ইসলামের নামে উগ্রপন্থা ও বিভ্রান্ত মতবাদের জাল বিস্তৃত। শিক্ষা-সংস্কৃতির সর্বত্রই যেন সুগম পথ ও পরিবেশ খুঁজে পাওয়া কঠিন, এমন পরিস্থিতে প্রয়োজন শুব্বানের মত কর্মীসেনার। যারা কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে মধ্যপন্থা অবলম্বনে দিশেহারা যুবসমাজকে ইসলামের সুশীতল শান্তির পথে, দেশ ও জাতির কল্যাণের পথে এগিয়ে নেবে।

আজকের শুব্বান ভবিষ্যতের জমঈয়ত। তাই শুব্বান-এর কার্যক্রমে আরো গতিশীলতা আনা অতি জরুরি। বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস শুব্বানের কর্মতৎপরতা গতিশীল হওয়ার প্রত্যাশা রাখে। আমি জমঈয়তের একজন দায়িত্বশীল হিসেবে শুব্বানকে সেরূপই দেখতে চাই ও সাধ্যপক্ষে শুব্বানের সহায়তায় সর্বদাই আছি ও থাকবো ইন শা আল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সকলকে তার সন্তুষ্টির পথে সঠিক পথ ও পদ্ধতিতে এগিয়ে চলার তাওফিক দান করুন। আমীন!

শুব্বান পুনর্মিলনীর সুন্দর সফলতা কামনায়।

(অধ্যক্ষ শাইখ শহীদুল্লাহ খান মাদানী)

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর শুব্বানবিষয়ক সেক্রেটারির

বাণী

الحَمْدُ للهِ رَبِّ العالَمِين، وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى أَفْضَلِ المُرْسَلِين؛ نَبِيِّنا مُحَمَّدٍ؛ وَعَلَى آلِـهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِين. أَمَّا بَعْدُ:

তাওহীদ ও সুন্নাহর কালজয়ী আদর্শ প্রতিষ্ঠার অভিষ্ঠ লক্ষ্যে পৌছতে জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ-এর প্রচেষ্টা অবিরত। সেই পথপরিক্রমায় এবার একটি ব্যতিক্রমধর্মী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে অদ্যাবধি যে সকল দায়িত্বশীল বিদায় গ্রহণ করেছেন এবং যে সকল দায়িত্বশীল প্রবাসে আছেন তাদের সকলকে নিয়ে একটি পুনর্মিলনীর আয়োজন করা হয়েছে। এ উপলক্ষে একটি স্মরণিকা প্রকাশ হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। ফা লিল্লাহিল হামদ! আমাদের বিশ্বাস এ স্মরণিকাটি আগামী দিনে আজকের স্বাক্ষ্য বহন করবে।

বর্তমান সমাজে অনাকাঙ্খিত ও অনভিপ্রেত ঘটনার সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলছে। যুব সমাজকে একদিকে মাদক, নেশা ধ্বংসের দাঁড়প্রান্তে ঠেলে দিচ্ছে, অপরদিকে সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি ও জঙ্গিবাদ জাতিকে অন্ধকারের দিকে ধাবিত করছে। অভিভাবকমহল যারপরনাই চিন্তিত। এতসব অনিশ্চিয়তার মাঝেও আমাদের যুব-কাফেলা ঈমানী চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে সম্মুখপানে অগ্রসরমান। আমাদের প্রত্যাশা, অচিরেই আমরা কাঙ্খিত মন্যিলে পৌছতে পারব ইনশা-আল্লাহ।

পরিশেষে, মহান আল্লাহর মদদ প্রত্যাশা করে বলতে চাই- এ দেশের যুবশক্তি শুব্বানের চেতনায় উজ্জীবিত হলে, আগামীর দেশ হবে সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও নেশামুক্ত ইনশা-আল্লাহ।

মুহাম্মদ আব্দুল মাতীন

জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ-এর কেন্দ্রীয় সভাপতির

বাণী

যাবতীয় প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা নিখিল ধরণীর স্রষ্টা, মালিক ও মাবুদের জন্যই। অসংখ্য দরূদ ও সালাম সাইয়িদুল মুরসালীন, খাতামুন নাবিয়্যিন, রহমাতুল লিল আলামীন, মানবতার সর্বোত্তম আদর্শ, নবী মুহাম্মদ (সা)-র প্রতি। তাঁর পরিবার পরিজন, সাথীগণ এবং তাঁদের অনুসৃত পন্থা অনুসরণকারী আগত ও অনাগত সকল মুমিনদের প্রতি।

জাহিলিয়াতের অমানিশায় প্রিয়নবী সা. পথহারা আর্ত-মানবতার পার্থিব শান্তি ও কল্যাণ এবং পরকালীন মুক্তির যে শ্বাশত বার্তা নিয়ে এসেছিলেন, কালের পরিক্রমায় সেই আলোকিত অনুপম আদর্শের সুযোগ্য উত্তরাধিকারী বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস। এরই অনুজ কাফেলা জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ। একবিংশ শতাব্দীর সমসাময়িককালে বহুমুখী সমস্যার আবর্তে জর্জরিত আগামী প্রজন্মের সফলতা ও মুক্তির কাঙ্ক্ষিত ঠিকানা শুব্বান। তথ্য ও প্রযুক্তির অবাধ প্রবাহে অশ্লীলতা ও অপসংস্কৃতির ভয়াল আগ্রাসন, ধর্মহীন ও আদর্শ বিবর্জিত শিক্ষা ব্যবস্থার কারণে আগামী প্রজন্ম ভয়াবহ ধ্বংসের গহীন সাগরে নিপতিত। আদর্শহীনতা ও বস্তুবাদী আধুনিক সভ্যতার এই চরম সংকটকালে তাওহীদ ও সুন্নাহ নির্দেশিত মধ্যপন্থাই ভবিষ্যত প্রজন্ম ও মানবতাকে মুক্তির দিশা দিতে সক্ষম।

প্রাণপ্রিয় তাওহীদী কাফেলার প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে গত সেশন অবধি কেন্দ্রীয় ও জেলা পর্যায়ের দায়িত্বশীল ভাইদের নিয়ে পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান একটি ব্যতিক্রমী উদ্যোগ। আমি দৃঢ়ভাবে আশাবাদী, এই মিলনমেলার মাধ্যমে এ আদর্শ কাফেলার অগ্রজ ও অনুজদের মাঝে নি:স্বার্থ প্রীতির এক দৃঢ় সেতুবন্ধন রচিত হবে। এর মাধ্যমে প্রবীণ ও নবীন ভাইয়েরা সমভাবে শুব্বানের খালেস তাওহীদী মিশন, এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও কর্মসূচী বাস্তবায়নে নব চেতনা ও প্রেরণায় উজ্জীবিত হবেন এই প্রত্যাশা রইল। তাছাড়া জমঈয়তের ভবিষ্যত নেতৃত্বের সংকট পূরণে শুব্বানকেই অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। তাওহীদ ও সুন্নাহর নিষ্কলুষ বার্তাবাহী ছাত্র ও যুবকদের আদর্শ কাফেলা জমইয়ত শুব্বানে আহলে হাদীসের পুনর্মিলনী উপলক্ষে একটি স্মারক প্রকাশের উদ্যোগকে স্বাগত জানাই। এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকল ভাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম জনসংখ্যা অধ্যুষিত বাংলাদেশের বুকে ইসলামের মৌলিক ও মধ্যপন্থী আদর্শের প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠায় এই কাফেলার অগ্রযাত্রাকে আরও গতিশীল ও কার্যকর করতে সকল শুব্বান ভাইয়ের উদার এবং আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করছি। পরিশেষে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার বারগাহে শুব্বান পুনর্মিলনী ২০১৭ এর সার্বিক সফলতা কামনা করে শেষ করছি।

মুহাম্মদ আব্দুল্লাহিল কাফী
কেন্দ্রীয় সভাপতি

সম্পাদকীয়

শুব্বান পুনর্মিলনী, ২০১৭-কে স্মৃতির ফ্রেমে বন্দি করার লক্ষ্যে স্মরণিকা প্রকাশ করতে পারায় আল্লাহ তায়ালার অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। ১০ ডিসেম্বর, ২০১৬ তে জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশের কাউন্সিল অধিবেশনের অব্যাবহিত পরেই সংগঠনকে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ইতোমধ্যে অনেকগুলো মজলিসে কুারার ও আমের বৈঠক, জরুরি কুারার বৈঠক, প্রশিক্ষণ কর্মশালা, জেলা সফর, মানোন্নয়ন কর্মসূচী সম্পাদন করা হয়েছে। এ বছরের ৬-৭ রমাযান মোতাবেক ২-৩ জুন কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ কর্মশালায় এ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান আয়োজনের সিদ্ধান্ত হয়।

১৯৮৯ সালের ২৮ ডিসেম্বর জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই নানান রকম উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে, বহু কর্মী ও নেতার ত্যাগের বিনিময়ে আমরা প্রতিষ্ঠাকালীন ইচ্ছার বাস্তবায়নে নিয়োজিত আছি। আমরা যে নির্মল-সুন্দর স্বাভাবিক স্বদেশ ও পৃথিবীর স্বপ্ন দেখি, শোষণ-নিপীড়নহীন, মুখরিত ও আল্লাহপ্রেমী সমাজের যে ছবি আঁকি, যে প্রত্যয়ী পরিবার কামনা করি, যে কর্মচঞ্চল ও দৃঢ়মনোবল সমাজের স্বপ্নজাল বুনি তার কোন্ অংশে কী পরিবর্তনে আমরা অবদান রাখছি সে জিজ্ঞাসা এখন আমাদের করা যেতেই পারে। শুব্বান পুনর্মিলনী, ২০১৭ আয়োজনের প্রেক্ষিত হলো সেসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাওয়া যা আমাদের অবস্থান, পারফরম্যান্স, গতিপথ ও গন্তব্য মূল্যায়ন এবং পুনঃনির্ধারণ করবে।

এটা অনস্বীকার্য যে, বিগত এক দশকেরও অধিককাল যাবত ঘৃণ্য জঙ্গিবাদ ও আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী তৎপরতার বিষবাষ্পে আমাদের দ্বীনী দাওয়াত ও সামাজিক কর্মৎপরতায় যথেষ্ট ভাটা পড়েছিল। আমাদের কর্মীরা ক্রমহ্রাসমান মনোবল নিয়ে পথ চলছিলো। এই দীর্ঘ সময়ে জাতীয় মানস ও চিন্তাতেও বেশ কিছু পরিবর্তন ঘটে গেছে। দেশে গত কয়েক বছরে সরকারি- বেসরকারি খাতে ডিজিটা-লাইজেশনের অগ্রগতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। প্রকাশনা শিল্পে ই-বুক ও ডিজিটাল কন্টেন্ট এবং সোস্যাল মিডিয়া ও অন্যান্য প্রযুক্তির ব্যবহার ক্রমাগত বেড়ে চলছে। প্রথাগত ধারার মতো সাইবার জগতেও ইখতিলাফ ও মতভিন্নতার ইস্যুতে পারস্পরিক দোষারোপ এবং নতুন নতুন গোষ্ঠী ও মতাদর্শের আবির্ভাব লক্ষ্য করা যায়। সম্প্রতি মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের বাই-প্রডাক্ট হিসাবে শিয়া-সুন্নি দ্বন্দ্ব ব্যবহারের সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। সম্মিলিত ইসলামী শক্তির জাগরণের আশায় জমঈয়তের সৃষ্টি হলেও আমাদের উদ্যোগগুলো জাতীয় জীবনে খুব একটা বেশি দৃশ্যমান নয়।

আশার বাণী হলো-আমাদের সহযোগী সাংস্কৃতিক সংগঠন শেকড় সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংসদ বেশ কয়েকজন খ্যাতনামা শিল্পীকে সম্পৃক্ত করতে পেরেছে। খুব শীঘ্রই তারা একটি এ্যালবাম উপহার দিতে পারবে। আমাদের কেন্দ্রীয় দফতরের স্থান সংকুলানের অভাবে, পরিপাটি ও গোছানো অফিস ব্যবস্থাপনার ঘাটতি থাকায় গত কয়েক বছর কর্মী সমাগমের সংকট দেখা দিয়েছিলো। আলহ-ামদুলিল্লাহ! নতুন অফিসের মনোরম পরিবেশে কর্মী প্রবাহ আশানুরূপহারে বেড়েছে। উচ্চপর্যায়ের নীতি-সহায়তা এবং সঠিক নির্দেশ-না পেলে শুব্বান তার গন্তব্যে পৌছতে পারবে ইন শা-আল্লাহ। এ প্রেক্ষিতে আমাদের কর্মতৎপরতার ক্ষেত্র নির্ধারণ করা আবশ্যক।

শুব্বানের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত সাবেক ও বর্তমান সকল কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীল এবং দেশে-বিদেশে কর্মরত অভিজ্ঞ দা'ঈ ও সংগঠকের সমন্বয়ে এই পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান হচ্ছে। এই ঐতিহাসিক মুহূর্তকে স্মরণীয় করে রাখার প্রয়াস এবং নবীন-প্রবীণের সেতুবন্ধনের সুফল সাংগঠনিক পর্যায়ে উন্নীত করার আশায় শুব্বান পুনর্মিলনী-২০১৭ নামে এই স্মরণিকা প্রকাশ করা হচ্ছে। এতে সম্মানীয় ব্যক্তিবর্গের বাণী ও অভিমত, জমঈয়ত ও শুব্বানের উঁচুস্তরের কয়েকজন লেখকের প্রবন্ধ, কবিতা, ইসলামী আন্দোলনমুখী কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন স্থান পেয়েছে। স্মরণিকার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো এতে সাবেক ও বর্তমান সকল কেন্দ্রীয় শুব্বান সদস্যের ছবিযুক্ত সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত ও বাণী স্থান পেয়েছে। আমাদের অসাবধানতায় কারো অন্তর্ভুক্তি এড়িয়ে গেলে এবং আমাদেরকে জানালে পরবর্তী প্রকাশনায় সংযুক্তির আশাবাদ ব্যক্ত করছি। এই স্মরণিকা প্রকাশ ও শুব্বান পুনর্মিলনী-২০১৭ উপলক্ষ্যে মাসব্যাপী যারা নানান পর্যায়ে সময়, শ্রম ও অর্থ দিয়ে সহায়তা করেছেন তাদের সকলের অবদান শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি। মহান আল্লাহ আমাদের এই প্রচেষ্টাকে ইবাদত হিসাবে কবুল করুন এবং মানবতার কল্যাণে আমাদের নিয়োজিত রাখুন। আমীন।

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا

স্মৃতির পাতায় শুব্বান

১৯৮৯-২০১৭

সাবেক দায়িত্বশীলদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

০১

অধ্যাপক মোঃ মনিরুল ইসলাম
মোবাইল : ০১৯১১৬০৪৩৩৫

শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়ঃ
সহযোগী অধ্যাপক,
ডুমুরিয়া কলেজ, ডুমুরিয়া, খুলনা।

সাংগঠনিক পরিচিতিঃ
সাবেক আহ্বায়ক
কেন্দ্রীয় কমিটি

যোগাযোগঃ
স্থায়ী ঠিকানাঃ
১৬৯, মেইন রোড, কেশবপুর, যশোর।

০২

মাওলানা মোঃ গোলাম কিবরিয়া নূরী
মোবাইলঃ ০১৭১২ ৮৫৬৪২৪

শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়ঃ
দাওরা-ই-হাদিস, বি.এ (অনার্স), এম.এ
প্রিন্সিপাল,
তালাইমারী দারুল উলূম মাদরাসা

সাংগঠনিক পরিচিতিঃ
সাবেক [redacted]-আহ্বায়ক
কেন্দ্রীয় কমিটি

যোগাযোগঃ
স্থায়ী ঠিকানাঃ
নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী

০৩

অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ রঈসুদ্দীন
মোবাইলঃ ০১৭১১-৫৪৭১২৫
ইমেইলঃ
prof.Dr.raisuddin@gamil.com
ফেসবুকঃ Raisuddin

শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়ঃ
চেয়ারম্যান,
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ,
মীরপুর আইডিয়াল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, ঢাকা।

সাংগঠনিক পরিচিতিঃ
সাবেক আহ্বায়ক
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা

যোগাযোগঃ
স্থায়ী ঠিকানাঃ গ্রামঃ নওয়াগাঁও,
ডাকঘরঃ বিয়াব, উপজেলাঃ রূপগঞ্জ,
জেলাঃ নারায়ণগঞ্জ ।

০৪

অধ্যাপক আসাদুল ইসলাম
মোবাইল : ০১৭৪৮৭৩৮৫৩৩
ফেসবুক :
asadul.islam.108

শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়ঃ
বি.এ (অনার্স), এম. এ (ইংরেজি) (ইবি)
প্রভাষক, ইংরেজি বিভাগ, ইউনিভার্সিটি অব বিষা, সৌদি আরব, সাবেক প্রভাষক, কিং খালিদ ইউনিভার্সিটি ও বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়।

সাংগঠনিক পরিচিতিঃ
সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি

যোগাযোগঃ
স্থায়ী ঠিকানাঃ
গ্রামঃ তেতুলিয়া, পোস্ট +থানাঃ
ধামরাই, জেলাঃ ঢাকা

০৫

ড. ইফতিখারুল আলম মাসউদ
মোবাইল: ০১৭১৭৭৯৮৪৮০
ই-মেইল:
masud197802@yahoo.com

শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:
কামিল (হাদীস ও আদব), আরবী সাহিত্য বি.এ.(অনার্স), এম.এ এবং পি-এইচ.ডি; উচ্চতর আরবী ভাষা কোর্স (পঞ্চম মুহাম্মদ বিশ্ববিদ্যালয়, রাবাত, মরক্কো)

সাংগঠনিক পরিচিতি:
সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি

যোগাযোগ:
"প্রবাস ভবন", ৮৭, বিনোদপুর, বিনোদপুর বাজার, মতিহার, রাজশাহী-৬২০৬।

যে কাজটি করতে চান তা নির্ধারণ করুন, তারপর নিজের মধ্যে এই বিশ্বাস আনুন যে কাজটি আপনি করতে পারবেন। এরপর আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল এর পাশাপাশি 'আমি করবো' এই সংকল্পে অটল হোন, দেখবেন আশ্চর্য সব অনুকূল ঘটনা ঘটে চলেছে একের পর এক।

০৬

মুহাম্মদ আব্দুল মাতিন
মোবাঃ ০১৭১৬০১১০৭৯

শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:
দাওরা-ই-হাদীস, মাষ্টার্স
দাঈ

সাংগঠনিক পরিচিতি:
সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি

যোগাযোগ:
মেলান্দি, গোছাহাট, মোহনপুর, রাজশাহী।

০৭

শাইখ নূরুল আবসার
মোবাইলঃ ০১৭১০-৫৪০৯৮৮

শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:
দাওরা-ই-হাদীস,
উপাধ্যক্ষ,
মীরপুর দারুস সুন্নাহ্ মাদরাসা
মীরপুর, ঢাকা।

সাংগঠনিক পরিচিতি:
সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি

যোগাযোগ:
স্থায়ী ঠিকানা:
মটুয়া (তুলাতুল), জোয়ারকাছার
ফেনী

০৮

মোহাম্মদ শিহাবুল আলম
মোবাইল: ০১৭১৫ ৮১৩৭৭৭
ই-মেইল:
shehabsristy@gmail.com

শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:
উপাধ্যক্ষ,
সৃষ্টি সেন্ট্রাল স্কুল এন্ড কলেজ,
জামালপুর।

সাংগঠনিক পরিচিতি:
সাবেক মাজলিসে শূরার সদস্য

যোগাযোগ:
স্থায়ী ঠিকানা:
গ্রাম+পোস্ট: ইছাদিঘী
থানা: সখীপুর, জেলা: টাঙ্গাইল।

০৯

আব্দুর রহমান (বাবলু)
মোবাইল : ০১৭১৩-৭৩৬৬৬৮,
০১৯৭৩-৭৩৬৬৬৮
ই-মেইল:
abdurrahmanjhenidah@gmail.com

শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:
বি.এ (অনার্স), এম.এ (ইবি)
দৈনিক আজকের সত্যের আলো,
৩০ মালিটোলা রোড, ঢাকা-১১০০

সাংগঠনিক পরিচিতি:
সাবেক কেন্দ্রীয় কোষাধ্যক্ষ
(২০০৬-২০১৬)

যোগাযোগ:
স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম- পশ্চিম লক্ষীপুর, ডাকঘর- চন্ডিপুর বাজার, থানা- ঝিনাইদহ সদর, জেলা- ঝিনাইদহ

কোটেশন- "আল্লাহ যাদেরকে সহায়তা দেন কেহই তাদেরদেরকে নিরাশ করতে পারে না। তাই ভবিষ্যৎ শুব্বান ভাইদের উদ্দেশ্যে আমি বলতে চাই নিরাশ না হয়ে আল্লাহর উপর ভরসা রেখে ইসলাম প্রচারের কাজ চালিয়ে যেতে হবে। সফলতা ইনশাআল্লাহ আসবেই।"

১০

অধ্যাপক মোহাম্মদ ওসমান আলী
মোবাইলঃ ০১৭৪৫ ৪৯৯৬৯২

শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:
অধ্যাপনা

সাংগঠনিক পরিচিতি:
সাবেক সাধারণ সম্পাদক,
নওগাঁ জেলা শাখা
(২০০০-২০০৭)

যোগাযোগ:
স্থায়ী ঠিকানা:
নওগাঁ

১১

শাইখ আব্দুন নূর মাদানী
মোবাইলঃ ০১৭১৫ ২০৫৪৫৩

শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:
দাওরা-ই-হাদীস, কামিল।
লিসান্স, মদিনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়
অধ্যক্ষ, মীরপুর দারুস সুন্নাহ মাদরাসা, মীরপুর, ঢাকা

সাংগঠনিক পরিচিতি:
সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি

যোগাযোগ:
স্থায়ী ঠিকানা:
পূর্বলক্ষী খোলা, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ।

১২

মাওলানা এহসানউল্লাহ
মোবাইল: ০১৭১৩-৭৯৪০২৪

শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:
সহকারী শিক্ষক,
দেওয়ান জিবিঘি ঈদগাহ ইসলামীয়া দাখিল মাদরাসা

সাংগঠনিক পরিচিতি:
সাবেক সভাপতি, দিনাজপুর জেলা শাখা

যোগাযোগ:
স্থায়ী ঠিকানা:
গ্রাম: ও ডাকঘর: ফারাক্কাবাধ
উপজেলা: বিরল, জেলা:দিনাজপুর ।

১৩

হাফেজ মোঃ জাহিদ হোসাইন মোবাইল: ০১৭১৩ ৬৪৮৮১০	**শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:** এম টি আই এস ইবি, কুষ্টিয়া। খতিব
সাংগঠনিক পরিচিতি: সাবেক সভাপতি, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া	**যোগাযোগ:** স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম- কালিবাজাইল, পোঃ কাটাখালি, থানা- ফুলবাড়িয়া, জেলা- ময়মনসিংহ

১৪

মোঃ মোসাদ্দেক হোসেন মোবাইল: ০১৯১১ ২৪০৮২৪	**শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:** অফিসার, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, চক মোঘলটুলী শাখা, ঢাকা-১২১১।
সাংগঠনিক পরিচিতি: সাবেক মাজলিসে শুরার সদস্য	**যোগাযোগ:** স্থায়ী ঠিকানাঃ গ্রাম: শ্যামপুর, ডাক: সাহাপাড়া, উপজেলা: শিবগঞ্জ, জেলা: চাঁপাইনবাবগঞ্জ

স্মৃতিকথা ও পরামর্শ: বাণী: প্রাচ্যের অক্সফোর্ড ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন শুব্বান সদস্য হিসাবে অল্প সময়ে কিছু দাওয়াতী কাজ করার সুযোগ হয়েছিল। বর্তমানে শুব্বানরা সেই সহীহ দাওয়াতী কাজ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেবে এই প্রত্যাশা করছিল।

১৫

আব্দুল জব্বার মোবাইল: ০১৭১৫ ২৭৯০৭৯	**শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:** দাওরা-ই-হাদীস, কামিল, বি.এ (অনার্স), এম.এ প্রভাষক, বৈরাগি বাজার সিনিয়র মাদ্রাসা
সাংগঠনিক পরিচিতি: কেন্দ্রীয় মাজলিসে আম সদস্য	**যোগাযোগ:** স্থায়ী ঠিকানা: বাঁশবাড়ী, গাছপাড়ী বাজার, কাড়াইঘাট, সিলেট।

১৬

আব্দুল মালেক মাদানী মোবাইল: ০১৭৩২২১০৫৯৮	**শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:** দাওরা-ই-হাদীস, কামিল, মাস্টার্স লিসান্স, মদিনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় আরবী প্রভাষক, কাঞ্চনপুর ইলাহিয়া ফাযিল মাদরাসা, টাঙ্গাইল।
সাংগঠনিক পরিচিতি: সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি	**যোগাযোগ:** হাতিপাড়া, পঞ্চপুকুর, নীলফামারী, নীলফামারী

১৭

মাওলানা ইসমাঈল হোসেন
মোবাইল: ০১৭১১ ৯৩৭০৮১

শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:
প্রিন্সিপাল,
চরসরতাজ ফাযিল মাদরাসা,
গাবতলী, বগুড়া।

সাংগঠনিক পরিচিতি:
সাবেক সভাপতি, বগুড়া জেলা শাখা

যোগাযোগ:
স্থায়ী ঠিকানা:
গ্রাম: তালপুকুর, পোষ্ট: ডেমাজানি,
থানা: শাহজাহানপুর, জেলা: বগুড়া

১৮

মো: আলী আল আব্বাস
মোবাইলঃ ০১৭১৪ ২০৫৩৭১

শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:
ব্যবসা

সাংগঠনিক পরিচিতি:
সাবেক সভাপতি, ঢাকা জেলা

যোগাযোগ:
স্থায়ী ঠিকানা:
গ্রাম: তেতুলিয়া, পোষ্ট ও থানা:
ধামরাই, জেলা: ঢাকা।

১৯

জসিমুদ্দীন
মোবাইলঃ ০১৭৬১৭৪৬৭৬৭

শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:
ব্যবসায়

সাংগঠনিক পরিচিতি:
সাবেক সাধারণ সম্পাদক
ঢাকা মহানগর

যোগাযোগ:
স্থায়ী ঠিকানা:
২৮ নাজিরবাজার লেন,
বাংলাদুয়পার, ঢাকা

২০

মাহমুদুল হাসান ফেরদৌস
মোবাইল: ০১৯৫৩ ২১৭৬১৩
E-mail:
mahmudulhasanferdus208727@gmail.com

শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:
অফিসার,
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড,
ময়মনসিংহ

সাংগঠনিক পরিচিতি:
সাবেক সভাপতি,
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

যোগাযোগ:
স্থায়ী ঠিকানা:
গ্রাম ও ডাকঘর: ঢেংগারগড়,
উপজেলা: ইসলামপুর, জেলা:
জামালপুর

২১

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
মোবাইল ঃ
০১৭১৮৪৫২৬২২/০১৯১৫২২১১৩৩
mostafizur1021979@gmail.com

শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:
এম টি আই এস ইবি, কুষ্টিয়া।
সহকারী শিক্ষক, মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, মেহেরপুর

সাংগঠনিক পরিচিতি:
সাবেক সভাপতি,
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

যোগাযোগ:
স্থায়ী ঠিকানা:
গ্রাম-লাউবাড়ীয়া, ডাকঘর-কাঞ্চন নগর, থানা-দৌলতপুর, জেলা-কুষ্টিয়া।

স্মৃতিকথা ও পরামর্শ: স্মৃতি চারণঃ সত্যনিষ্ঠা, কঠোর পরিশ্রম, জ্ঞানের পরিপূর্ণতা, চারিত্রিক মাধুর্যতা সফলতাকে বয়ে আনতে সহয়তা করে।

৭৪

আব্দুল আউয়াল
মোবাইল: ০১৯৮১০০৮৫৫৪

শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:
বি.এ (অনার্স) এম.এ
প্রোডাকশন কো-অর্ডিনেটর,
অরিয়ন নিউ ট্রেক্সাইল লি:

সাংগঠনিক পরিচিতি:
সাবেক কেন্দ্রীয় মাজলিসে আম সদস্য

যোগাযোগ:
স্থায়ী ঠিকানা:
গ্রাম: চরলক্ষীপুর, পোষ্ট: সরাতইল, থানা: বেলকুচি, জেলা: সিরাজগঞ্জ

২৩

মো: এ. বি এম খায়রুল ইসলাম
মোবা: ০১৭২০-২৯৭৬৩৪

শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:
সুপার, রাজশাহী দারুস সুন্নাহ দাখিল মাদরাসা, বিনোদপুর, মতিহার, রাজশাহী

সাংগঠনিক পরিচিতি:
সাবেক সভাপতি,
নাটোর জেলা শাখা

যোগাযোগ:
স্থায়ী ঠিকানা:
গ্রাম: শাখারিপাড়া, পোষ্ট: ছাতার ভাগ, থানা: বলডাঙ্গা, জেলা: নাটোর।

২৪

মো: এমরানুর রহমান
মোবাইলঃ ০১৭৪০ ৫৪১৪৭৫

শিক্ষাগত ও পেশাগত পরিচয়:
হাফেজ, কামিল
সুপারিনটেনডেন্ট, মনোহরপুর দারুল হাদিস দাখিল মাদরাসা।
ডাক:হাশিমপুর ,যশোর সদর, যশোর

সাংগঠনিক পরিচিতি:
সাবেক কেন্দ্রীয় মাজলিসে ক্বারারের সদস্য

যোগাযোগ:
গ্রাম: ষাটবাড়িয়া, ডাক: বেথুলী, উপজেলা: কালিগঞ্জ, জেলা: ঝিনাইদহ

২৫

মো: আজহার উদ্দিন মোবা: ০১৭৫৭ ৮১৬২১৬	শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়: দাওরা-ই-হাদীস বি.এ (অনার্স), এম.এ
সাংগঠনিক পরিচিতি: কেন্দ্রীয় মাজলিসে আম সদস্য	যোগাযোগ: স্থায়ী ঠিকানা: চক কাজীজিয়া, মোহাম্মদপুর, তানোর, রাজশাহী

২৬

মো: আমিনুল ইসলাম মোবা: ০১৯৩৩৭৮৮৪৬৭	শিক্ষাগত ও পেশাগত পরিচয়: মুহাদ্দিস, মীরপুর দারুস সুন্নাহ মাদরাসা, মিরপুর-ঢাকা।
সাংগঠনিক পরিচিতি: সাবেক সভাপতি, মাদরাসাতুল হাদীস শাখা	যোগাযোগ: স্থায়ী ঠিকানা গ্রাম-রাংগামাটি, পোষ্ট - এলাঙ্গী, উপজেলা- ধুনট, জেলা- বগুড়া।

২৭

মো: ময়নুল ইসলাম মোবা; ০১৭৩৬-১৫৭৭০৩ Email: moinislam20144@gmail.com	শিক্ষাগত ও পেশাগত পরিচয়: এম এ (আরবী সাহিত্য) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় অফিসার, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি:
সাংগঠনিক পরিচিতি: সাবেক সভাপতি, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	যোগাযোগ: স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম: ময়মন্তপুর, পোষ্ট. রামনগর থানা: সাঘাটা, জেলা: গাইবান্ধা।

২৮

মুহাম্মদ মাহবুব মোরশেদ মোবা: ০১৭৯৩-৪৮৫৩৩৩ Email- morshedadnan06@gmail.com	শিক্ষাগত ও পেশাগত পরিচয়: ব্যবসা
সাংগঠনিক পরিচিতি: সাবেক কেন্দ্রীয় তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক (২০০৩-২০০৪)	যোগাযোগ: স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম, পোষ্ট ও থানা: আড়ংঘাটা, জেলা: খুলনা।

২৯

চৌধুরী মুমিনুল ইসলাম মোবা: ০১৭৯৮৮৮৪১৩২	**শিক্ষাগত ও পেশাগত পরিচয়:** এইচ.এস.সি ব্যবসায়ী
সাংগঠনিক পরিচিতি: সাবেক কেন্দ্রীয় ছাত্র/সমাজ কল্যাণ সম্পাদক	**যোগাযোগ:** স্থায়ী ঠিকানা: ১৩৯,লুৎফর রহমান লেন, ঢাকা-১১০০

৩০

মুহাম্মদ ওবায়দুর রহমান মোবা: ০১৭৪১-৫৮২২৯১	**শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:** দাওরা-ই হাদীস, কামিল ইমাম ও খতিব, ৬৫ উত্তর চাষাড়া নারায়ণগঞ্জ
সাংগঠনিক পরিচিতি: সাবেক কেন্দ্রীয় মাজলিসে ক্বারার সদস্য	**যোগাযোগ:** স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম: পারভবানীপুর,পোষ্ট: খামারকান্দি, থানা: শেরপুর, জেলা: বগুড়া

৩১

আলহাজ্জ্ হাফেয মুহাম্মদ আব্দুল আকীল মোবা: ০১৮১৯-৪৫৫৬৭৯	**শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:** ব্যবসায়
সাংগঠনিক পরিচিতি: সাবেক সভাপতি, ঢাকা মহানগর	**যোগাযোগ:** স্থায়ী ঠিকানা: ৩ নং কাজী আলাউদ্দীন রোড নাজিরবাজার, ঢাকা-১১০০।

৩২

আলহাজ্জ আব্দুল হাই মোবা: ০১৭১১-৫৩২৮২৯	**শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:** ব্যবসায়
সাংগঠনিক পরিচিতি: সাবেক আহবায়ক, ঢাকা মহানগর	**যোগাযোগ:** স্থায়ী ঠিকানা: ৩৮ নং হাজি আব্দুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল, ঢাকা-১১০০

৩৩

এ্যাড: মো: মাহবুবুর রহমান মোবাইল ০১৭১২০২৯১৬৪ এবং ০১৬৮৩৯২৯৪০৪	**শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:** এল-এল.বি (অনার্স), এল-এল.এম আইনজীবি
সাংগঠনিক পরিচিতি: সাবেক সভাপতি, টাঙ্গাইল জেলা শাখা	**যোগাযোগ:** হক মঞ্জিল, বিশ্বাস বেতকা, টাঙ্গাইল

৩৪

মুহাম্মদ গোলাম রহমান মোবা: ০১৭১৬-৯০৬৪৮৭ Email: grahman52@gmail.com	**শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:** সহকারী সম্পাদক, সাপ্তাহিক আরাফাত, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস।
সাংগঠনিক পরিচিতি: সাবেক সহ-সভাপতি	**যোগাযোগ:** স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম ও পোষ্ট: বোধখানা, থানা: ঝিকরগাছা, জেলা: যশোর।

স্মৃতিকথা ও পরামর্শ: ১৯৯২ থেকে অদ্যাবধি প্রতিটি ক্ষণে নিজের অজান্তেই শুব্বানের নাম হৃদয়পটে অনুরণিত হয়। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তারুণ্যদীপ্ত শুব্বানের তাওহীদী চেতনার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে চাই– প্রভু হে! কবুল করো।

৩৫

ড. মোঃ রবিউল ইসলাম মোবা: ০১৭২০ ৫৩৭ ৪৮৫	**শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:** বি.এ (অনার্স), এম.এ (রাবি), পিএইচডি সহকারী অধ্যাপক, কুমিরা মহিলা ডিগ্রি কলেজ, তালা, সাতক্ষীরা
সাংগঠনিক পরিচিতি: সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি	**যোগাযোগ:** স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম: পাঁচপাড়া ও পোষ্ট: সেনেরগাঁতী, উপজেলা: তালা, জেলা: সাতক্ষীরা

৩৬

মাওলানা মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন মোবাইলঃ ০১৭৪৫-৩৯৭৬১০	**শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:** কামিল, শিক্ষকতা
সাংগঠনিক পরিচিতি: সাবেক জেলা সভাপতি, যশোর জেলা শাখা (১৯৯৪-২০০৭)	**যোগাযোগ:** স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম: নূতন মূলগ্রাম, ডাক: নূতন মূলগ্রাম, উপজেলা: কেশবপুর, জেলা: যশোর

৩৭

মোঃ জুলফিকার আলী মোবাইল: ০১৭১২-৩৩৫৩৪৪ ই-মেইল ঃ darulqurancadet@gmail.com	**শিক্ষাগত ও পেশাগত পরিচয়:** অধ্যক্ষঃ দারুল কুরআন ক্যাডেট দাখিল মাদরাসা, রোড নং-১২, ওয়ার্ড নং-১২, হাউজিং এষ্টেট, খালিশপুর, খুলনা-৯০০।
সাংগঠনিক পরিচিতি: সাবেক কেন্দ্রীয় মাজলিসে ক্বারার সদস্য	**যোগাযোগ:** স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম ঃ হাড়িখালী ডাকঘর ঃ হাড়িখালী, উপজেলা ঃ তেরখাদা, জেলা ঃ খুলনা

৩৮

মুহাম্মদ ওবায়দুল্লাহ ফারুক মোবা: ০১৭২৬ ৭০২০০০	**শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:** দাওরা-ই-হাদীস, কামিল (ডবল), এম.এ, ডি.এইচ.এম.এস (হোমিও ডিপ্লোমা), সহকারী শিক্ষক, চর নওশেরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়(নিম্নমাধ্যমিক)
সাংগঠনিক পরিচিতি: সাবেক কেন্দ্রীয় যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, ২০০৮	**যোগাযোগ:** স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম: রঘুনাথপুর, ডাকঘর : সুলতানগঞ্জ উপজেলা: গোদাগাড়ী জেলা : রাজশাহী

আল-কুরআন ও সহীহ্ সুন্নাহর আলোকে পরিচালিত তাওহীদী এ কাফেলার কন্টকপূর্ণ পথ হোক মসৃণ, যাত্রা হোক সহজ ও পরিধি হউক সু-বিশাল। আর আমি যেন হতে পারি এর একজন আজীবন সহযোত্রী।

৩৯

ড. মোঃ মতিউর রহমান মোবাইল: ০১৭১৪৬০৪৫৬৬	**শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:** সহযোগী অধ্যাপক, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
সাংগঠনিক পরিচিতি: সাবেক কেন্দ্রীয় সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্পাদক	**যোগাযোগ:** স্থায়ী ঠিকানা: রাজশাহী

বাণী : জমঈয়তের প্রতিষ্ঠানগুলোতে শুব্বানের সাংগঠনিক কর্মকান্ড ব্যাপকভাবে বিস্তার করা প্রয়োজন।

৪০

মোঃ আনোয়ার হোসেন মোবাঃ-০১৭৮৩৮৩৭৪৭৯	**শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:** এম,এম,বি,এ অনার্স এম,এ(আরবী) অধ্যক্ষ, ছোটাহার ধারকী আলিম মদ্‌রাসা
সাংগঠনিক পরিচিতি: সাবেক কেন্দ্রীয় মাজলিসে আম সদস্য	**যোগাযোগ:** ---

৪১

মো: ওসমান গণী মোবাইল: ০১৭১৫৬৫১৪৪২	**শিক্ষাগত ও পেশাগত পরিচয়:** সুপারিনটেনডেন্ট, ধারাবারিষা খাকড়াদহ দাখিল মাদ্রাসা
সাংগঠনিক পরিচিতি: সাবেক সভাপতি, নাটোর জেলা শাখা	**যোগাযোগ:** স্থায়ী ঠিকানা: ধারাবারিষা, গুরুদাসপুর, নাটোর।

৪২

মোহাম্মদ লিয়াকত আলী মোবাইলঃ ০১৭১৭ ৬৬২৫৯১	**শিক্ষাগত ও পেশাগত পরিচয়:** বি.এস.এস (অনার্স), এম.এস.এ (রাষ্ট্রবিজ্ঞান) এম.এ (হাদীস) একাউন্ট অফিসার, সৃষ্টি শিক্ষা পরিবার, বাংলাদেশ।
সাংগঠনিক পরিচিতি: সাবেক মাজলিসে আম সদস্য	**যোগাযোগ:** টেংগুরিয়া পাড়া, বাসাইল, টাঙ্গাইল।

৪৩

মুহাম্মদ এনামুল্লাহ বিন ইসমাইল খান মোবাইলঃ ০১৯১৪-৩৭৪০৪৮, ০১৮৫৬-৪৭১৫৩৫	**শিক্ষাগত ও পেশাগত পরিচয়:** প্রভাষক, টাঙ্গাইল দারুল উলুম কামিল মাদ্‌রাসা। পরিচালক, আবেদা খাতুন হিফজ্ এন্ড ক্যাডেট মাদ্‌রাসা।
সাংগঠনিক পরিচিতি: সাবেক কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক	**যোগাযোগ:** ----------

জাতির ক্রান্তি লগ্নে যুগোপযোগী ও বিজ্ঞানভিত্তিক পন্থায়প্রকৃত ইসলামের দাওয়াত প্রচারে শুব্বান সাহসী ভূমিকা রাখবে। একি সাথে নির্ভেজাল তাওহীদ প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে সেই প্রত্যাশাই করছি।

৪৪

মোঃ মাসকুর-উর রহমান মোবাইল: ০১৮৪৫৯৫৯৮৩৭ ই-মেইল: mashqur2@yahoo.com	**শিক্ষাগত ও পেশাগত পরিচয়:** লিসান্স মদিনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়
সাংগঠনিক পরিচিতি: সাবেক কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক কমিটির সদস্য	**যোগাযোগ:** পুরিন্দা, সাতগ্রাম, আড়াই হাজার, নারায়ণগঞ্জ।

৪৫

মাওঃ মোঃ ইব্রাহীম বিন আবু সুফীয়ান মোবাইলঃ ০১৭১৭ ৬৬২৫৯১	**শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:** সুপার ফুলবাড়ী দাখিল মাদ্রাসা সারিয়াকান্দি, বগুড়া।
সাংগঠনিক পরিচিতি: সাবেক সভাপতি, বগুড়া জেলা শাখা।	**যোগাযোগ:** মসজিদে মুবারাক ফহেত আলী ব্রিজ রোড, বগুড়া।

৪৬

মোঃ ইকরামুল হক মোবাইল ঃ ০১৭১১৬৬৮৫৬৭	**শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:** ব্যবসায়ী
সাংগঠনিক পরিচিতি: সাবেক কেন্দ্রীয় মাজলিসে আম সদস্য	**যোগাযোগ:** চোরকুল, গোপালপুর বাজার, ঝিনাইদহ

৪৭

মুহা ঃ আসাদুল্লাহ মোবাইল ঃ ০১৭১৬৩১৩৪৩১ ইমেলঃ md.assadullah.1971@gmail.com FB: MD ASSADULLAH	**শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:** 'ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা' বিষয়ক সিনিয়র শিক্ষক, সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ও এডমিন অফিসার, সৃষ্টি সেন্ট্রাল স্কুল এন্ড কলেজ,
সাংগঠনিক পরিচিতি: সাবেক সভাপতি, টাঙ্গাইল জেলা শাখা (২০০৫-২০০৮ সাল)	**যোগাযোগ:** পাতুলি পাড়া, পোষ্ট ঃ কাগমারী কলেজ, থানা ঃ টাঙ্গাইল সদর, জেলা ঃ টাঙ্গাইল

শুব্বান ভাইদেরকে বলব আল্লাহর এই বানী, "রাসূল তোমাদের যা দেন তা তোমরা গ্রহণ কর আর তোমাদের যা নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক।" (সূরা হাশর : ৭ আয়াত) "আকিদা ও আমলের সাথে দক্ষতা ও যোগ্যতা বাড়াতে হবে।"

৪৮

আব্দুল ওয়াদুদ মোবাইল ঃ ০১৭১৪-২৩০৬৮৮	**শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:** শিক্ষক মাদ্রাসা মুহাম্মাদিয়া, হারাগাছা পৌরসভা, রংপুর।
সাংগঠনিক পরিচিতি: ----	**যোগাযোগ:** মহাম্মদখান, রংপুর।

২০১৭-১৮ সেশনের মাজলিসে শুরার সদস্যদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

৪৯

মুহাম্মদ আব্দুল্লাহিল কাফী
মোবা: ০১৭১৯-১১৬৫৬৫, ০১৯১৫-০৭২৬৭৭
Email: kafi8004@gmail.com

শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:
চাকুরী,
কর্মকর্তা অনুবাদক, ইরাক দূতাবাস, ঢাকা।

সাংগঠনিক পরিচিতি:
কেন্দ্রীয় সভাপতি

যোগাযোগ:
স্থায়ী ঠিকানা:
গ্রাম: গন্ডগ্রাম (সারিয়াকান্দি পাড়া) পো. বগুড়া সদর, থানা: শাজাহানপুর, জেলা: বগুড়া

৫০

আব্দুল্লাহ আল মোতি
মোবাইল: ০১৭১২ ৫২৫ ৫৩০
E-mail:
almotiabdullah@gmail.com

শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:
বিএস.সি (অনার্স)
চাকুরী, কাতলাসেন কাদিরীয়া কামিল মাদরাসা।

সাংগঠনিক পরিচিতি:
কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি-১

যোগাযোগ:
স্থায়ী ঠিকানা:
ওয়ারলেছ রোড, সাকুয়া, ময়মনসিংহ

৫১

মো: রেজাউল ইসলাম
মোবা: ০১৭১৭-৬৩০৮৯৯
Email_ rezadu10@gmail.com
FB: rezaul islam

শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:
এম এস এস, লোকপ্রশাসন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
অফিসার, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

সাংগঠনিক পরিচিতি:
সহ-সভাপতি-২

যোগাযোগ:
গ্রাম: ময়মন্তপুর, পোষ্ট. রামনগর থানা: সাঘাটা, জেলা: গাইবান্ধা।

৫২

মুহা. আব্দুল্লাহ আল-ফারুক
মোবা: ০১৯১৫-৭৫৬৯১৯
Email: al.fmdu13@gmail.com
FB: @al.fm13 (Faruque Abdullah)

শিক্ষা ও পেশাগত পরিচিতি:
এম এ (ইসলামিক স্টাডিজ) ঢাবি
অফিসার (শরীয়াহ্ অডিটর)
অডিট অ্যান্ড ইন্সপেকশন ডিভিশন
প্রধান কার্যালয়, প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড

সাংগঠনিক পরিচিতি:
কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক

যোগাযোগ:
স্থায়ী ঠিকানা:
গ্রাম: বাহার কাছনা (মাস্টার পাড়া) পোস্ট: নিউ সাহেবগঞ্জ, সদর, জেলা: রংপুর।

৫৩

রবিউল ইসলাম
মোবাইল: ০১৭২৩-৩০৬৮৮০, ০১৯১৩-৮১৬০৮৭
E-mail:rabiulrabiislam@gmail.com
FB: Robiul Islam Robi

সাংগঠনিক পরিচিতি:
কেন্দ্রীয় যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক

শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:
দাওরা-ই-হাদীস, কামিল, বি.এ (অনার্স) এম.এ (ইবি), অফিস এক্সিকিউটিভ, কেন্দ্রীয় কার্যালয়, জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ

যোগাযোগ:
স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম ও ডাকঘর: মুশরীভূজা উপজেলা: ভোলাহাট, জেলা: চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

৫৪

শাইখ শরিফুল ইসলাম বিন মোকতাল হোসেন
মোবা: ০১৯১৭-১৯২৬২৯, ০১৭৬২-৬৭৪৭২৯
Email: sharifbm1984@gmail.com

সাংগঠনিক পরিচিতি:
কেন্দ্রীয় কোষাধ্যক্ষ

শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:
দাওরা-ই-হাদীস, কামিল (হাদীস) (সরকারী মাদরাসা-ই আলিয়া)
শিক্ষক: মাদরাসাতুল হাদীস, নাজির বাজার, ঢাকা

যোগাযোগ:
স্থায়ী ঠিকানা:
গ্রাম: মহিষামুড়া, পোস্ট: একডালা, থানা ও জেলা: সিরাজগঞ্জ

৫৫

মোহাম্মদ মিজানুর রহমান
মোবা: ০১৭২২-৬৪৪৪৫০
Email_
mizan017226@gmail.com
FB: Mizan

সাংগঠনিক পরিচিতি:
কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক

শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:
দাওরা-ই-হাদীস, অনার্স অধ্যায়নরত
চাকুরী,
এডিটর-তাফসীর পাবলিকেশন্স কমিটি

যোগাযোগ:
স্থায়ী ঠিকানা:
গ্রাম ও পোষ্ট: কালমাটি, থানা ও জেলা: লালমনিরহাট

৫৬

ইমাম হাসান
মোবাইল: ০১৯২০-০৭৪৮০৪
fb: IMAM HASAN
email:
imam.hasan.arabi@gamil.com

সাংগঠনিক পরিচিতি:
কেন্দ্রীয় প্রচার-প্রকাশনা সম্পাদক

শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:
সহকারী শিক্ষক,
মাদরাসা দারুস সুন্নাহ, মিরপুর, ঢাকা।

যোগাযোগ:
স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম: ছোট গদাইচর পোষ্ট ও থানা: মাধবদী, জেলা: নরসিংদী

৫৭

ইত্তেশামুল হক মীম মোবাইল: ০১৭১৯৪১৯৩৭৩ ই-মেইল ঃ director.ahis@gmail.com	**শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:** বি.এ শিক্ষকতা
সাংগঠনিক পরিচিতি: কেন্দ্রীয় সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্পাদক	**যোগাযোগ:** স্থায়ী ঠিকানা: বীরহলি, বীরহলি, পীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও

৫৮

শাইখ আব্দুল্লাহিল হাদী মোবাঃ ০১৭২২৫৬৮২৮০ ই-মেইল: ahadi8891@gmail.com	**শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:** দাওরা-ই-হাদীস বি.এ (অনার্স), এম.এ (ইবি) মুহাদ্দিস, মাদরাসা দারুস সুন্নাহ, মিরপুর, ঢাকা।
সাংগঠনিক পরিচিতি: কেন্দ্রীয় ছাত্র/সমাজ কল্যাণ সম্পাদক	**যোগাযোগ:** ডিহট্রা, জীবনপুর, হরিপুর, ঠাকুরগাঁও

৫৯

তানযীল আহমাদ মোবাইল: ০১৯৮২-৮৩৮০৭০ ই-মেইল: tanzilahmad.bd96@gmail.com	**শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:** দাওরা-ই-হাদীস, ফাযিল (অধ্যায়নরত) সহকারী শিক্ষক, মাদরাসা দারুস সুন্নাহ, মিরপুর, ঢাকা।
সাংগঠনিক পরিচিতি: কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক	**যোগাযোগ:** স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম: নতিব চাপড়া পোষ্ট: যাদুরহাট, নীলফামারী

৬০

হুমায়ূন কবীর মোবাইল : ০১৭১০ ৭৮৭৮৬৮ E-mail: humayunezazz@gmail.com Facebook: Humayun Kabir Jsr	**শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:** M.Sc, Computer Engineer কম্পিউটার ব্যবসা পরিচালক: সানমুন আইসিটি কোচিং সেন্টার
সাংগঠনিক পরিচিতি: কেন্দ্রীয় তথ্য ও গবেষনা সম্পাদক	**যোগাযোগ:** গ্রাম: বায়সা পোষ্ট: কেশবপুর উপজেলা: কেশবপুর জেলা: যশোর

৬১

হাফেয হাবিবুর রহমান
মোবাইল: ০১৭৪৯-২৮১৭২৭
E-mail:
mds.habib727@gmail.com
FB: Habibur Rahman

শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:
হাফেয
দাওরা-ই-হাদীস
ফাযিল-২য় বর্ষ

সাংগঠনিক পরিচিতি:
কেন্দ্রীয় বিদেশ বিষয়ক সম্পাদক

যোগাযোগ:
স্থায়ী ঠিকানা:
গ্রাম, লালডাঙ্গা, পোষ্ট: ভিওইল,
থানা: সাপাহার, জেলা: নওগাঁ

৬২

হাফেয মোঃ শাফিউল ইসলাম
মোবাঃ ০১৭৮৫-২৮৮৫৯৩
Email:
Shafiulislam1996@gmail.com

শিক্ষাগত ও পেশাগত পরিচিতি:
দাওরা-ই-হাদীস ফাযিল,
বি.এ অনার্স (অধ্যায়নরত)

সাংগঠনিক পরিচিতি:
কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক

যোগাযোগ:
স্থায়ী ঠিকান: গ্রাম: ইসলামপুর
(আদর্শপাড়া), পোষ্ট: পায়রাবন্দ,
থানা: মিঠাপুকুর, জেলা: রংপুর

৬৩

রায়হান কবির
মোবাইল: ০১৯২০ ৬০৯৬৮৫
Email:
raihankabir2071@gmail.com

শিক্ষাগত ও পেশাগত পরিচয়:
কামিল মাস্টার্স ডাবল,
(কুরআন ও হাদীস) তামিরুল মিল্লাত
কামিল মাদরাসা, ঢাকা।

সাংগঠনিক পরিচিতি:
কেন্দ্রীয় পাঠাগার সম্পাদক

যোগাযোগ:
গ্রাম: বল্লা, উপজেলা: কালিহাতি,
জেলা: টাংগাইল।

৬৪

ফারুক আহমদ
মোবা: ০১৭৪৮-০৩০৫৮১
Email:
infofaruquebd@gmail.com
FB: @faruq.ahmad.33

শিক্ষাগত ও পেশাগত পরিচয়: বিএ অনার্স, এম.এ, এমফিল (ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া), ডিপ্লোমা ইন পপুলেশন সাইন্সেস (ঢাবি), এমপিএইচ (আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি) উন্নয়নকর্মী, পাবলিক হেলথ

সাংগঠনিক পরিচিতি:
কেন্দ্রীয় মাজলিশে শুরার সদস্য

যোগাযোগ:
স্থায়ী ঠিকানা:
গ্রাম: পাইনশাইল, পোস্ট: মির্জাপুর
বাজার, থানা: জয়দেবপুর, জেলা:
গাজীপুর।

৬৫

ড. ইমতিয়াযুল আলম মাহফুয
মোবাইল- ০১৭১৭-৫১৪৯৪৭
ই-মেইল:
imtiazmahfuz@yahoo.com

শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:
এম.এ (আরবী), পিএইচ.ডি (রাবি)
সিনিয়র এক্সেকিউটিভ অফিসার
তথ্য প্রযুক্তি বিভাগ- প্রাইম ইসলামী লাইফ ইন্সুরেন্স লিমিটেড, ঢাকা-১০০০।

সাংগঠনিক পরিচিতি:
কেন্দ্রীয় মাজলিসে শূরার সদস্য

যোগাযোগ:
স্থায়ী ঠিকানা:
পোষ্ট: প্রবাস ভবন, বাড়ী নং: ৮৭,
বিনোদপুর বাজার, রাজশাহী-৬২০৬

৬৬

আহমাদুল্লাহ
মোবা: ০১৭২৩ ২৮৬৩৬২
Email:
ahmadullah6263@gmail.com

শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:
দাওরা-ই-হাদীস, বি.এ (অনার্স), এম.এ
প্রভাষক, ইসলামিয়া ডিগ্রি কলেজ,
বিনোদপুর বাজার, রাজশাহী।

সাংগঠনিক পরিচিতি:
কেন্দ্রীয় মাজলিসে শূরার সদস্য

যোগাযোগ:
গ্রামঃ কুলপাড়া, পোঃ মিয়াপুর, থানাঃ
শাহমখদুম, জেলাঃ রাজশাহী।

৬৭

মেহেদি হাসান
মোবাঃ ০১৭১৪ ৫০২০৬৩
ই-মেইল:
mahadi010384@gmail.com

শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:
বিএ (অনার্স) এম.এ (ইবি)
চাকুরী (প্রাইভেট কোম্পানী)

সাংগঠনিক পরিচিতি:
কেন্দ্রীয় মাজলিসে শূরার সদস্য

যোগাযোগ:
ষাটবাড়ীয়া, বেথুলী, কালিগঞ্জ,
ঝিনাইদহ।

৬৮

মোঃ ইসরাফিল হোসেন
মোবাঃ ০১৭১৬৬০৩৩৪৬
ই-মেইল:
israfil1985@gmail.com

শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:
দাওরা-ই-হাদীস, মাষ্টার্স
চাকুরী (প্রাইভেট কোম্পানী)

সাংগঠনিক পরিচিতি:
কেন্দ্রীয় মাজলিসে শূরার সদস্য

যোগাযোগ:
কদমশহর, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

	নাম ও যোগাযোগ	শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়
৬৯	আব্দুল্লাহ বিন হারিছ মোবা: ০১৬৭৬-২৭৭০৪৫ Email_ FB: Abdullah bin harish	**শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:** দাওরা-ই-হাদীস, বিএ অনার্স (অধ্যায়নরত) ইমাম ও খতিব, আসকারটেক জামে মসজিদ, বেরাইদ, ঢাকা
	সাংগঠনিক পরিচিতি: কেন্দ্রীয় মাজলিসে ক্বারার সদস্য	**যোগাযোগ:** স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম: দক্ষিণ শিলমান্দি, পোষ্ট: শিলমান্দি, থানা ও জেলা: নরসিংদী।

	নাম ও যোগাযোগ	শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়
৭০	মো. ইসমাইল হোসেন মোবাইল: ০১৭১৫ ৪০৮৮৫৪ ই-মেইল: ismail244342@gmail.com	**শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:** চাকুরী, বাংলা ট্র্যাক লিমিটেড, ভুলতা, নারায়ণগঞ্জ
	সাংগঠনিক পরিচিতি: কেন্দ্রীয় মাজলিসে ক্বারার সদস্য	**যোগাযোগ:** স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম ও ডাকঘর: জামিরা, উপজেলা: পুঠিয়া, জেলা: রাজশাহী।

	নাম ও যোগাযোগ	শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়
৭১	হাফেজ আনিসুর রহমান মাদানী মোবাঃ ০১৭৪৫৯১৩৫১৯ ই-মেইল: anisurrahmanmadani5411@gmail.com	**শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:** লিসান্স, মদিনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষকতা
	সাংগঠনিক পরিচিতি: কেন্দ্রীয় মাজলিসে ক্বারার সদস্য	**যোগাযোগ:** বাইগুনি, বাইগুনি, গাবতলী, বগুড়া।

২০১৭-১৮ সেশনের মাজলিসে আম সদস্যদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

	নাম ও যোগাযোগ	শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়
৭২	মোঃ হাবিবুল্লাহ মোবাঃ ০১৭৩৫৯৫৯০৫৮ ই-মেইল: habibbinekram@gmail.com	**শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:** পিএইচ.ডি গবেষক আরবী প্রভাষক, কাঞ্চনপুর ইলাহিয়া ফাযিল মাদরাসা, টাঙ্গাইল।
	সাংগঠনিক পরিচিতি: কেন্দ্রীয় মাজলিসে আম সদস্য	**যোগাযোগ:** হাতিপাড়া, পঞ্চপুকুর, নীলফামারী, নীলফামারী

৭৩

মো: এমদাদুল হক
মোবাইলঃ ০১৭১৭ ৫১২৪৫৫
emdadhoque1984@gmail.com

শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:
বি.এ (অনার্স), এম.এ (ইবি)

সিনিয়র শিক্ষক,
নিবরাজ ইন্টাঃ মাদরাসা

সাংগঠনিক পরিচিতি:
কেন্দ্রীয় মাজলিসে আম সদস্য

যোগাযোগ:
রায়সা, খাসকররা, আলমডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা।

৭৪

শাইখুল ইসলাম
মোবাইল: ০১৭৩১ ৫৪৬১৪৮

শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:
কামিল, এম.এ
ব্যবসায়ী

সাংগঠনিক পরিচিতি:
কেন্দ্রীয় মাজলিসে আম সদস্য

যোগাযোগ:
স্থায়ী ঠিকানা:
দৌড়মুটিয়া, নূতন মূলগ্রাম,
কেশবপুর, যশোর।

৭৫

আব্দুল মাতিন
মোবাইল: ০১৯১৪৫১৫৫০০

শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:
বি.এ (অনার্স) এম.এ (আরবী)
অফিসার, শরীয়াহ সেক্রেটারিয়েট,
এক্সিম ব্যাংক

সাংগঠনিক পরিচিতি:
কেন্দ্রীয় মাজলিসে আম সদস্য

যোগাযোগ:

আলোকদিহী, রাসডাঙ্গা, চিরিবন্দর,
দিনাজপুর।

৭৬

মোসাদ্দেকুর রহমান মাদানী
মোবাঃ ০১৭১৮ ৮১৬৮৭৭

শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:
লিসান্স,
মদিনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়।
মুহাদ্দিস, হারাগাছা মাদরাসা
মোহাম্মাদিয়া

সাংগঠনিক পরিচিতি:
কেন্দ্রীয় মাজলিসে আম সদস্য

যোগাযোগ:
স্থায়ী ঠিকানা:
দক্ষিণ মৌভাসা, মৌভাসা, গঙ্গাচড়া
রংপুর।

৭৭

ইসহাক বিন ইরশাদ
মোবাইল: ০১৭২৭৫৬৯২১৪

শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:
লিসান্স, মদিনা ইসলামী বিদ্যালয়
প্রিন্সিপাল, আলহাজ্ব মো: ইউসুফ মেরোরিয়াল দারুল হাদীস মাদরাসা, সুরিটোলা, ঢাকা।

সাংগঠনিক পরিচিতি:
কেন্দ্রীয় মাজলিসে আম সদস্য

যোগাযোগ:
স্থায়ী ঠিকানা:
সিরাজনগর, বিশালপুর, শেরপুর, বগুড়া।

৭৮

মুহাম্মদ আবুল বাশার
মোবাইলঃ ০১৭১০ ৮৮৫৪৪২

শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:
বি.এ (অনার্স), এম.এ (ইবি)
চাকুরী (প্রাইভেট কোম্পানী)

সাংগঠনিক পরিচিতি:
কেন্দ্রীয় মাজলিসে আম সদস্য

যোগাযোগ:
স্থায়ী ঠিকানা:
সাহেবনগর, কাজীপুর, গাংনী, মেহেরপুর।

৭৯

মোঃ মশিউর রহমান
মোবাইলঃ ০১৭২৪২১০৭২৫

শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:
এম,এম,বি,এ অনার্স এম,এ(আরবী)
প্রভাষক(আরবী)
ছোটাহার ধারকী আলিম মদ্‌রাসা

সাংগঠনিক পরিচিতি:
কেন্দ্রীয় মাজলিসে আম সদস্য

যোগাযোগ:
জয়পুর হাট

৮০

মোঃ তৌহিদুল ইসলাম
মোবাইলঃ ০১৭১০-৫৪০৯৮৮
ফেসবুক: Tauhidul Islam
E-mail:tauhidulislam16m@gmail.com

শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:
বিবিএস (অর্নাস), এমবিএস (ব্যবস্থাপনা), জবি।
প্রভাষক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ, উপশহর মহিলা কলেজ, যশোর।

সাংগঠনিক পরিচিতি:
কেন্দ্রীয় মাজলিসে আম সদস্য

যোগাযোগ:
স্থায়ী ঠিকানা:
দোরমুটিয়া, নূতন মূলগ্রাম, কেশবপুর, যশোর।

৮১

আহমাদুল্লাহ মোবাইলঃ ০১৭৩৫৮৩০৪২৫ ই-মেইল ঃ mdahmadullah8@gmail.com	শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়: দাওরা-ই-হাদীস, কামিল (মাষ্টার্স) আরবী প্রভাষক, পার্বতীপুর তালিমুননেছা আলিম মাদরাসা, পার্বতীপুর, দিনাজপুর।
সাংগঠনিক পরিচিতি: কেন্দ্রীয় মাজলিসে আম সদস্য	যোগাযোগ: স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম ঃ উত্তরাশশী (হাতিপাড়া) ডাকঘর ঃ পঞ্চপুকুর, উপজেলা ও জেলা ঃ নীলফামারী

৮২

আব্দুস সাত্তার মোবাইল: ০১৭১২ ২৯১১৬৪	শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়: বি.এ (অনার্স) এম.এ চাকুরী (প্রাইভেট কোম্পানী)
সাংগঠনিক পরিচিতি: কেন্দ্রীয় মাজলিসে আম সদস্য	যোগাযোগ: কুমুল্লি, দেলুয়া বাজার, গোপালগঞ্জ, টাঙ্গাইল।

৮৩

মোঃ মশিয়ার রহমান মোবাইল: ০১৭২০ ৯৯৪৩২৬	শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়: ইমাম ও খতিব
সাংগঠনিক পরিচিতি: কেন্দ্রীয় মাজলিসে আম সদস্য	যোগাযোগ: আলুকদিয়া বাগেরহাট

জমঈয়ত শুব্বানে আহ্লে হাদীস বাংলাদেশ

জেলা দায়িত্বশীলদের তথ্য

ক্র.নং	জেলার নাম	সভাপতি/আহবায়ক/ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এর মোবাইল নং	সেক্রেটারি/যুগ্ম আহবায়ক এর মোবাইল নং
১.	ঠাকুরগাঁও	মুহাঃ ইক্তেশামুল হক মীম-০১৭১৯৪১৯৩৭৩	যিকরুল হক বাদশা-০১৭৪৮৯৭২২৫৫
২.	দিনাজপুর	মুহাঃ মাহমুদুল হাসান-০১৭৭৫৩৩৩৫৯৯	তৌহিদুল ইসলাম-০১৭৩৮৬৬১১২৬
৩.	জয়পুরহাট	মোঃ মশিউর রহমান-০১৭২৪২১০৭২৫	শাখাওয়াত হোসেন-০১৭২৮২৫৫০১৫
৪.	পঞ্চগড়	মোঃমিজানুর রহমান(আহঃ)--০১৭২২৪৮৮৩৮৬	মোঃ ওয়ালিউর রহমান (যু.আ.)-০১৭১০২১৬১৫০
৫.	জামালপুর	মোঃখালেদুল ইসলাম (আহঃ)-০১৯২৮৮৭৯০৪১	আব্দুল হালিম (যু.আ.)-০১৯২০২২২৬১৪
৬.	চাঁপাই	শাইখ আব্দুর রহিম-০১৭৩৬৬২৯৬১৮	শাইখ মাহবুবুর রহমান-০১৭৭৪৬৪৯১৩১
৭.	রাজশাহী	মুহাঃ আহমাদুল্লাহ০১৭২৩২৮৬৩৬২	আ. আহাদ- ০১৭৩৭৭৭৮৪২১
৮.	নওগাঁ	হাফেজ রবিউল ইসলাম-০১৭২৩৩৪৯৬৪০	মোঃ নজরুল ইসলাম-০১৭৪১৪৩৪
৯.	নাটোর	আবু মুসা (আহবায়ক)-০১৭৪১৬৪০৯৬৯	আব্দুল ওয়াহাব (যু.আ.)-০১৭৪৪-৭০৫৮৫০
১০.	টাঙ্গাইল	মুহাঃ রায়হান কবির-০১৯২০৬০৯৬৮৫	মোঃ রাফি ওসমান-০১৯১৪৯৮৫৩৭৭
১১.	রংপুর	আব্দুর রহমান-০১৭২৩৬১৬০৭৬	মোঃতাকিবুল ইসলাম-০১৭২২৭৭৫৩১১
১২.	নীলফামারী	মুহা.আহমাদুল্লাহ (আহ.)-০১৭৩৫৮৩০৪২৫	শামসুল আলম (যগ্ম.আহ)- ০১৭১২৬৫৫৬৪৯
১৩.	গাইবান্ধা	মাওলানা মাহতাব উদ্দিন-০১৭৫৯৫৫৬৯৭৩	মোঃ হাবিবুর রহমান- ০১৭১৯৫০৯৬২৭
১৪.	কুড়িগ্রাম	মুহাম্মাদ সানোয়ার হোসেন-০১৭২০৯৮৪১৫২	মোঃ সুজন আলী- ০১৯৩০৩৯৬৪০৪
১৫.	ময়মনসিংহ	মোঃএহসানুল হক (আহ.)০১৬৩৬৮৮৩২৬৬	আব্দুল জলিল (যুগ্ম.আ.)- ০১৯২০৮২২৭৮৯
১৬.	পাবনা	মুহাম্মদ আনোয়ার হোসেন-০১৭৩১২৮৫৬৫২	মাও. মুরাদুজ্জামান-০১৭৭২৯৩৭১৬০
১৭.	সিরাজগঞ্জ	আব্দুল কাদের হোসেন-০১৭৪০৮৯২৯৫০	মোঃ ইউসুফ আলী- ০১৯১০০৯৪৮৫৯
১৮.	বগুড়া	আনিসুর রহমান মাদানী-০১৭৪৫৯১৩৫১৯	মাও. নাজির হোসেন- ০১৭২৫২৬৯৭৬৩
১৯.	ঝিনাইদহ	মোঃকামরুজ্জামন(আহ.)-০১৭৫৬৩৮৮৫৭৫	মোঃ হাসানুজ্জামান(যু.আহ)-০১৭৪৯৫২৫০৯২
২০.	বরিশাল	আসাদুল্লাহ আল-গালিব (আহ.)০১৭৫৩৫৫৮২৭৬)	হাসিব আব্দুল্লাহ মল্লিক(যু.আহ.)-০১৭৩৪৬৬৯১২৩
২১.	সাতক্ষীরা	আসাদুল্লাহ খান গালিব (আহ.)-০১৯১১৮১৮৪৩৩	মোঃ শরিফ হুসাইন(যু.আ.)-০১৭২৩৩৯৫২৯০
২২.	খুলনা	শাইখ মোস্তফা কামাল(আহ.)০১৭২৮৮২০৫৭৪	মোঃ শরিফুল ইসলাম (যুগ্ম আহ)-০১৭৪০৬৪৫১৫৪
২৩.	যশোর	তাওহীদুল ইসলাম-০১৭১০৫৪০৯৮৮	মোঃ হুমায়ুন কবীর-০১৭১০৭৮৭৮৬৮
২৪.	বাগেরহাট	মশিউর রহমান-০১৭২০৯৯৪৩২৬	মোঃ শফিকুল ইসলাম-০১৭৯৯৪২২৩৪৪
২৫.	কুষ্টিয়া-ইবি	মোঃ মাহমুদুল হাসান- ০১৭৪৭০৯৫৭৮৮	মোঃকামরুজ্জামন-০১৭৫৬৩৮৮৫৭৫
২৬.	কুষ্টিয়া	মোঃ তুহিন হোসেন (আহবায়ক)-০১৭২২২২৫৫৮০	হা. মোঃ হুসাইন (যুগ্ম আ.)-০১৭৭০৯০০৫১৭
২৭.	মেহেরপুর	অব্দুল আওয়াল (আহবায়ক)-০১৯২৮৫৬১৭৮৫	নাসরুল্লাহ লাবিব-০১৭২৩৩৩৩৪১৯
২৮.	নরসিংদী	মোঃরফিকুল ইসলাম- ০১৭১৮৮৮৬৩৮৮	মোঃ ইমাম হাসান-০১৭৩৪০০৭৪০৪
২৯.	কিশোরগঞ্জ	আব্দুল্লাহ আল মামুন- ০১৭১৩৮৬৩৪৯০	মোঃ মুকার্‌রম হোসেন০১৭৬১৫৫৮৬৯৭
৩০.	ঢাকা	আ. রাজ্জাক-০১৭১২২৪০৮৮৫	সানেয়ার হোসেন-
৩১.	নারায়ণগঞ্জ	ওবাইদুর রহমান-০১৭৪১৫৮২২৯১	মোঃ রাসেল আহমাদ-০১৭৫১৮৬৮৬৬২
৩২.	সিলেট	আব্দুল জব্বার-০১৭১৫২৭৯০৭৯	মোঃ সাইফুল ইসলাম-০১৭৩০৬৫৬৫০১
৩৩.	কুমিল্লা	কামরুজ্জামান খান-০১৮৩৬৭৫৫৬১৪	মুহাম্মদ যুবাইর আহমাদ-০১৮৪২২৪৪৪১৪
৩৪.	ঢকা মহানগর	মিযানুর রহমান-০১৭২২৬৪৪৪৫০	তানযীল আহমাদ-০১৯৮২৮৩৮০৭০
৩৫.	মাদরাসা দা.সুন্নাহ	শাইখ আনিসুর রহমান-০১৭৬৫৮২২৯৮১	আশিক বিন আশরাফ-০১৭১৪৫৩০১৭৪
৩৬.	মাদরাসাতুল হাদীস	আবু তাহের-০১৭২৭২১৩৯০১	মামুনুর রশিদ-
৩৭.	দারু. হা. সালা.মাদরা		আব্দুর রহমান-০১৫২১৪৩৫৬১৩

স্মরণীয় ভাষণ

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী (রহ)

জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস এর কেন্দ্রীয় কাউন্সিল ২০০২

তারিখঃ ০৮ই ফেব্রুয়ারি ২০০২ইং সময়ঃ সকাল ১১.৩০টা স্থানঃ জাতীয় প্রেস কাব, ঢাকা

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন। ওয়াস্‌সালাতু ওয়াস্‌সালামু আলা খাইরি খলকিহি মুহাম্মাদিও ওয়ালা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমা'ঈন। আম্মা বা'দ। আ'উযুবিল্লাহি মিনাশ শাইত্বানির রজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম। "সিবগাতাল্লাহ। ওয়া মান আহসানু মিনাল্লাহি সিবগাহ। ওয়া নাহনু লাহু 'আবিদুন।" ওয়া ক্বালা নাবিয়্যুল আমীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম "তারাকতু ফীকুম আমরাইন। লান তাযিল্লু মাতামাস্‌সাকতুম বিহিমা কিতাবাল্লাহি ওয়া সুন্নাতি।"

জনাব সভাপতি, মাননীয় বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ, সমবেত ভ্রাতৃমণ্ডলী, স্নেহের শুব্বান ছেলেরা। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমি সর্বপ্রথম আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের বারগাহে সিজদায়ে শোকর আদায় করছি, যিনি আমাকে অনেক বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও আজকে জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীসের এ কেন্দ্রীয় সম্মেলনে যোগদান করার তাওফীক আতা করেছেন। আমি শারীরিকভাবে সুস্থ নই। মানসিকভাবেও অত্যন্ত বিপর্যস্ত। প্রফেসর ড. আযহার উদ-দীন যেমনটি বললেন, আজকে সকাল ৮.০০টা থেকে দুপুর ১২.০০টা পর্যন্ত আমার বড় জামাতা প্রফেসর ড. এরশাদুল বারীর একটি কিডনী সংযোজন হয়েছে। দিল্লীর এপোলো হাসপাতালে। আল্লাহ রব্বুল আলামীনের মেহেরবানী অপারেশন তো সফল হয়েছে কিন্তু এর পর আল্লাহ রব্বুল আলামীন আরোগ্য দেবেন কি দেবেন না, তার মালিক তিনি।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অশেষ মেহেরবানী আমাদের ভাইরা যে যেখানে ছিলেন, তাদের মধ্যে মুরুব্বীরা ছিলেন, যুবকরা ছিলেন, তরুণরা ছিলেন, তার ছাত্ররা এবং আমাদের ছাত্ররাও দু'আ করেছে হয়তোবা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সবার দু'আর বরকতে মাফ করতে পারেন। আজ জুমার দিন, পবিত্র দিন। সালাতুল জুমার পর যদি আমার জন্য দু'আ করেন আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকট কৃতজ্ঞ থাকব। নিশ্চয় আপনাদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবো। আপনারা সবাই ঢাকার বিভিন্ন মসজিদে নামায আদা করে থাকেন। সেখানে যাবার জন্য আপনারা ব্যস্ত হয়ে পড়বেন। আমি অতি সংক্ষেপে আজকে দু-চারটি কথা আপনাদের সামনে তুলে ধরবো।

প্রথম কথা হলো- আমাদের দেশে প্রতিষ্ঠানের শেষ নেই। প্রত্যেক দিনই একটা না একটা নূতন নূতন প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে। সেটা বড়দের মধ্যে যেমন হচ্ছে ছোটদের মধ্যেও তেমন হচ্ছে। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানগুলির আদর্শ কি? লক্ষ্য কী? তাদের উদ্দেশ্য কী? তাদের কর্মপদ্ধতি কী? কর্মসূচি কী? আমরা অবহিত হতে পারি না। যদি সেই প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বশীলদেরও জিজ্ঞাসা করা হয় আজকে যে প্রতিষ্ঠান দাঁড় করলেন, এ প্রতিষ্ঠান কী উদ্দেশ্যে করলেন? তারা সবাই কিন্তু তার সমুচিত জবাব দিতে পারেন না। তার কারণ এই অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান আমরা দেখছি হয় ব্যক্তিভিত্তিক, অথবা গোষ্ঠীভিত্তিক, অথবা স্বার্থভিত্তিক, অথবা কোন একটা বিশেষ ক্ষণে, একটা বিশেষ মুহূর্তে, বিশেষ একটা উদ্দেশ্যকে সামনে নিয়ে গঠন করে থাকেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, এই সংগঠনগুলো খুব একটা নীতি নৈতিকতা মেনে চলে না। এ সমস্ত সংগঠনের নেতা-নেত্রী এবং যারা পরিচালক পরিচালিকা আছেন তারাই নিজেদের মধ্যে বার বার যে ডেমোক্রেসির (Democracy) কথা বলেন তা নিজেরাই অনেকে বোঝেন না। আজকে যেমন আপনারা এর একটা চরম পরিচয় লাভ করলেন। কিছুক্ষণ আগে আমাদের ভাই ওবায়দুল্লাহ গযনফর আমাদের জানালেন, জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীসের নেতৃবৃন্দ নির্বাচিত হয়েছে গোপন ব্যালটে। কেউ এদের মধ্যে কিন্তু প্রার্থী হতে পারেনি। কেউ প্রার্থীতা ঘোষণা করতে পারেনি। কেউ কারো পক্ষে কোন বক্তব্য রাখতে পারেনি। কর্মীরা, 'মাজলিসে আমে'র ছেলেরা সমবেত হয়ে মনে করেছে যাদেরকে দিয়ে আল্লাহর ফযল ও করমে জমঈয়ত শুব্বানে

আহলে হাদীস-এর উদ্দেশ্য সফলভাবে বাস্তবায়িত হবে, যারা শুব্বানের খেদমত করতে পারবে, যারা জামাত ও জমঈয়তের খেদমত আঞ্জাম দিতে পারবে, তাদেরকে তারা নির্বাচন করেছে।

এখানেই দেখুন, আমরা সারা দুনিয়াসুদ্ধ সবসময় চিৎকার শুনে থাকি- গণতন্ত্র গণতন্ত্র আর গণতন্ত্র। কত রকম গণতন্ত্রের চেহারা আমরা দেখলাম। একটা হোয়াইট হলের গণতন্ত্র দেখলাম। একটা হোয়াইট হাউসের গণতন্ত্র দেখলাম। আমরা এলিসি প্যারিসের গণতন্ত্র দেখলাম, মুগাবে সাহেব আবার আরেক গণতন্ত্র আমাদের দেখাচ্ছেন। গণতন্ত্রের রূপের শেষ নেই। আমরা কিন্তু এ ধরনের নামকা ওয়াস্তে গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি না। বরং আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ যে কথা বলেছেন, আমরা প্রত্যেকেই মানুষ এবং মানুষ হিসেবে আমাদের দায়িত্ব বেঁধে দেয়া হয়েছে, "রব্বানা মা খালাকতা হা-যা বাতিলা।"

সমাজে কোন ন্যায় ও নীতি নেই, সমাজে ভালো ও মন্দের জ্ঞান আমরা হারিয়ে ফেলেছি। বড় ও ছোটর জ্ঞানও আমরা ক্রমে হারিয়ে ফেলছি। এমনকি শিক্ষাঙ্গনগুলোও আমরা আজকে শিক্ষাঙ্গন না করে রণাঙ্গনে পরিণত করেছি। একথাটা মাওলানা মোবারক আলী সাহেব অত্যন্ত সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহীভাবে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। তো এই যখন আমাদের দেশের অবস্থা, যখন একটা মোরালিটির ক্রাইসিস (Morality Cricis) চলছে, যখন একটা নীতিনৈতিকতার দুর্ভিক্ষ চলছে, তখন এই দেশে একটা নীতিভিত্তিক, আদর্শভিত্তিক, বিশেষ গুণবিশিষ্ট– যে আদর্শ ও গুণে আমার বাহ্যিক উন্নতির চেয়ে, অগ্রগতির চেয়ে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টি অর্জনটাই বড়– সেরকম একটা প্রতিষ্ঠান চালানো চাট্টিখানি সাহসের কথা নয়। যদি এ বাচ্চারা আজকে এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে, তাদের ফেস্টুনে আপনারা লক্ষ্য করলে দেখবেন এখানে কোথায় যেন আছে, তাদের নিজেদের কর্মসূচি ৫টি।

প্রথমটি হলো- একটা ইসলাহুল আক্বীদা বা আক্বীদা সংশোধন করা। তার কারণ আগেতো নিজেকে সংশোধন করতে হবে। ইমাম শাফে'ঈ যেমন বললেন, আমি যে মানুষ, আমি যে আল্লাহর বান্দা, আল্লাহ যে আমাকে সৃষ্টি করেছেন বিশেষ একটা উদ্দেশ্যে এবং সেই উদ্দেশ্য সফল করার জন্য তিনি আমাদের কিছু পথ বাতলিয়ে দিয়েছেন। ছেলেরা বাংলায় আমাদের সামনে যে গযলটি পেশ করলো ওটাতো আসলে সূরা ফাতিহার তাফসীর ছিলো, "ইহদিনাস সিরাতাল মুসতাকিম। সিরা ত্বল্লাযিনা আন আমতা আলাইহিম।" ইত্যাদি। আমাদের নিজেদের চরিত্রের মধ্যে যদি কোন দোষ থাকে– এই যে আমাদের মেহমান যেমন বললেন, "একটা অন্যায় করলে একটা কালো দাগ পড়ে, আরেকটা করলে আরেকটা দাগ হয়, আরেকটা করলে আরেকটা দাগ হয়, এরপর আমাদের অবস্থা ঐরকম হয়ে যায়, "খাতামাল্লাহু আলা কুলুবিহিম"। আমাদের সব খতম হয়ে যায়। আপনি বাজারের এভেলেবল যত ভালো ডিটারজেন্ট নিয়ে আসেন না কেন, যতই ঘষামাজা করেন না কেন, যতই চেষ্টা করেন না কেন, আমার মন থেকে সে কালিমা আর দূর হয়ে যায় না। আমার মধ্যে যখন একটা ছাপ পড়ে যায়। যে ছাপের কারণে আমি সত্যকে সত্য বলে আর দেখতে পাই না। কাজেই বাচ্চারা নিজেরা সৎ হতে চেষ্টা করছে। নিজেদের আক্বীদা ঠিক করতে চেষ্টা করছে। শির্ক, বিদআত, তাকলীদ, কুফর এবং ইলহাদ সম্পর্কে জানতে চেষ্টা করছে। এর মানে তারা আল্লাহ রব্বুল আলামীনের সঙ্গে একটা সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার জন্য আগ্রহী হয়ে এসেছে।

আমার ছেলেমেয়েদের কাছ থেকেও অনেক কিছু শেখার আছে। আমার বাচ্চা অনেক সময় বলে, আব্বা এটা কি সত্যিকার কাজ হচ্ছে? আমার বাচ্চারা আমাকে বলতে পারবে, ঐ যে আমাদের মেহমান 'হায়া'র কথা বললেন, কিন্তু হায়া তো দুনিয়া থেকে উঠেই গেছে। সেজন্যই তো আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন, "আল হায়ায়ু শুবাতু মিনাল ইমান"- যার হায়া নেই সে বেহায়া, সে বেইমান। কিন্তু আজকে বেইমানতো সবাই হয়ে পড়েছি। আমরা সবাই বেহায়া হয়ে গেছি। আমরা প্রত্যেকেই লেজ কেটে ফেলেছি। এইজন্য লেজওয়ালা কিছু দেখতে আমরা প্রস্তুত নই। আমি যে কথাটা বলেছিলাম, যে বাচ্চারা প্রথমত নিজেদের আক্বীদা ঠিক করতে চাইছে।

তারপর তারা বলেছে, তারা দাওয়াত ও তাবলীগ করবে। তাদের কাছে আমাদের অনুরোধ যে "বাবারা, তোমরা কিন্তু সবসময় মনে রাখবে- ইসলাম দুনিয়াতে অশান্তি নিয়ে আসতে আসেনি। ইসলাম সবসময় দুনিয়াতে শান্তির বাণী নিয়ে এসেছে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মাধ্যমে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আরবদের যে শান্তি ও সমৃদ্ধি দিয়েছেন তা বিশ্ববাসীর কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। অমুসলিম ঐতিহাসিকরা এক বাক্যে স্বীকার করেছেন, কুরআনের

ঐ আয়াত "ওয়াযকুরু নি'য়মাতাল্লাহি আলাইকুম ইয কুনতুম আ'দাআন ফাআল্লাফা বাইনা কুলুবিকুম ফা আসবাহতুম বিনি'মাতিহি ইখওয়ানা" আল্লাহ পাক তার নবী মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মাধ্যমে ঘৃণিত একটি গোষ্ঠী, যেখানে প্রত্যেকে প্রত্যেকের মৃত্যু কামনা করতো, প্রত্যেকে প্রত্যেকের ধ্বংস কামনা করতো, আপোষে লড়াই করাই তাদের জীবিকা ছিলো, তাদেরকে তিনি সম্প্রীতির ডোরে, একটি স্নেহের ডোরে, একটি মমতার ডোরে, একটি ভ্রাতৃত্বের ডোরে বেঁধে দিলেন। তোমরা কিন্তু মনে রেখো, তোমাদের "উদউ ইলা সাবিলে রাব্বিকা বিল হিকমাতে ওয়াল মাওইযাতিল হাসানাতি ওয়া জাদিলহুম বিল্লাতি হিয়া আহসান।" তোমরা সুন্দরভাবে, আকর্ষণীয়ভাবে, অত্যন্ত সহজ-সরল ভাষায়, লোকের মনকে জয় করে নিয়ে তোমরা দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ আঞ্জাম দিবে।

আজকে সারা বিশ্বের জ্যেঠা হয়ে বসেছেন অনেকেই। আগে বিভিন্ন রকমের সাম্রাজ্যবাদ ছিলো। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ছিলো। ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ ছিলো। ডাচ্ সাম্রাজ্যবাদ ছিলো। পর্তুগীজ সাম্রাজ্যবাদ ছিলো। এমনকি কিছুদিনের জন্য জার্মানও সাম্রাজ্যবাদ ছিলো। কত কিসিমের, কত রকমের, কত ফের্কার আমরা সাম্রাজ্যবাদ দেখেছি। এখন মনে হচ্ছে যে একক সাম্রাজ্যবাদ। তারা যা বলবেন সেটাই ঠিক। আর সেটাই সবাইকে মেনে নিতে হবে। এখন নতুন করে তারা বোধহয় হিউম্যন রাইট্স এর ডেফিনেশন (Defination)দিবেন। এখন নতুন করে হয়তো তারা ফান্ডামেন্টাল রাইট্স (Fundamental Rights), মানুষ হিসেবে আমাদের যে মৌলিক অধিকার আছে সে সম্পর্কে আমাদেরকে অবহিত করতে চেষ্টা করবেন।

"মান কাতালা নাফসান বিগাইরি নাফসিন আও ফাসাদিন ফিল আরদি ফাকা আন্নামা কাতালান নাসা জামিয়া। ওয়া মান আহইয়াহা ফা কাআন্নামা আহইয়ান নাসা জামিয়া।"- একটি জীবনকে রক্ষা করা সারা মানবতাকে রক্ষা করার সমান বলা হয়েছে। এবং একটি জীবনকে অন্যায়ভাবে হরণ করা সারা বিশ্বের লোককে তাদের জীবন থেকে বঞ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। অথচ আজকে একবিংশ শতকে যারা সবচেয়ে বড় সভ্যতার দাবীদার তারা মানুষ খুন করে চলেছেন।

আমাদের বাচ্চারা আল্লাহর ফযল ও করমে কুরআনের সত্য বাণীগুলো তুলে ধরবেন। তারা এই কথাই বলবেন, "সিবগাতাল্লাহ ওয় মান আহসানু মিনাল্লাহি সিবগাহ।" দেখ, আল্লাহর বান্দা হিসেবে আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন তোমাকে যে সমস্ত গুণাবলি দিয়েছেন, তোমার মধ্যে যে সকল মানবীয় সম্ভাবনাকে সুপ্ত রেখেছেন, সেগুলোকে পূর্ণ বিকশিত করে, ইনসানে কামেল হয়ে, পরস্পরকে ভালোবেসে, পরস্পরকে "তাওয়াআনু আলাল বির্‌রে ওয়াত তাকওয়া"র মাধ্যমে প্রত্যেকে প্রত্যেককে সাহায্য করে, ন্যায়ের পথে, সত্যের পথে, বৃদ্ধির পথে, মুক্তির পথে, সফলতার পথে চলো আমরা সকলে মিলে এগিয়ে যাই। আমরা হিংসাকে পরিত্যাগ করি। আমরা সন্ত্রাসকে পরিত্যাগ করি। আমরা বিদ্বেষকে পরিত্যাগ করি। আমরা কুৎসা রটনাকে পরিত্যাগ করি। আমরা আমাদের মুরুব্বীদের সম্মান করতে শিখি। আমরা আমাদের ছোটদেরকে ভালোবাসতে শিখি। আমরা লোকের দিকে আমার সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বের হাত বাড়িয়ে দিই, আমরা পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন কঅ, আমরা মানুষ সবাই যে এক আল্লাহর বান্দা, ওই আদম ও হাওয়ার সন্তান– "ইন্না খালাকনাকুম মিন যাকারিও ওয়া উনসা ওয়া জা'আলনাকুম শু'যুবাওঁ ওয়া ক্বাবায়িলা লিতা'আরাফু ইন্না আকরমাকুম 'ইনদাল্লাহি আতক্বাকুম।" আমার ব্যাংক ব্যালেন্স দিয়ে, আমার চেহারা দিয়ে, আমার কাপড়-চোপড় দিয়ে, আমার গুলশান বনানীতে কতগুলো বাড়িঘর আছে, কতগুলো ইন্ডাস্ট্রি আছে? আমি কত জায়গায় বড় বড় বক্তৃতা করতে পারি? এগুলো দিয়ে কিন্তু আমার মর্যাদার পরিমাপ করা হবে না। আমাকে মূল্যায়ন করা হবে না। বরং মূল্যায়ন সেটা দিয়ে হবে আমি কতটা তাকওয়ার অধিকারী। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যেসমস্ত গুণে গুণান্বিত করে আমাকে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ করে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছেন সেই সৃষ্টির সেরা মানুষ যদি শেয়ালের চেয়ে ধুর্ত হয়, সৃষ্টির সেরা মানুষ যদি ঐ কাকের চেয়ে প্রতারক হয়, সৃষ্টির সেরা মানুষ যদি বাঘের চেয়ে হিংস্র হয়, সৃষ্টির সেরা মানুষ যদি পরশ্রীকাতর হয়, একজন কিছু পেলে আরেকজন যেন হিংসায় বেকারার হয়ে পড়ে। কেনো তুমিও চেষ্টা কর। "লাইসা লিল ইনসানি ইল্লা মা সা'আ"। তুমি চেষ্টা কর। আল্লাহ তোমাকেও দিবেন ইন শা আল্লাহ। কিন্তু আরেক ভাইয়ের কাছ থেকে কেড়ে নিতে হবে কেন? আমাদের বাচ্চারা সত্য প্রচারে **দ্বিতীয় এই কাজটি করছে।**

তৃতীয়ত, তারা যেটা করছে– তানজীম ও সংগঠন। আমাদের দেশে মা শা আল্লাহ অনেক সংগঠন আছে। তাদের যখন জন্ম হয়েছে তখন থেকে আর কোন বৈঠক হয় না। আমাদের কি হয়? আমরা পীরপূজকের দেশ। বাংলাদেশ আগে মুর্তিপূজক ছিলো। সেখান থেকে আমরা পীরপূজক হয়েছি। আমরা যখন একজনকে একবার নির্বাচন করে নেই। নেতা

হিসেবে আমৃত্যু তাকেই আমরা মেনে নেই। মানুষ ভুল করতে পারে। মানুষ ক্রটি করতে পারে। ভুল সংশোধনও করতে পারে। ক্রটি থেকে মুক্তি পেতে পারে। কিন্তু আমরা যদি একজনের হাতে সম্পূর্ণ ক্ষমতাকে সঁপে দিয়ে আর তাতে পূর্ণ বশ্যতা স্বীকার করি এবং তিনি সর্বপ্রকার ভুল ক্রটির উর্ধ্বে– এটা মনে করি তাহলে কিন্তু সেটা সত্যিকার সংগঠন হয় না। সংগঠনে অভ্যন্তরীণ গনতন্ত্রের কথা বলা হয়েছে। সংগঠনের মধ্যে গণতন্ত্রের চর্চা করতে হবে। পারস্পরিক ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হতে হবে। এই যে লক্ষ করলাম- কর্মীরা সভাপতিকে ভাই বলছে, সেক্রেটারিকে ভাই বলছে। পরস্পর পরস্পরকে আসাদ ভাই, মাসউদ ভাই বলছে– এই যে বন্ধন। ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন খলিফা ছিলেন পারস্যের দূত এসে দেখলেন, তিনি মাঠের মধ্যে নিজের উট চড়িয়ে বেড়াচ্ছেন। কাজ শেষে গাছের তলে হেলান দিয়ে আছেন, এ অবস্থা দেখে রাষ্ট্রদূত অবাক হয়ে গেছে যে, আমাদের বাদশারা কত রকমের বেষ্টনীর মধ্যে থাকে তারপরও তাদের নিরাপত্তা সম্পর্কে তারা নিশ্চিন্ত হতে পারেন না। আর উমর (রা.) সারা মুসলিম জাহানের নেতা হওয়া সত্ত্বেও তুমি এরকম অতি সাধারণ একটা জীবনযাপন করছো! কাজেই আমাদের এখানে তানযীমের খুব বড় প্রয়োজন। এখানে আমাদের মধ্যে শৃঙ্খলার খুব প্রয়োজন আছে। ইমামকে যখন আমরা দাঁড় করিয়ে দিয়েছি, তিনি ইমামতি করছেন, তিনি যখন রুকুতে যাবেন আমাদের সববাইকে রুকুতে যেতে হবে। তিনি যখন রুকু থেকে উঠবেন আমাদের সববাইকে রুকু থেকে উঠতে হবে। এখানে কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি ইমাম আছেন তার ইতা'আত আমাদের করতে হবে। কিন্তু তিনি আমাদের বাধাধরা ইমাম না। আমরা অন্য ইমামও নির্বাচন করতে পারি।

এর পর তারা যে কাজটি করছে তা হচ্ছে ইসলাহুল মুজতামা। এটা যে কত বড় কথা। আপনারা দেখুন, এখানে ক'টা গোল্ড মেডেল পাব, ক'টা পুরস্কার পাব, কে কোন তখ্তে বসবো, কে কোন কুরসী দখল করবো, কে কিছুদিনের মধ্যে কত ব্যাংক ব্যালেন্স বানাবো, কে কোন জায়গায় ক'টা বাড়ী তৈরি করবো, এগুলো নয়। বাচ্চাদের শেষ কথাটা হচ্ছে তারা সমাজের মধ্যে পরিবর্তন আনতে চায়। সংস্কার আনতে চায়। আমাদের মধ্যে আত্মশুদ্ধিবোধটা তারা জাগ্রত করতে চায়। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদেরকে তাওফীক 'আতা করুন। তারা আমাদের ভবিষ্যৎ। তারা জাতির ভবিষ্যৎ। এবং জাতির ভবিষ্যতকে প্রতিষ্ঠা করতে হলে আমাদের দেশে সত্যিকার শিক্ষার দরকার আছে। শিক্ষার মাধ্যমে নিরক্ষরতা থেকে মুক্তি– এটা মূল শিক্ষা নয়। যে শিক্ষা আমাকে পরিশীলিত করলো না, আমাকে পবিত্র করলো না,আমাকে আমার প্রভুকে চেনালো না, আমার ছোট ভাইদের স্নেহ করতে শেখালো না, আমার মধ্যে দেশপ্রেমকে জাগ্রত করলো না, আমার মধ্যে দুর্বলের প্রতি স্নেহ এবং সত্যের প্রতি একদম শর্তহীন আনুগত্য প্রকাশ করতে বাধ্য করলো না, সেটাতো শিক্ষা নয়। এবং বাস্তবে সে রকমের শিক্ষা তো আমরা এখন পাচ্ছি না।

আমাদের গায়ে অনেক ছিপছাপ পড়ছে। আমরা কি সত্যিকার শিক্ষায় শিক্ষিত হচ্ছি? কাজেই আল্লাহ করুন আমাদের বাচ্চারা সত্যিকার শিক্ষায় শিক্ষিত হোক, আমাদের বাচ্চারা কুরআনের আলোতে আলোকিত হোক, আমাদের বাচ্চারা কুরআনের শিক্ষায় শিক্ষিত হোক। যেমনটি মা আয়েশা (রা.) বলেছিলেন যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, তিনি তো কোন মক্তবে পড়েন নাই? তিনি তো কোন পাঠশালাতেও পড়েন নাই? এবং হযরত জিবরীল (আ.) প্রথম তার কাছে যখন বলেছিলেন, 'ইক্বরা'- পড়। তিনি বলেছিলেন, 'মা আনা বি ক্বারী'- আমি পড়তে পারি না। তিনি তো উম্মী ছিলেন। অক্ষরজ্ঞান বিমুক্ত ছিলেন। কিন্তু তার চেয়ে দুনিয়াতে কোন শিক্ষিত লোক ছিল? হবে? তা হলে শিক্ষা মানেই কিন্তু এ বি সি ডি ক খ গ ঘ আর আলিফ বা তা সা নয়। শিক্ষা একটা বড় জিনিস। যেটা মনকে প্রসারিত করে। যেটা সত্যিকারভাবে আমার চোখে আলো দান করে।

আমি অনেক সময় নিয়ে ফেলেছি। আপনাদের কাছে মাফ চেয়ে নিচ্ছি। বাচ্চাদেরকে আবারও আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তাদের উজ্জল ভবিষ্যৎ কামনা করছি। তাদের ইহকালীন ও পরকালীন উন্নতি কামনা করছি। এবং আপনাদের সববাইকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমি এখানে শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ্।

(সংক্ষেপিত)

শ্রুতিলিপিঃ মোহাম্মদ আবদুল্লাহ আল মোতি
সহ-সভাপতি, জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ
কথ্যরীতি হতে লেখ্যরীতিতে রূপান্তরঃ মুহা. আব্দুল্লাহ আল-ফারুক

* বক্তব্যটি youtube এ দেখতে সার্চ করুন- Dr. Sir Bari (r)

জমঈয়ত শুব্বান : চেতনায় বহমান, স্মৃতিতে অম্লান

-মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম

আলহামদুলিল্লাহ। সব প্রসংশা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার। তাঁর অসংখ্য নেয়ামাত পেয়ে আমরা ধন্য। ইহকালে জীবন যাপনের সবকিছু তো তিনি দিয়েছেনই, পরকালে সীমাহীন সুখে থাকবার ব্যবস্থাও তিনিই করে রেখেছেন। আর কুরআন-সুন্নাহর সঠিক দাওয়াত গণমানুষের কাছে উপস্থাপনের লক্ষ্যে তিনিই আমাদেরকে জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস তথা বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের পতাকাতলে সমবেত হবার তাওফিক দান করেছেন। ফালিল্লাহিল হামদ। মহান আল্লাহর প্রসংশার পর সর্বকালের সেরা মানুষ, সব মানুষের উত্তম আদর্শ মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি নিবেদন করছি আমাদের সশ্রদ্ধ এবং হৃদয়-নিংড়ানো ভালবাসাসিক্ত দরূদ এবং সালাম।

জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস আমার জীবনের একটা অংশ। জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়টুকু কেটেছে এ তাওহীদী কাফেলার সাথে। সম্পর্কটা গতানুগতিক ছিল না। আবেগ-অনুভূতি, চেতন-অবচেতন মনোজগৎ - সব কিছুতে মুহাব্বাতের শেকড় ছড়িয়ে পড়েছিল। ফলে ভেতরে-বাইরে একটাই ছিল শ্লোগান- জমঈয়ত শুব্বান ফলে এখন এ বিষয়ে কিছু বলতে গেলে কিছুটা খেই হারিয়ে ফেলি। আবেগে উদ্বেলিত হয়ে পড়ি। ভাবি "লাইতাশ শাবাবা ইয়াউদ" (আবার যদি ফিরে পেতাম যৌবনের সেই সোনালী সময়টা!) পর্বত পেরোনোর আর নদীর স্রোতের বিপরীতে চলার হার না মানা হিম্মতটা! সব কিছু পেছনে ফেলে যুবসমাজকে নিয়ে তাওহীদ-সুন্নাহর দাওয়াত ছড়িয়ে দেবার দুর্বার গতিটা যদি ফিরে পেতাম!

শুব্বানের রেনেসাঁর ইতিহাস বলতে গেলে একটু দ্বিধাও বোধ করি। কারন তখন নিজের কথাও চলে আসে। আমার মেহনতের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে নিজের ছওয়াব কমে যাবার আশঙ্কাও করি। এ জন্য এ বিষয়ে কোন দিন কলম ধরতে চাইনি। কিন্তু ইতিহাসটাও যে লিখে রেখে যাওয়া প্রয়োজন। নিজের জন্য না হলেও পরবর্তী ভাইদের জন্য। ওদের উৎসাহ দেবার উদ্দেশ্যে।

ঢাকার ধামরাই ইলাকা জমঈয়তে আহলে হাদীসের মধ্যে আমাদের গ্রামটিও ছিল। এখনও আছে (গ্রামের নাম তেতুলিয়া)। আজকের শরীফবাগ কামেল মাদরাসাটি ওই সময় সিনিয়র মাদরাসা ছিল। আমার বড় ভাই ওই মাদরাসার মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ইলাকার বড়দের দেখতাম বাড়ী বাড়ী গিয়ে চাঁদা তুলতেন। কয়েক গ্রামের জনগণ মিলে শরীফবাগ মাদরাসার মাঠে জমঈয়তে আহলে হাদীসের দু'দিনব্যাপী ইসলামী সম্মেলন আয়োজন করতেন। বড় বড় আলেমরা সেখানে বিষয়ভিত্তিক ওয়াজ করতেন। সম্মেলন উপলক্ষে তাঁরা বিভিন্ন গ্রামে দাওয়াতী সফরও করতেন। মসজিদে মসজিদে খুতবা দিতেন। অবশ্য শীত মৌসুমেও তাঁদের অনেকেই আসতেন। তবে জমঈয়তের সম্মেলনের ওয়াজগুলো আমার কাছে বেশী আকর্ষণীয় ছিল। এর প্রধান কারন ছিল, সভাপতির আসনে দেখতাম আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিক্ষাবিদ, ইসলামী চিন্তাবিদ এবং মাননীয় জমঈয়ত সভাপতি আল্লামা প্রফেসর ডঃ মুহাম্মদ আব্দুল বারী (রাহিমুল্লাহ) কে। তাঁর শান্ত, সৌম্য এবং ব্যক্তিত্বসম্পন্ন অভিব্যক্তি, শুদ্ধ, সুন্দর এবং দরদী বক্তব্য সম্মেলনে পিন পতন নিরবতা নিয়ে আসতো। ওই সময় মনে হত স্রোতারা তাঁর বক্তব্য শুধু শুনছেন না; বরং সম্মোহিতের মত গিলছেন। শরীফবাগ মাদরাসার বার্ষিক ওয়াজ মাহফিলেও তিনি সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করতেন।

কিন্তু আফসোসের বিষয় হল, পারিবারিকভাবে জমঈয়তের সাথে পরিচিত থাকলেও সাংগঠনিক প্রোগ্রামে অংশগ্রহণের সুযোগ পেলাম অনেক পরে। ১৯৮৬ সালে। আমি তখন ক্লাস সেভেনে পড়ি। শরীফবাগ মাদরাসায়। ধামরাই ইলাকা জমঈয়তের কনফারেন্স চলছিল। মাননীয় জমঈয়ত সভাপতি আল্লামা প্রফেসর ডঃ মুহাম্মদ আব্দুল বারী স্যারের সাথে ছিলেন মাওলানা আসাদুল্লাহ আল-গালীব (আজকের ডঃ আসাদুল্লাহ আল-

গালীব), মাওলানা মুসলিমসহ অন্যান্য কেন্দ্রিয় নেতৃবৃন্দ। মেহমানদের বক্তব্যের আগে মাদরাসা ছাত্রদের পক্ষ থেকে জীবনে প্রথম জনসভায় বক্তব্য দেয়ার সুযোগ পেলাম। আসাদুল্লাহ আল-গালীব সাহেবের বক্তব্যের পর ডঃ মুহাম্মদ আব্দুল বারী স্যার সভাপতির আসন থেকে উঠে মাইক্রোফোন হাতে নিলেন। গালীব সাহেবের বক্তব্যের সমর্থনে কিছু কথা বললেন। আর ছাত্র-যুবকদের উদ্দেশ্যে বললেন, "তোমাদের তাওহীদি কাফেলার সিপাহসালার আসাদুল্লাহ আল-গালীবের সাথে সাংগঠনিক সভায় বসো।" আমরা তখন শরীফবাগ মাদরাসার দ্বিতীয় তলায়, পশ্চিম অংশে, মাদরাসার অফিসে বসলাম। গালীব সাহেব আমার বক্তব্যের কিছু সংশোধনীসহ প্রশংসাও করলেন। ওই সময় আমার শিক্ষক মাওলানা আব্দুল কাদের বলে ফেললেন, "ও আপনাদের রাজশাহী ইউনিভার্সিটির শামসুল ইসলামের ছোট ভাই।" (আমার ভাই তখন রাজশাহী ইউনিভার্সিটির উদীয়মান ছাত্রনেতা ছিলেন। গালীব সাহেব তার হলের আবাসিক শিক্ষক ছিলেন। এর আগে আমার ভাই শরীফবাগ মাদরাসারও ছাত্র ছিলেন।) গালীব সাহেব তখন একটু মজা করে বললেন, "তুমি তো তোমার ভাইয়ের চেয়েও ভাল বক্তব্য দিয়েছ।" সাংগঠনিক সভায় প্রচলিত ইসলামী আন্দোলন এবং সালাফী আন্দোলন নিয়ে অনেক কথা হল। শেষে ধামরাই ইলাকা (উপজেলা) জমঈয়তের যুব কমিটি (আরবিতে জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীছ এবং বাংলায় আহলে হাদীছ যুব সংঘ নামে) গঠনের সিদ্ধান্ত হল। কিন্তু সভাপতি পদে আসতে কেউ রাজী হচ্ছিলেন না। অবশেষে এ পদটি চাপানো হয় আমার ছোট মামা হাবীবুর রহমান মনির (পিতা হাজী আব্দুস সাত্তার)-র উপর। আমাকে দেয়া হয় সমাজকল্যাণ সম্পাদকের পদ। ঢাকা থেকে আমানুল্লাহ (আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল) এবং হাবীব (বর্তমানে কুয়েতে দাঈ হিসেবে কর্মরত) ভাই আমাদের দেখাশুনা করতেন। বছর তিনেক আমরা সংগঠনটাকে ধরে রাখতে পেরেছিলাম। এরপর কেন্দ্র থেকে কোন সাড়া পাচ্ছিলাম না।

এরপর কেটে গেল বেশ ক'বছর। এলো ১৯৯৩ সাল। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়ায় ইংরেজি বিভাগে ভর্তি হলাম। প্রথম বছর হলে সীট বরাদ্দ না পাওয়ায় ক্যাম্পাসের পাশেই এক মেসে উঠলাম। ওখানেই দেখা হল মেহেরপুর জেলার গাংনী ইলাকার ইসহাক আলী ভাইয়ের সাথে। ইসহাক ভাই আল-কুরআন বিভাগের ছাত্র। তার কাছ থেকেই জানতে পারলাম, যে গালীব সাহেবকে ডঃ আব্দুল বারী স্যার আদর-যত্ন-সহযোগিতায় আমাদের সিপাহসালার হিসেবে গড়ে তুলছিলেন, তিনি জমঈয়তের পিঠে ছুরিকাঘাত করে কেটে পড়েছেন। নতুন দল দাড় করিয়েছেন। আর জমঈয়তের অঙ্গ-সংগঠন হিসেবে এখন মাঠে আছে জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস। আরও জানতে পারলাম, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে শুব্বানের শাখা রয়েছে। ক্ষুদ্র হলেও দলের একটা অংশ এভাবে বিচ্ছিন্ন হবার খবরটি শুনে কষ্ট পেলাম। তবে মূল দলের অঙ্গ-সংগঠনটিকে হাতের কাছে পেয়ে নতুন করে কাজ করবার প্রেরণা পেলাম।

আমাদের সময় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ছিল অনেকটা উত্তাল। ঘন ঘন ছাত্র সংঘর্ষ, আর তার জের ধরে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণার ফলে সেশনজট ছিল তীব্র। ফলে শুব্বানের কার্যক্রমও তেমন জোরদার করা সম্ভব হয়নি। তবু ১৯৯৪ সালের দিকে আমরা একটু নড়ে চড়ে উঠবার চেষ্টা করি। ওই সময় কুষ্টিয়ার কুমারখালীর আবু সায়ীদ ভাই (আইন এবং মুসলিম বিধান বিভাগের ছাত্র) আমাদের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। ওই বছর আমি সাদ্দাম হোসেন হলে আবাসিক সীট পাবার ফলে অনেকের সাথে পরিচয় হবার সুযোগ পাই। বগুড়ার রবিউল ইসলাম ভাই, নাটোরের আব্দুল মান্নান ভাই, জামালপুরের সফিকুল ইসলাম ভাই (প্রফেসর আ.ব.ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী স্যারের ছোট ভাই) সহ আরো অনেকের সাথে পরিচয় হয়। প্রথম দিকে কখনও সাদ্দাম হোসেন হলে, কখনও বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবনের মসজিদে আমরা বৈঠকে বসতাম।

মনে পড়ে, প্রথম দিকের এক বৈঠকে মেহেরপুরের হাবীব ভাই (আরবী বিভাগের ছাত্র) গালীব সাহেবের যুবসংঘে যোগদানের প্রস্তাব পেশ করেন। তখন আমি এর বিপক্ষে বক্তব্য দিতে যেয়ে বলেছিলাম, কয়েকটি কারণে যুবসংঘে যাওয়া যাবে না। সবচেয়ে বড় কারণ হল, কুরআন-সুন্নাহ থেকে যা বুঝা যায়, তাতে মূল দলের সাথেই থাকতে হবে; বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সাথে যাওয়া যাবে না। দ্বিতীয়ত, আমরা যদি আমাদের বৃহত্তর ঐক্যের আশা করি, তার সহজ উপায়ও হল মূল দলকে শক্তিশালী করা। বিচ্ছিন্নতাবাদীদের হাতকে শক্তিশালী করলে তারা নিজেদের শক্তির অহংকারে দূরে সরে থাকবে। মূল দলে ফেরার কোন তাগিদ অনুভব করবে না।

তৃতীয়ত, যুবসংঘ কোন শরয়ী কারণে নয়, পার্থিব স্বার্থে পৃথক হয়েছে। কাজেই, তাদের প্রতি কোন সহমর্মিতা প্রদর্শনের সুযোগ নেই। চতুর্থত, বিচ্ছিন্নতাবাদী কিংবা বহিষ্কৃত কোন ব্যক্তির আনুগত্য বৃহত্তর সমাজের জন্য কোন কল্যাণ বয়ে আনে না। পঞ্চমত, বিচ্ছিন্নতাবাদীরা সারা জীবন বিচ্ছিন্নতার পথেই হাঁটবে। ঐক্যের মানসিকতা তাদের মাঝে গড়ে ওঠবে না। ষষ্ঠত, যারা বলে জমঈয়তের কাজের গতি স্লো, এ জন্য যুবসংঘ করা দরকার। তাদের এ দাবী সঠিক নয়। কারণ জমঈয়তই উপমহাদেশের আহলে হাদীসদেরকে ঐক্যবদ্ধ করেছে, বৃহত্তর সাংগঠনিক প্লাটফরম তৈরি করেছে। এরপরও কেউ যদি পুরোনো হবার কারণে জমঈয়তে তৃপ্ত না হয়ে নতুনদের নিয়ে নতুন কিছু করতে চান, তাদের মনে রাখা দরকার যে তারাও একদিন পুরোনো হবেন, বুড়িয়ে যাবেন; তখন আগামী দিনের নতুনরাও যদি এভাবে নতুন দল করে, সে ক্ষেত্রে তারা কি তা মেনে নেবেন? আর এভাবে কয়েক বছর পর পর নতুন নতুন দল তৈরি হলে দলাদলির বন্যা বয়ে যাবে। এ অবস্থা থেকে বাঁচার জন্য মূল দলকে শক্তিশালী করাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। সপ্তমত, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস শুধু উপমহাদেশ নয়, পৃথিবীর বৃহত্তম সালাফী সংগঠন। আমরা যুব আন্দোলন করবো জমঈয়তের আগামী দিনের কর্মী হিসেবে নিজেদেরকে গড়ে তোলবার জন্য। জমঈয়ত বিরোধী যুবসংঘে যোগ দিলে আমাদের সে আশা কোন দিন পূরণ হবে না। অষ্টমত, পার্থিব স্বার্থে মানুষ আজ ব্যবসা কিংবা রাজনীতি করবার জন্য জোটবদ্ধ হচ্ছে, মান-অভিমান ভুলে মূল ধারায় ফিরে আসছে। বৈচিত্র আর বৈরিতার মাঝেও ঐক্যের সুর খুঁজে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক জোট তৈরি করছে। অথচ আমরা আখেরাতমুখী মানুষেরা উল্টো পথে চলার চিন্তা করছি। এটা হতে পারে না। বৈঠকে উপস্থিত ভাইয়েরা সেদিন আমার কথা সমর্থন করেছিলেন। কিন্তু পরে হাবীব ভাইকে আর কোন বৈঠকে পাওয়া যায়নি। তবে ক্ষুদ্র পরিসরে হলেও সেদিন আমরা ঐক্যবদ্ধ জীবন যাপনের যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, সেই বুঝ আজও আমাদের চেতনায় চিরজাগ্রত রয়েছে।

আবু সায়ীদ ভাইয়ের ছাত্রজীবন শেষ হলে ইসহাক ভাই ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শুব্বানের হাল ধরেন। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক জনাব মুহাম্মদ আলী, আল-কুরআন বিভাগের অধ্যাপক ডঃ আ.ব.ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী, ডঃ লোকমান হোসেন, আল-হাদীস বিভাগের অধ্যাপক ডঃ আ.খ.ম. ওয়ালী উল্লাহ, ডঃ মুজ্জাম্মিল আলী, ডঃ শফিকুল ইসলাম, দাওয়া বিভাগের প্রফেসর ডঃ ইউসুফ সিদ্দিক, কেন্দ্রিয় লাইব্রেরির অফিসার মাওলানা আব্দুল জলীল (বর্তমানে ঝিনাইদহ জেলা জমঈয়ত সভাপতি) জনাব মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম, ভিসি অফিসের কর্মকর্তা জনাব আব্দুর রশিদ, সাদ্দাম হোসেন হলের কর্মকর্তা জনাব এমদাদ হোসেন প্রমুখ শুব্বানকে সার্বিক সহযোগিতা করেন।

কেন্দ্রিয় জমঈয়তের সেক্রেটারী জেনারেল প্রফেসর এ.কে.এম. শামসুল আলম ওই সময় এক্সটারনাল পরীক্ষক হিসেবে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে আসতেন। আমরা স্যারের সাথে একাধিক বার বৈঠক করেছি। আমরা দাবি-দাওয়া, পরামর্শ লিখিত এবং মৌখিকভাবে পেশ করেছি। তিনি আমাদেরকে বিভিন্ন দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। স্যারকে নিয়ে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অডিটোরিয়ামে কাউন্সিল অধিবেশন করেছিলাম। কেন্দ্রিয় জমঈয়তের শুব্বান বিভাগের সেক্রেটারি, মেহেরপুরের হাড়াভাঙ্গা মাদরাসার অধ্যক্ষ মাওলানা আবু বকরও অনুষ্ঠানে অতিথি ছিলেন। সেখানেই ওই সময়ের কেন্দ্রিয় শুব্বানের আহবায়ক মাওলানা গোলাম কিবরিয়া ভাইয়ের সাথে দেখা হয়। শুব্বানের ওই কাউন্সিলে আমাকে সভাপতির দায়িত্ব দেয়া হয়।

আমি সভাপতি হবার পর শুব্বানের মিটিং করা নিয়ে একটু বিব্রতকর অবস্থায় পড়লাম। পর পর দুটো বৈঠকেই উপস্থিত পেলাম মাত্র ৩জনকে- আমি আর আমার পরিচিত ২জন, নাটোরের মইনুদ্দিন আর সাভারের উনাইলের মুরসালিন। কাজেই পলিসি পরিবর্তন করলাম। নাম এবং ঠিকানা সংগ্রহ করবার জন্য শিট তৈরি করলাম। তিন জনই কয়েক কপি করে নিলাম। ফ্যাকাল্টি, ডিপার্টমেন্ট এমনকি ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়ার ছাত্রাবাসগুলোও বাদ গেলো না। কোন আহলে হাদীস ভাইকে পেলেই তার ঠিকানা লিখে নিতাম, আর তাকেও একটি শিট ধরিয়ে দিয়ে বলতাম, তুমিও অন্যদের তথ্য সংগ্রহ শুরু করে দাও। বিভিন্ন মসজিদে গিয়েও নজর রাখতাম, কে আমাদের মত সালাত আদায় করে। দেখবার জন্য। সালাত শেষে তার সাথে কথা বলতাম, তথ্য নিতাম। আমাদের নিয়মিত বৈঠকের দাওয়াত দিতাম। পরবর্তী মাসিক প্রোগ্রামে দেখলাম, কলা ভবনের ছোট মসজিদটাতে আর

ঠাই হচ্ছে না। তখন থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অডিটোরিয়ামই হয়ে গেল আমাদের নিয়মিত বৈঠকের স্থান। ফলে কাজের সুবিধার্থে নানা উপকমিটি করতে হল। সাদ্দাম হল কমিটি, জিয়া হল কমিটি, কলা অনুষদ কমিটি, শরিয়া অনুষদ কমিটি, কুষ্টিয়া ছাত্রাবাস কমিটি ইত্যাদি। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের পাশাপাশি ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, পাবনা, যশোর, মাগুরা এসব জেলায়ও আমাদের নিয়মিত সফর ছিল। এক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক জনাব মুহাম্মদ আলী, বিশ্ববিদ্যালয়ের আহলে হাদীস শিক্ষকবৃন্দ, ঝিনাইদহ জেলা জমঈয়তের সভাপতি মাওলানা আব্দুল জলীল এবং সেক্রেটারি জনাব আব্দুল কাদের আমাদেরকে সার্বিক সহযোগিতা করেছেন। ওই সময়ের মুস্তাদা আল-ইসলামির পরিচালক ইঞ্জিনিয়ার মুজিবুর রহমান প্রচুর বইপত্র দিয়ে আমাদেরকে প্রেরণা যুগিয়েছেন।

তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে আমরা একটা নতুন আইডিয়া পেয়েছিলাম। এতদিন সবারই একটা প্রশ্নে জর্জরিত ছিলাম-"আপনাদের তো কেন্দ্রিয় কমিটিই নেই, সারা দেশের কাজ কিভাবে সমন্বয় করবেন?" তখন আমরা বলতাম, আহবায়ক কমিটি আছে, ইনশা-আল্লাহ এবার নিয়মিত কমিটি হবে। তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে মনে হল, আমাদের কথাটা বাস্তবে রূপ দেবার একটা সুযোগ এসেছে। আমরা দেখতে পেলাম যে, আমরা বিভিন্ন জেলার ছাত্র পেয়েছি। আমাদের সাথে আছে- মেহেরপুরের আলম হোসাইন, ময়মনসিংহের গোলাম আজম, নাটোরের আব্দুল মান্নান এবং মইনুদ্দিন, বগুড়ার মাহবুব এবং আব্দুল বারী, চাঁপাই নবাবগঞ্জের আব্দুর রাকীব, সাভারের মুরসালীন, কুমিল্লার অলিউর রহমান চৌধুরী এবং হেদায়েতুল্লাহ, কুষ্টিয়ার মুস্তাফিজুর রহমান এবং জাহীদুর রহমান, ঝিনাইদহের বাবলুর রহমান, পাবনার সাইদুর রহমান এবং ফাউজুল কবীর- এ রকম আরও অনেক ভাইকে। সুযোগটা কাজে লাগাবার জন্য একটা কর্মসূচী গ্রহণ করলাম। বিভিন্ন জেলার ছাত্র ভাইদের নিয়ে বৈঠকে বসলাম। বিশ্ববিদ্যালয় ছুটির সময় তাদেরকে নিয়ে "চলো গ্রামে যাই" কর্মসূচী ঘোষণা করলাম। তাদের কাজ দেয়া হল যে, তারা নিজ নিজ জেলায় গিয়ে জেলা জমঈয়তের সহযোগিতায় শুব্বানের শাখা করে আসবেন। আমার হাতে লেখা সংক্ষিপ্ত একটা কর্মপদ্ধতিও তাদের হাতে দিয়ে দিলাম। কর্মসূচী শেষে দেখলাম, জেলায় জেলায় ব্যাপক সাড়া পড়ল। আমাদেরও বিভিন্ন জেলা সফরের দাওয়াত আসা শুরু হল।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকাকালেই আমরা জানতে পেরেছিলাম যে শুব্বানের কেন্দ্রিয় আহবায়ক কমিটি রয়েছে, নিয়মিত বা নির্বাচিত কমিটি নেই। কাজেই আমাদের সার্বিক চেষ্টা ছিল কেন্দ্রিয় কমিটি গঠন করা। আমরা আরও জানতে পেরেছিলাম যে, কেন্দ্রিয় অফিসে ঝিনাইদহের মতলুবুর রহমান কাজ করেন। আমরা আমাদের সদ্য বিদায়ী সভাপতি ইসহাক ভাইকে কেন্দ্রে পাঠিয়েছিলাম যাতে তিনি জনাব মতলুবুর রহমানের সাথে মিলে কেন্দ্রিয় কমিটি গঠনের ব্যাপারে কিছু একটা করতে পারেন। কিন্তু ইসহাক ভাই বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে হাসতে হাসতে বললেন যে, ওখানে কিছু করা গেল না। জনাব মতলুবুর রহমানও অন্য চাকুরিতে যোগ দিয়েছেন। আমিও ফিরে এলাম। ইসহাক ভাইয়ের রিপোর্ট শুনে আমরা কিছুটা আশাহত হলেও হতাশ হলাম না। বরং কাজের গতি বাড়িয়ে দিলাম। এতটাই আবেগী হয়ে পড়েছিলাম যে, শুব্বানের গঠনতন্ত্র, কর্মপদ্ধতি এবং সিলেবাসভিত্তিক বই পড়ে পড়ে বিভাগীয় সেক্রেটারি মাওলানা আবু বকর সাহেবের কাছে দরখাস্ত করে নিজেকে সালেক মানে উন্নীত করে নিলাম। অপর দিকে, গঠনতন্ত্র এবং কর্মপদ্ধতি প্রণয়নকারী কেন্দ্রিয় জমঈয়তের সাংগঠনিক সেক্রেটারি প্রফেসর এ.এইচ.এম শামসুর রহমান স্যারকে আবেগপূর্ণ কড়া চিঠি দিলাম। জবাবে তিনি যে কৈফিয়ত পেশ করেছিলেন এবং আমাকে নির্দেশনা দিয়েছিলেন তা ছিল অসাধারণ। আমার জন্য এক অমূল্য সম্পদ। যুগ্ম সেক্রেটারি প্রফেসর হাসানুজ্জামান স্যারকেও একই ভাষায় ফোন করেছিলাম। তিনি আমাকে দেখা করতে বলেছিলেন। পরে বেশ কিছু নির্দেশনা দিয়েছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছুটিগুলোতে আমি একাধিকবার ঢাকা গেলাম। প্রথমবার গিয়ে দেখা করলাম কেন্দ্রিয় জমঈয়তের অফিস সেক্রেটারি মাওলানা রফিকুল ইসলামের সাথে। সার্বিক পরিস্থিতি জানালাম। তিনি কিছু পরামর্শ দিলেন। দশ কপি কর্মপদ্ধতি দিলেন। পাশের রুমটা ছিল শুব্বানের অফিস। ঢুকেই অবাক হলাম। কালি-ঝুলিতে পুরোনো দিনের কথা বলছে। এক কোনে দেখলাম সাপ্তাহিক আরাফাতের (কেন্দ্রিয় জমঈয়তের বর্তমান সহ-সাংগঠনিক সেক্রেটারি) গোলাম রহমান ভাইয়ের টেবিলটা আলো-আঁধারিতে কী যেন বলতে

চাইছে। আশাহত মনের কথা মনেই রাখলাম। তবে মহান আল্লাহ আমার মনের জোর অনেক পরিমাণে বাড়িয়ে দিয়েছিলেন- এখন বুঝতে পারি। না হলে আমার কদম ওখানেই থেমে যেত। এবার ছুটলাম মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়ায়। যাত্রাবাড়ীতে। ও রকম নোংরা পরিবেশে এত বড় একটা দীনী প্রতিষ্ঠান দেশে-বিদেশে হেদায়েতের আলো ছড়াচ্ছে দেখে মনে যেন আশার সঞ্চার হল। প্রতিকূল পরিবেশে লড়াই করে জয়ী হবার একটা প্রেরণা অনুভব করলাম। খুঁজে বের করলাম আরাবীয়া শাখা শুব্বানের সভাপতি মাহবুব ভাইকে। কেন্দ্রিয় কমিটি গঠনের বিষয়ে কথা বললাম। দ্বিতীয় বার গিয়ে ওখানেও ছাত্র ভাইদের নিয়ে মিটিং করলাম। "চলো গ্রামে যাই" কর্মসূচী ওখানেও চালু করলাম। ওখানেই পরিচয় হল আব্দুল মাতীন (বর্তমান শুব্বান পরিচালক), আব্দুল মালেক ভাই, নাসেরুদ্দিন রাশেদী ভাইসহ আরও অনেকের সাথে। আরাবীয়ার ভাইয়েরা আগে থেকেই কিছু কিছু দাওয়াতি কাজ করতেন। "চলো গ্রামে যাই" কর্মসূচীর ফলে সেই তৎপরতা আরও গতি পেল। ঢাকার পার্শ্ববর্তী ইলাকাগুলোসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় এর ব্যাপক প্রভাব পড়লো।

সালটা ছিল সম্ভবত ১৯৯৮। প্রফেসর এ.কে.এম. শামসুল আলম স্যার আবারও বিশ্ববিদ্যালয়ে এক্সটারনাল পরীক্ষক হিসেবে এলেন। বৈঠক হল মুহাম্মদ আলী সাহেবের বাসায়। আমাদের তৎপরতা সম্পর্কে বললাম। আরও বললাম যে, খুব দ্রুত কেন্দ্রিয় কমিটি গঠন করা দরকার। তা না হলে চলমান জোয়ার ধরে রাখা যাবে না। তিনি সাংগঠনিক ক্যাডার ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জানতে চাইলেন। আমরা বললাম, ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে জেলাগুলো থেকে কর্মী বাছাই করে ক্যাডার রেমইনটেইন করা যেতে পারে। আর বাছাইকৃতদের নিয়ে জাতীয় কনভেনশন বা কনফারেন্স আয়োজন করে কেন্দ্রিয় কমিটি গঠন করা যেতে পারে। তিনি রাজী হলেন। মাওলানা আবু বকরসহ আমাকে ঢাকায় যেতে বললেন। আমাদের উপস্থিতিতে তিনি জমঈয়ত সভাপতি স্যারের সাথে কথা বলবেন বলে জানালেন। সেই সাথে রাজশাহীর দিকেও আমাদের তৎপরতা বাড়াতে বললেন। ওই অঞ্চলে স্যারের বড় ছেলে ইফতেখারুল আলম মাসউদ ভাই শুব্বানের এবং ছোট ছেলে এহতেশামুল হক মারুফ জমঈয়ত আতফালের কাজ করছিলেন।

১৯৯৯ সাল। মাননীয় জমঈয়ত সভাপতি আল্লামা প্রফেসর ডঃ মুহাম্মদ আব্দুল বারী স্যার ঝিনাইদহ এবং মেহেরপুর সফরে আসলেন। ঝিনাইদহ জমঈয়তের নেতৃবৃন্দ আমাকে স্যারের সামনে নিয়ে গেলেন। স্যারের সাথে এই প্রথম কথা বলার সুযোগ হল। দুদিন স্যারের সফরসঙ্গী হয়ে থাকলাম। মেহেরপুর থেকে যশোর এয়ারপোর্টে যাবার সময় স্যারকে "চলো গ্রামে যাই" কর্মসূচী থেকে পাওয়া সারা দেশের সাংগঠনিক রিপোর্ট জানালাম। তিনি খুব মনোযোগের সাথে আমার কথা শুনলেন। বললেন, "তোমার দু'দিনের বক্তব্যই আমার ভাল লেগেছে। এত বিস্তারিত রিপোর্ট তোমার মত আর কেউ আমাকে দেয়নি।" আমি বিমুগ্ধ চিত্তে তাঁর দরদী কথা শুনতে থাকলাম। স্যার অনেক দোয়া করলেন আমাদের জন্য।

১৯৯৯ সালেই আমি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শুব্বানের সভাপতির পদ থেকে সরে দাড়ালাম। নতুনদের দায়িত্ব দিলাম। কারণ আমার মনে হয়েছিল, দেশব্যাপী সংগঠন গোছাতে গেলে একটু ফ্রী হওয়া দরকার। ওই বছরই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সফর করলাম। ইফতেখারুল আলম মাসউদ ভাইকে রাজশাহী বিভাগের কর্মী বাছাইয়ের কাজটি করবার জন্য অনুরোধ করলাম। প্রফেসর এ.কে.এম. শামসুল আলম স্যারের কথামত মাওলানা আবু বকরকে নিয়ে জমঈয়ত সভাপতি স্যারের বাসায় বৈঠকে বসলাম। বিস্তারিত আলোচনা শেষে কে কোথায় সফর করবো তা নির্ধারণ করা হল। কেন্দ্রিয় আহবায়ক থাকাকালে আমার অবস্থান কী হবে তা নিয়েও একটু সমস্যা দেখা দিল। আমি যখন জানালাম, আমি সাধারণ কর্মী নই, শুব্বানের সালেক ক্যাডারে উন্নীত হয়েছি। খবরটা জেনে তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেও দেরিতে জানানোয় একটু রাগও করলেন। কিন্তু ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শুব্বানের সাবেক সভাপতির পদবী ছাড়া আমার আর কোন পরিচয় পাওয়া গেলো না। কিন্তু ক'দিন পর মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়ার অনুষ্ঠানে গিয়ে ব্যানারে আমার নামের পাশে সংগঠক, জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস লিখা দেখতে পেলাম। আয়োজকদের জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম, জমঈয়ত সভাপতি স্যারের নির্দেশে এটা লেখা হয়েছে।

১৯৯৯ সালে ছিল জমঈয়তের ৭ম কনফারেন্স। এ উপলক্ষ্যে সারা দেশেই সাংগঠনিক সফর চলছিল। জেলায় জেলায় জমঈয়ত এবং শুব্বান উভয়েরই কমিটি গঠন/পুনর্গঠনের কাজ চলছিল। ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে বাছাইকৃত কর্মীদেরকে সালেক, সালেহ মানে উন্নীত করা হল। কনফারেন্সের তারিখ ছিল ৪, ৫, ৬ নভেম্বর। আমরাও ওই সময়ই শুব্বানের কেন্দ্রিয় কমিটি গঠনের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলাম। জমঈয়ত সভাপতি স্যারকেও সেভাবেই ব্রিফ করা হয়েছিল। মাওলানা আবু বকর এবং প্রফেসর এ.এইচ.এম শামসুর রহমান স্যারও আমাদের কাউন্সিলের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। ৫ নভেম্বর ছিল আমাদের জন্য নির্ধারিত দিন। আমাদের পরিকল্পনা ছিল ওই দিন সকালে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের নগর ভবনে যখন জমঈয়তের সেমিনার চলতে থাকবে, তখন আমরা মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়ায় আমাদের কাউন্সিল করবো। কিন্তু আগের রাতকে বা কারা স্যারকে ভুল বুঝালেন। রাতে অফিস থেকে বেরুবার সময় স্যার আমাকে বললেন, তোমাদের কাউন্সল এ সময় করা যাবে না। পরে করতে হবে। দুটি কাজ এক সাথে করলে সুন্দর হবে না। আমি নেপথ্যে ষড়যন্ত্রের আভাস পেলাম। আমার আবেগী কণ্ঠ বলে উঠল, আমি যে, স্যার ,ওদের কথা দিয়ে ডেকে এনেছি। আমি কী তাহলে ওদের ফেরত যেতে বলবো? স্যার কথা বাড়ালেন না। বাসায় চলে গেলেন। বাসা থেকে প্রফেসর এ.এইচ.এম শামসুর রহমান স্যারের কথা বললেন। শামসুর রহমান স্যার আমাকে বকাঝকা করলেন। বললেন, স্যার তোমার কথায় কষ্ট পেয়েছেন। আমার তখন অশ্রুটলমল চোখ। কষ্টে গলা দিয়ে স্বর বেরুচ্ছে না। অনেকক্ষণ পর বললাম, আমি স্যারকে তো কষ্ট দিইনি, ষড়যন্ত্রকারীরাই এ পরিস্থিতির জন্য দায়ী। তবু উপযুক্ত সময়ে আমি স্যারের কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নেবো।

শামসুর রহমান স্যার আমার পরিকল্পনা জানতে চাইলেন। আমি আগের পরিকল্পনাটাই বললাম যে, নগর ভবনে সেমিনার চলাকালে আপনি আমাদেরকে নিয়ে যাত্রাবাড়ীতে শুব্বানের কাউন্সিল করতে পারেন। সভাপতি স্যারের অনুমতিক্রমে ৫ নভেম্বর সকালে প্রফেসর এ.এইচ.এম শামসুর রহমান স্যার, অধ্যাপক মুবারক আলী স্যার, উপাধ্যক্ষ ওবাইদুল্লাহ গজনফর, মাওলানা গোলাম কিবরিয়া প্রমুখ নেতৃবৃন্দ শুব্বানের প্রথম কেন্দ্রিয় কাউন্সিল করলেন। গোপন ব্যালটে। নো ক্যানডিডেইট, নো ক্যাম্পেইন পলিসিতে। আমার ইচ্ছে ছিল শুব্বানের কমিটিতে অন্যদেরকে রেখে আমি জমঈয়তে যোগ দেব। কিন্তু হায়! কাউন্সিলর ভাইয়েরা আমাকেই শুব্বানের সভাপতি এবং শাইখ এজাজুল হক মাদানীকে সেক্রেটারি জেনারেল নির্বাচিত করলো। পরে উপদেষ্টা পরিষদের পরামর্শক্রমে বাকী পদগুলোতে মনোনয়ন দেয়া হল। শেষে জমঈয়তের সাংগঠনিক অধিবেশনে আমাদেরকে পরিচয় করিয়ে দেয়া হল। আর এভাবেই শুরু হল শুব্বানের প্রথম নির্বাচিত কমিটির কার্যক্রম।

কমিটি গঠনের পর আমি সেদিনের রাতের ঘটনায় লজ্জায় একটু দূরে দূরে ছিলাম। ভাবছিলাম স্যার একা হলে কাছে গিয়ে মাফ চেয়ে নেবো। কিন্তু পল্টন ময়দানের উন্মুক্ত সভায় যাবার সাথে সাথে স্যারের নজরে পড়ে গেলাম। তিনি আমাকে স্নেহমাখা কণ্ঠে কাছে ডাকলেন। আমি বুঝলাম মেঘ কেটে গেছে। স্যার বললেন, কোথায় ছিলে? মাথা নিচু করে বললাম, অফিসে। অফিসে কেন? বললাম, কাজ ছিল। স্যার বোধ হয় আমার মানসিক অবস্থা বুঝলেন। নরম সুরে বললেন, এখানে তোমাকে কিছু কথা বলতে হবে। পারবে তো? আমি মাথা নেড়ে অনুচ্চ আওয়াজে বললাম, ইনশাআল্লাহ। মনে পড়ে, শামসুর রহমান স্যারের উপস্থাপনায় ১৪ মিনিট বক্তব্য দিয়েছিলাম ঐতিহাসিক পল্টন ময়দানে।

শুব্বানের সাথের সেই দিনগুলো আজ মধুর স্মৃতি হয়ে আছে আমার জীবনে। চলার পথে যা কিছু শিখেছি, তা যে কারোর জন্যই অমূল্য সম্পদ। মহান আল্লাহর সন্তোষ অর্জনের লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ জীবন যাপন, দাওয়াত এবং তাবলীগের মেহনত, শুদ্ধ আকীদার লালন আর সমাজ সংস্কারের উদ্যোগ-এ সবই মুমিন জীবনের মিশন। দোয়া করি মহান আল্লাহ শুব্বান ভাইদেরকে এ কাজে আরও অগ্রণী ভূমিকা পালন করার তাউফিক দান করুন। জমঈয়তের আগামী দিনের উপযুক্ত খাদেম হবার যোগ্যতা দান করুন। আর যে সম্মানিত অবিভাবকবৃন্দ এ কাজে আমাদের সহযোগিতা করেছেন, করছেন এবং করবেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাদেরকে উত্তম পুরস্কার দান করুন। আমীন।

অধঃপতিত মুসলিম উম্মাহ: উত্তরণের পথ ও সম্ভাবনা

প্রফেসর ড. ইফতিখারুল আলম মাসউদ

আমাদের সমাজের অনেকের মত হলো মুসলিম উম্মাহ বর্তমানে যে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুকাবিলা করছে এটা যুগের চ্যালেঞ্জ এবং অতীতে আর কখনও এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়নি। কথাটা ঠিক নয়। পৃথিবীর সর্বত্রই মুসলিম মিল্লাত আজ চরম নির্যাতিত হচ্ছে, লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহ্য করছে। তবে হঠাৎ করে এমনটি হয়নি; বরং হক ও বাতিলের এ দ্বন্দ্ব বহুদিনের, পূর্বেও মুসলিম উম্মাহ এরূপ সংকটকাল অতিক্রম করেছে। এই চ্যালেঞ্জ এ যুগেই শুধু দেখা যাচ্ছে এমনটি নয়, অতীতেও অমুসলিমরা মুসলিম মিল্লাতের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র এবং ধ্বংস যজ্ঞের জাল বিস্তারে তৎপর ছিল। হালাকু বাহিনীর হাতে বাগদাদের পতন এবং ব্যাপক হত্যযজ্ঞ ও ইসলামী সভ্যতার নানাবিধ উপকরণ দাজলা ও ফোরাতে নিক্ষেপের ঘটনা যুগ যুগ ধরে ইসলামী জাহানকে ব্যাথাতুর করে রেখেছে। যখনই মুসলিম ঐক্য দুর্বল হয়েছে শত্রুরা তখনই মাথা চাড়া দিয়েছে। ইতিহাস স্বাক্ষী, মুসলমানরা যখনই দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ল, তাদের বিজিত অঞ্চল সমূহে যখন স্বেচ্ছাচারিতা দানা বেঁধে উঠল, অনৈসলামিক কার্যকলাপ ছড়িয়ে পড়ল, তখন ধীরে ধীরে মুসলিম মিল্লাতের গৌরব রবি অস্তমিত হতে শুরু হয়েছিল। মুসলিম উম্মাহর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে: **كنتم خير أمة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنكر و تؤمنون بالله.**

"তোমরাই হলে দুনিয়ার সর্বোত্তম দল। (মানুষের হিদায়েত এর জন্য) তোমাদেরকে উপস্থিত করানো হয়েছে। সুতরাং তোমরা উত্তম কাজের আদেশ দিবে, মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান রক্ষা করে চলবে।" (আলে ইমরান:১১০)

এ আয়াতের আলোকে বলা যায়, মুসলিম উম্মাহ হবে

- শ্রেষ্ঠ জাতি। যারা সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্য তৎপর থাকবে।
- মুসলিমরা পৃথিবীর সকল মানুষকে ভাই হিসেবে গ্রহণ করবে।
- তারা আল্লাহ ব্যতিত কাউকেই প্রভু হিসেবে মানবে না, কাউকে গোলাম বানাবে না আবার কারো প্রভুও হবে না।
- তাদেরকে ধর্মীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক সকল ক্ষেত্রে অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় হতে হবে।

উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহকে ধারণ কওে মুসলিম উম্মাহ যতদিন কর্মতৎপর ছিল তারা সবার মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিল। সত্যিকার অর্থেই তারা অনুকরণীয় হতে পেরেছিল। পৃথিবীর নেতৃত্ব তাদের হাতের মুঠোয় ধরা দিয়েছিল। ইসলামের প্রতিষ্ঠিত এ সার্বজনীন কল্যাণময় খিলাফত ব্যবস্থা পরবর্তীকালে রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রূপান্তরিত হলেও প্রচলিত রাজতন্ত্রের সাথে মুসলিম রাজতন্ত্রের সুস্পষ্ট পার্থক্য ছিল। এ ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ছিল-

- আল্লাহ প্রদত্ত কিতাব এবং তাঁর রাসূলের (সা.) সহীহ সুন্নাহর আলোকে প্রণীত শরী'আতের প্রতি নিরংকুশ আনুগত্য। সেখানে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ব্যক্তিকেও কুরআনের আইনের প্রতি মাথা নত করতে হতো।
- সুদৃঢ় নৈতিক, চারিত্রিক ভিত্তি এবং আত্মিক পরিশুদ্ধি অর্জনের প্রচেষ্টা এ নেতৃত্বকে করেছিল অনন্য।
- কোন গোষ্ঠীতন্ত্র তারা কায়েম করেন নি। সকল প্রকার সামাজিক বৈষম্য ও মানুষে মানুষে ভেদাভেদ দূর করে মানবিক মর্যাদার ভিত্তিতে সমাজ বিনির্মাণ করেছেন। ফলে বিশ্বময় নিপীড়িত মজলুম মানুষ দলে দলে ইসলামের

ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছেন।

- মুসলিমরা সার্বজনীন বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার মাধ্যমে সমাজকে এগিয়ে নেয়ার এক অভূতপূর্ব আন্দোলন গড়ে তোলে। মুসলিম জাহানে জ্ঞানী-গুণী-চিন্তাবিদদের আধিক্য মধ্যযুগের পৃথিবীকে অবাক করে দিয়েছিল। তারা কিন্তু কুরআন-সুন্নাহর মূলনীতির ভিত্তিতেই জ্ঞান চর্চা করে বিজ্ঞানের সর্বশেষ তত্ত্বও হাজির করেছিলেন।
- তারা যে ব্যবস্থা কায়েম করেছিলেন সেখানে অর্থনৈতিক মুক্তি ও নিরাপত্তা ছিল। ছিল ইনসাফ। কোনরূপ শোষণ-বঞ্চনা ছিল না। ফলে সমাজ হয়ে উঠেছিল উদার ও দয়াদ্র।
- ধর্ম ও রাষ্ট্রের মধ্যে নিবিড় সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালিত হতো। অর্থাৎ সে নেতৃত্ব যেমন রাষ্ট্র শাসন করেছে তেমনি ধর্মীয় বিষয়াদিরও তত্ত্বাবধান করেছে।

এবার আবারও আসা যাক শুরুর প্রসঙ্গে-অর্থাৎ উম্মাহর বর্তমান পরিস্থিতি পর্যালোচনায়। এক কালের বিশ্বজয়ী সেই মুসলিম জাতি আজ নিজেদের সোনালী ইতিহাস, গৌরবময় ঐতিহ্য সব কিছু হারিয়ে অধঃপতনের অথৈ সাগরে ভাসমান। ঔপনিবেশিক আমলের চেয়েও ভয়ংকর পরিস্থিতিতে আজ সমগ্র উম্মাহ। বিশ্বায়নের নামে আজ নয়া উপনিবেশ কায়েমের প্রচেষ্টায় একাট্টা পশ্চিমা বিশ্ব। অপরদিকে সোনালী যুগের মুসলমানদের চেয়ে আজকের মুসলিম জাহান বাহ্যিক উপকরণ আর সংখ্যায় বহু গুণে বেশী। প্রায় ১৮০ কোটি জনতা আর অর্ধশতাধিক-স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদ- তার পরও উম্মাহর এ চরম বিপর্যয়! এর কারণ এক কথায় বলতে গেলে উপরোল্লখিত কুরআনের আয়াতের শিক্ষাকে ধারণ করতে না পারা। এর পাশাপাশি উম্মাহর বিপর্যয়ের উৎস সন্ধান করতে হলে আরও কিছু বিষয়কে বিবেচনায় আনতে হবে।

ইসলামের মৌলিক শিক্ষা আর চেতনা লালনের দিক বিবেচনায় উম্মাহকে আমরা তিনটি ভাগে বিভক্ত করতে পারি:

১. অশিক্ষিত শ্রেণী: উম্মাহর ৭০% মানুষ এই শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত। এরা সহজ-সরল ভাবে সব কিছুকে ভাবে। আধুনিক প্রযুক্তি সভ্যতা নিয়ে এদের তেমন ধারণা নেই। ইসলামের প্রতি আবেগ-ভালোবাসা থাকলেও সঠিক শিক্ষাটি নেই এদের। ফলে এদেরকে যেমন ভাবে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করা সহজ তেমনি ইসলাম বিরোধী শক্তির দ্বারাও এরা সহজেই ব্যবহৃত হতে পারে।

২. পাশ্চাত্য রঙ্গে রঙ্গীন বা প্রভাবান্বিত শ্রেণী: এই শ্রেণী পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত এবং তাদের দ্বারা দারুণভাবে প্রভাবান্বিত। ইসলামের মৌলিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এরা উল্লেখিত প্রথম শ্রেণীর ন্যায়, ক্ষেত্র বিশেষে আরও কম জ্ঞান রাখেন। এদের মধ্যে এমন গ্রুপও আছেন যারা ইসলামের চরম বিদ্বেষী হিসেবে বেড়ে উঠেছেন। আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ফোরামে এরাই আবার ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পান!!

৩. ইসলামী চেতনা লালনকারী শ্রেণী: ইসলামী চেতনা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির একনিষ্ঠ ধারক এ শ্রেণীটির দাওয়াতের যে পদ্ধতি তা উপরোল্লিত ১ম শ্রেণীর উপযোগী হলেও সর্বক্ষেত্রে ২য় শ্রেণীর উপযোগী নয়। অর্থাৎ ইসলামকে যুগপোযোগী, যৌক্তিক এবং প্রযুক্তি নির্ভর করে উপস্থাপনে অনেকাংশে তারা ব্যর্থ হচ্ছেন। তাদের বড় এশটি অংশ ইবাদত-বন্দেগীতে মশগুল থাকতেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন, ইসলামকে বুঝানোর ক্ষেত্রে তারা তেমনটা মাথা ঘামাতে চান না। এদের মধ্যে আরও এশটি শ্রেণী আছেন যারা কি না ধর্ম ও রাষ্ট্রের মধ্যে ফারাক করার কুফরী বিশ্বাসেও আস্থাশীল! অর্থাৎ একদল শাসন করবে অপরদল শরীআত দেখ-ভাল করবে।

এই চিত্র কম-বেশী সমগ্র মুসলিম উম্মাহর চিত্র। এই শ্রেণী বিন্যাস নিয়ে গভীরভাবে ভাবলে উম্মাহর বর্তমান বিপর্যয়ের ধরন সহজে বুঝা যাবে। মুসলিম উম্মাহর এ বিপর্যয় সর্বব্যাপী। ব্যক্তি থেকে শুরু করে রাষ্ট্র সর্বক্ষেত্রে বিস্তৃত। উম্মাহর বিশাল এশটি অংশের মধ্যে যেমনি রয়েছে হতাশা ও সন্দেহ তেমনি চরম অভাব রয়েছে দৃঢ় মনোবল আর সিদ্ধান্তে অটল নেতৃত্বের। বর্তমান বিপর্যয় দীর্ঘতর হওয়ার আরও কিছু কারণ চিহ্নিত করা যায়, যেমন:

১. ঈমান, আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুল আর দীন প্রতিষ্ঠার অদম্য স্পৃহার অভাব।

২. কুরআন-সুন্নাহর চর্চাকে সীমাবদ্ধ করা।

৩. ব্যক্তি ও গোষ্ঠী স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়ার কারণে নানা রকম বিভক্তি ও অনৈক্য।

৪. ইসলামী পুনর্জাগরণ নিয়ে হতাশা ও সন্দেহ।
৫. বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা ও সৃজনশীলতাকে বর্জন করে পরনির্ভরশীলতা।
৬. বিজাতীয় সংস্কৃতির প্রতি মোহ।
৭. দীন প্রচারের ক্ষেত্রে হটকারিতা ও শিথিলতা।
৮. অমুসলিম শক্তির নানা ফাঁদে জড়িয়ে পড়া। মুসলিম রাষ্ট্রনায়কগণ বিশেষভাবে এর শিকার হয়ে জাতির সাথে বেইমানী করতে বাধ্য হন।

বিপর্যয় থেকে যথাযথ শিক্ষা নিতে পারলে যে অমিত সম্ভাবনার সৃষ্টি হয় তা হয় অজেয়। মুসলমানদের ঈমান ও তাওয়াক্কুল যুক্ত হয়ে তা হতে পারে আরো শক্তিশালী। বিপর্যস্ত-হতাশাগ্রস্থ উম্মাহর জন্য রাসূল (সা.) বেশকিছু ভবিষ্যৎবাণী করে গেছেন। আমরা এর থেকে অনুপ্রেরণা নিতে পারি। রাসূল (সা.) বলেছেন: "আমার উম্মত বৃষ্টির ন্যায়। যার প্রথমাংশ ভাল নাকি শেষাংশ, তা নিশ্চিত বলা যাবেনা।" এর দ্বারা প্রমাণিত উম্মাহর যে কোন অংশেই ভাল থাকতে পারে। যে কোন যুগেই আল্লাহর দীন কায়েম হতে পারে। অপর একটি হাদীসে আরও সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে:

ليبلغنّ هذا الامر ما بلغ الليل و النهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر الا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز او بذل ذليل عزا يعز الله به الاسلام و ذلا يذل به الكفر.

"দিন রাতের আবর্তন যে পর্যন্ত রয়েছে, ইসলাম সে পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করবে। কাঁচা-পাকা কোন ঘরই অবশিষ্ট থাকবে না। সম্মানিতকে সম্মান আর অপদস্থকে অপমানিত করে আল্লাহ তাআলা এ দীনকে সর্বত্রই প্রতিষ্ঠা করবেন। ইসলামকে করবেন সম্মানিত আর কুফরকে করবেন লাঞ্ছিত।"

আমরা গভীরভাবে লক্ষ্য করলে আশা ব্যঞ্জক অনেক কিছুই দেখতে পাব সমগ্র মুসলিম জাহানে। সর্বব্যাপী এক পুনর্জাগরণের পদধনি আজ শুনতে পাওয়া যাচ্ছে দিকে দিকে। দেরীতে এবং ধীরে হলেও তার সূচনা হয়ে গেছে। ইসলামকে জানার যে অদম্য আগ্রহ বিশ্বব্যাপী তা অবাক করার মতো। ইসলামী সাহিত্যের ব্যাপক উপস্থিতি লক্ষ্য করার মতো। কুরআনের অনুবাদ বিশ্বের প্রচলিত প্রায় প্রতিটি ভাষায় হয়ে গেছে এবং তা বিতরণের চমৎকার পদ্ধতি আশান্বিত করে। বিশ্বদরবারে মাঝে মাঝে বুলন্দ আওয়াজে ইসলামের মর্মবাণী তুলে ধরার হিম্মতওয়ালা কম হলেও কিছু ব্যক্তি তৈরি হয়ে গেছেন। ইসলামকে ধারণ করে এগিয়ে যাবার স্বপ্ন নিয়ে মাথা তুলে দাঁড়াতে চাচ্ছে কিছু রাষ্ট্র এই বা কম কি!? উম্মাহর নতুন প্রজন্মকে অনুপ্রেরণা যুগিয়ে চলেছেন কয়েকজন মুসলিম রাষ্ট্রনায়ক, এতো সেই সর্বব্যাপী জাগরণেরই আগমন ধ্বনি।

এই যুগসন্ধিক্ষণে মুসলিম উম্মাহকে ঘুরে দাঁড়াতে হলে ঐক্যের কোন বিকল্প নেই। যাবতীয় ধরনের বিভক্তিকে ভুলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে নতুন উদ্যোমে দীনের চেতনায় উজ্জীবিত করে গড়ে তুলতে হবে। এ ক্ষেত্রে আরও যে বিষয়গুলো খেয়াল করতে হবে তা হলো:

- প্রথমত: সমস্যাকে বুঝতে হবে। এরপর সেই মুতাবেক সমাধান বের করতে হবে।
- নিজেদের আত্মগঠন, আত্মোন্নয়ন এবং নতুন প্রজন্মকে গড়া প্রতিটি ক্ষেত্রে সুন্নাহ ভিত্তিক সহীহ তারবিয়্যাত বা সঠিক শিক্ষার পথ নিশ্চিত করতে হবে। কোন অবস্থাতেই শিরক ও বিদআতের সংস্রব চলবে না। মনে রাখতে হবে, শিরক এবং বিদআত যেখানে ঢুকে সেখানে তাওহীদ এবং সুন্নাহ থাকতে পারে না।
- মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস ও ঐতিহ্য নির্ভর তথ্যাবলী জানতে হবে এবং জানাতে হবে।

পরিশেষে, যুগে যুগে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যেখানেই মানবতা ভূলুণ্ঠিত হয়েছে, বাতিল শক্তির আস্ফালন দেখা গেছে সেখানেই আল্লাহর দীনের বিজয় হয়েছে। মুসলমানদের দুরন্ত হিম্মত আর আকাশ ছোঁয়া মনোবলের কাছে বাতিল শক্তি পরাজিত হয়েছে। মানবতা মুক্ত হয়েছে, ইনসাফ কায়েম হয়েছে। মহান আল্লাহ তা'আলার অমোঘ ঘোষণার কথা স্মরণ করে এ প্রবন্ধের ইতি টানছি। মহান আল্লাহ বলেন:

و لا تهنوا و لا تحزنوا و أنتم الأعلون ان كنتم مؤمنين.

" তোমরা হীনবল হয়ো না চিন্তাও করো না। তোমরাই জয়ী হবে যদি তোমরা মু'মিন হও। (আলে ইমরান:১৩৯)

(লেখক: প্রফেসর, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়; সাবেক সভাপতি, জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ। ই-মেইল: iftikhararabic09@gmail.com)

আগামীর দিন ইসলামের

তানযীল আহমাদ
প্রশিক্ষণ সম্পাদক
জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ

আধুনিককালে, বিশেষত ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুর দিক থেকেই ইসলাম ও মুসলিমদেরকে পশ্চিমা বিশ্বে ঢালাওভাবে সন্ত্রাসী আখ্যা দিয়ে তথাকথিত শান্তিকামী খলনায়করা ইতিহাসের আঁস্তাকূড়ে শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মিথ্যাবাদী হিসেবে নিজেদেরকে প্রমাণ করতে সফল হয়েছে। পশ্চিমা বিশ্বের নিজস্ব কারখানায় প্রস্তুতকৃত ইসলাম সন্ত্রাসের ধর্ম, মুসলমানরা সন্ত্রাসী-এই ঐতিহাসিক মিথ্যাচার ও ভেজালজাত পণ্য বিশ্ববাজারে বেশ ভালভাবেই ব্যবসা করেছে। পশ্চিমা বিশ্বে মুসলমানদের জয়জয়কার সরব ধ্বনি অন্যান্য বিশ্বে মুসলমানদের ঘুরে দাঁড়ানোর যে প্রেক্ষাপট তৈরি করেছে সেই জাগরণকে ধূলিসাৎ করার জন্য নতুন নাটকীয় দৃশ্যের অবতারণা করা ইহুদী-খ্রিস্টান ও ব্রাহ্মণ্য শক্তির জন্য অতীব প্রয়োজন ছিল। যা তারা তৈরি করতে সক্ষমও হয়েছিল। শুধু তাই নয়, ইরাক, আফগানিস্তান, লিবিয়া, কাশ্মীর, ফিলিপাইন, বসনিয়া চেচনিয়াসহ পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় লক্ষ লক্ষ মুসলমানদেরকে হত্যার দায় এড়াতে তাদের তৈরিকৃত নকল ঔষধ জনগণ স্বাচ্ছন্দ্যে সেবন করেছে। কিন্তু সেই নকল ঔষধের স্বরূপ ইতোমধ্যে উন্মোচিত হয়েছে। আজকে আমেরিকায় মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি, ঈদের জামাতে বিভিন্ন শহরের স্টেডিয়ামগুলোতে কানায় কানায় ভরা মুসল্লিদের পদচারণাই প্রমাণ করেছে যে, শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যায় না। ইতালির সরকারি গবেষণা মতে, সেদেশে প্রতিবছর বিভিন্ন স্থানে একশ মুসাল্লা (নামাজের স্থান) বৃদ্ধি পাচ্ছে। জার্মানিতে প্রতি ২ ঘণ্টায় একজন অমুসলিম ইসলামে দীক্ষিত হচ্ছে। বেলজিয়ামের রাষ্ট্রীয় জরিপে একথা উঠে এসেছে যে, আগামী ২০২৫ সালের মধ্যে বেলজিয়ামের প্রধান ধর্ম হবে ইসলাম। আর বাচ্চাদের জন্য নির্বাচিত প্রিয় নাম হবে মুহাম্মাদ। ডেনমার্কের ইহুদি চিত্রশিল্পী যে বছর নবী মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশ করেছিল ঠিক সেই বছর থেকেই ডেনমার্কে প্রতি বছর পাঁচ হাজার লোক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছেন। অর্থাৎ প্রতি দিন ১৭ জন অমুসলিম মুসলিম হচ্ছে। অপরদিকে ইসলামিক টেলিভিশনের দর্শকদের সংখ্যাও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সারা দুনিয়া বাজিমাত করা পিস টিভি যার জ্বলন্ত উপমা। আবার ইসলামিক ওয়েবসাইটগুলোতে ভিজিটরদের সংখ্যাও অধিক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এমন অনেক ইসলামিক ওয়েবসাইট রয়েছে যেগুলোর বার্ষিক ভিজিটরদের সংখ্যা পাঁচ থেকে ছয় মিলিয়ন ছাড়িয়ে যাচ্ছে। এ সবই হচ্ছে ইসলাম ও মুসলমানদের কাঙ্ক্ষিত বিজয়ের পূর্বাভাস। ইসলামিক বিশ্লেষকরা আজ একথা খুব ভালোভাবেই অনুধাবন করতে পেরেছেন যে, ২০২৪-২৫ সাল থেকেই বিশ্বে এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন আসবে। আর সেই পরিবর্তন হল ইহুদী-খ্রিস্টান ব্রাহ্মণ্য অপশক্তির পতন এবং ইসলামী শক্তির পুনরুত্থান। ২০২৪ সাল হচ্ছে তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের শেষ আশ্রয়স্থল তুর্কি উসমানী খিলাফত বিলুপ্তির একশ বছর পূর্তি। এই গত একশ' বছর কোনভাবেই মুসলমানদের বলা যায় না। তা ছিল সম্পূর্ণভাবে সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বসন্ত্রাসীদের দখলে। আর সমাজবিজ্ঞানের জনক ইবনু খালদুন রহঃ (৭৩২ হিঃ-৮০৮ হিঃ) পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের সমাজ ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার ঐতিহাসিক পর্যালোচনা করতে গিয়ে সর্বশেষ যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন তা হল, যেকোন রাজবংশ, বস্তুবাদী আদর্শ ও জবরদস্তিকৃত সমাজব্যবস্থা তার জন্মের প্রথম একশ বছর পর্যন্ত পূর্ণরূপে বহাল থাকে। এরপরই তার ক্ষয় শুরু হয়, যার ধ্বংসলীলা এক পর্যায়ে বিশ্ববাসী আপন চোখে দেখতে পায়। বিংশ শতাব্দীর শেষ দুই দশকে বিশ্ববাসী কমিউনিজমের পতন দেখেছে। একবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই বিশ্বে নির্যাতিত বাস্তুহারা মানবতা গ্লোবালাইজেশনের মুখোশে ঢেকে থাকা পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংস দেখতে চায়। বিশ্বের দিকে দিকে নিপীড়িত নির্যাতিত সর্বস্বহারা জনগোষ্ঠী ইসলামের

পুনরুত্থানের জন্য অধীর আগ্রহে প্রহর গুনছে। ঠিক এই মুহূর্তে কুফরী শক্তি পূণ্য ভূমি সিরিয়াকে নিশ্চিহ্ন করার প্রতিযোগিতার এক বীভৎস ও দস্যিখেলায় মেতে উঠেছে। আমি জানি না, আমার এই লেখার সময় সিরিয়ার কোনো শিশুর ওপর বোমা বর্ষণ হচ্ছে কি না? আমি জানি না, এই মুহূর্তে সেখানকার কোন মুসলিম মা-বোনের উপর পশুসুলভ নির্যাতন নেমে আসছে কি না? আমি জানি না, মুসলিম শরণার্থীদের মধ্যে কোন গর্ভবতী মা উত্তপ্ত মরু বালুকায় তার বাচ্চা প্রসব করছে কি না? আমি জানি না, সিরিয়ার মসজিদে নামায পড়া অবস্থায় কোন মুসল্লির উপর নরখাদক শী'আ সন্ত্রাসী বাশারের দলবল ঝাঁপিয়ে পড়ছে কি না? তবে কুফরী শক্তির একথা খুব ভালোভাবে জেনে রাখা দরকার যে, সিরিয়ার ৬ লক্ষ মুসলমানের রক্তের প্রতিশোধ মুসলমানরা নিবেই। আজ আফগানিস্তান থেকে আমেরিকা বিড়ালের ন্যায় লেজ গুটিয়ে পালাতে বাধ্য হয়েছে। তাদের বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার খোয়া গেছে এক আফগান যুদ্ধেই। অথচ ফলাফল শূন্য। সিরিয়া যুদ্ধে শুধু মুসলমানদেরকে হত্যা, বাস্তুহারা ও একটি সম্ভাবনাময় দেশকে ধ্বংস করা হয়েছে। তাতে তাদের কোন লাভ হয় নাই । আমেরিকার এই হামলাগুলো তাতারদের হামলার সাথে সাযুজ্য রাখে। তাতারিরাও হামলা করত শুধু ধ্বংস ও লুটপাটের জন্য; আমেরিকাও সেই নীতি অবলম্বন করছে। বিশ্ব ইতিহাসে তাতাররা যেভাবে নিশ্চিহ্ন হয়েছে, আমেরিকার নেতৃত্বাধীন কুফরী শক্তি অচিরেই সেভাবে নিশ্চিহ্ন হবে ইন শা আল্লাহ্।

আমেরিকায় অবস্থিত সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক সার্ভে প্রতিষ্ঠান Pew Research Center-এর প্রদত্ত তথ্য চমকে দেয়ার মতো। ২০১৫ সালে বিশ্বের ১৭৫টি দেশের প্রায় ২৫০০ গবেষণা পত্রের সমন্বয় করে (যেখানে বিশ্বের ৯৫ শতাংশ মানুষের উপরে জরিপ চালানো হয়েছে) তারা তাদের চূড়ান্ত প্রতিবেদন পেশ করেছে। সেখানে বলা হচ্ছে, ২০৫০ সালে বিশ্বের জনসংখ্যা হবে প্রায় ৯৩০ কোটির মত। আর মুসলিমদের সংখ্যা হবে মোট জনসংখ্যার ৩০ শতাংশ বা ২৮০ কোটি অর্থাৎ পৃথিবীর প্রতি একশ জনে ৩০ জন মুসলিম হবে। খ্রিস্টানদের সংখ্যা হবে ৩১.৪ শতাংশ বা ২৯২ কোটি। যেখানে ২০১০ সালের পরিসংখ্যান মোতাবেক মুসলিমদের সংখ্যা ১৬০ কোটি আর খ্রিস্টানদের সংখ্যা ২১৭ কোটি। ফলে দেখা যাচ্ছে, ২০১০ থেকে ২০৫০, চল্লিশ বছরে মুসলিমদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে (২৮০-১৬০)=১২০ কোটি, পক্ষান্তরে এই চল্লিশ বছরে খ্রিস্টানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে (২৯২-২১৭)=৭৫ কোটি মাত্র। ২০৫০ সাল নাগাদ আমেরিকায় খ্রিস্টানদের সংখ্যা ৪ ভাগের ৩ ভাগ থেকে কমে গিয়ে ৩ ভাগের ২ ভাগ দাঁড়াবে। অনুরূপভাবে ইউরোপেও প্রায় ১০০ কোটি খ্রিষ্টান কমে যাবে।

পিউ রিসার্চ সেন্টারের তথ্যমতে, ২০৫০ সালে সারা ইউরোপে মুসলিমরা হবে ১০% অর্থাৎ ইউরোপের প্রতি একশ জনে ১০ জন হবে মুসলিম। সারা বিশ্বে যখন মুসলিমরা হবে ৩০ শতাংশ তখন হিন্দুরা হবে ১৪.৯ শতাংশ। নাস্তিকদের অবস্থা আরও নাজুক, তারা হবে ১৩.২ শতাংশ, বৌদ্ধ ধর্মের কোন অগ্রগতি হবে না। ২০৫০ সালেই ভারত হবে পৃথিবীর সর্বাধিক মুসলিম বসবাসকারীর দেশ।

আরও মজার ব্যাপার হল, ২০৫০ সাল হলো সেই সাল যখন পৃথিবীর অন্যান্য সকল ধর্মাবলম্বীর সংখ্যাকে ছাড়িয়ে ইসলাম হবে সর্বাধিক অনুসৃত ধর্ম, যার অনুসারীরা খ্রিস্টানদের মোট সংখ্যাকেও ছাড়িয়ে যাবে।

উত্তরোত্তর মুসলিমদের সংখ্যা বৃদ্ধির কারণ কী? পিউ-এর মতে, দুটি কারণে মুসলিমদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এক. ব্যাপকহারে অমুসলিমদের ইসলাম গ্রহণ। দুই. মুসলিম মহিলাদের অধিক হারে সন্তান গ্রহণ।

পিউ বলছে, ২০১০ থেকে ৫০ মোট চল্লিশ বছরে প্রায় ১০৬ কোটি অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করবে। যেখানে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করবে মাত্র ৪০ লক্ষ মানুষ। অপরদিকে, বর্তমান বিশ্বে মুসলিম মহিলারা গড়ে সন্তান গ্রহণ করেন ৩.১ শতাংশ, খ্রিস্টান মহিলারা ২.৭ শতাংশ, হিন্দু ২.৪ ও ইয়াহুদিরা ২.৩ শতাংশ। সার্বিক বিবেচনায় মুসলমানদের সংখ্যাধিক্যের এই অগ্রযাত্রাকে কোনভাবেই ঠেকানো সম্ভব নয়। বিশেষ করে যারা অন্য ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করছেন তাদেরকে। উপর্যুক্ত তথ্যগুলো বর্তমান বাস্তবতার আলোকে ভবিষ্যতের অনুমান। প্রকৃত সংখ্যা এর বেশিও হতে পারে। আর সেটাই আমরা আশা করছি, তারা আশঙ্কা করছে। মুসলিমদের এই বিজয় অভিযান সম্পর্কে মানুষ তিন শ্রেণিতে বিভক্ত। যেমনটি আগেও এমনকি নবী (সা:)-এর যুগেও বিদ্যামান ছিল।

প্রথম দল হলো ঐ সকল খাঁটি মুমিন, যাঁরা তাদের ঈমানের ওপর অটুট ও অবিচল থাকেন। তাঁরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের ভবিষ্যৎ বাণীগুলোকে পুরোপুরি বিশ্বাস করেন। দ্বিতীয় দল হলো বেঈমান গোষ্ঠী। যারা ইসলামের এই অগ্রযাত্রাকে ঠেকাতে নিষ্ফল অপচেষ্টায় লিপ্ত। তৃতীয় হলো মুনাফিক দল। যারা ইসলামের বিজয়ের ব্যাপারে সন্দিহান। আর তৃতীয় দলের সংখ্যাই বেশি। তাদের যুক্তি হল, এই বর্তমান সময়ে সারা বিশ্বে মুসলিমরা মার খাচ্ছে। মুসলিম জনপদ ধ্বংস করা হচ্ছে। সুতরাং কীভাবে আপনারা বিজয়ের স্বপ্ন দেখেন? এতো পাগলের প্রলাপ অথবা অচেতন মনের কল্পনাবিলাস বৈ কিছুই নয়। আমরা তাদেরকে বলি, তোমাদের এই বিশ্বাস ইসলামের প্রাথমিক যুগের মুনাফিকদের বিশ্বাসের তুলনায় কোন অংশে কম নয়। সহীহ বুখারীতে সা'দ ও জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, হিজরী ৫ম বর্ষে কুরাইশ ও গাতফানসহ আরবের দশ হাজার যৌথবাহিনী মদীনা আক্রমণের জন্য প্রস্তুত। নবী (সাঃ) সংবাদ পেয়ে পরামর্শ করে খন্দক খনন শুরু করলেন। হঠাৎ একটি বড় আকারের শক্ত পাথর সাহাবীরা ভাঙ্গতে পারছিলেন না। নবী (সাঃ) আসলেন, নিজেই কুড়াল হাতে নিয়ে বিসমিল্লাহ্ বলে আঘাত করতেই পাথর ভেঙ্গে গেল। তিনি বললেন, আল্লাহু আকবার! তোমরা রোম বিজয় করবে। দ্বিতীয়বার আঘাত করে বললেন, তোমরা পারস্য বিজয় করবে। জাবের (রা:) বলেন, নবী (সা:) যখন আঘাত করার জন্য হাত উপরে তুলেছেন তখন আমি দেখলাম প্রচণ্ড ক্ষুধার কারণে তাঁর পেটে পাথর বাঁধা। সাহাবীরা জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সা:)! আগে রোম না পারস্য? তিনি বললেন, আগে রোম। (নবী (সা:)-এর এই সুসংবাদের পরে পরিপূর্ণরূপে রোম বিজয় হয় ৮০০ হিজরীর পর মুহাম্মাদ আল ফাতেহ-এর হাতে। কনস্টান্টিনোপল (বর্তমান ইস্তাম্বুল) বিজয়ের মাধ্যমে খ্রিস্টান শক্তি সম্পূর্ণরূপে মুসলমানদের পদানত হয়)। নবী (সা:)-এর যুগে এই কথা শুনে মুনাফিকরা পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকিয়ে বিদ্রুপ করতে লাগল। কারণ তাদের মতে, মুসলমানরা এখন নিজভূমি মদীনা রক্ষা করার শক্তিই রাখছে না। আর তারা কি না বিশ্বের দুই পরাশক্তি রোম-পারস্য জয় করবে?

খন্দকের যুদ্ধের কথা আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করেছেন, আর মুসলমানদের মহাসংকটের কথা যেভাবে পাওয়া যায়, তা হলো-

১. মদীনার উপকণ্ঠে ১০ হাজার সম্মিলিত বাহিনীর বিশাল বহর নিয়ে শক্ত অবস্থান।

২. বনু গাতফান গোত্র মদীনার খেজুর না পেয়ে কুরাইশ দলের সাথে যোগদান।

৩. তিন দিক থেকেই মুসলমানরা আক্রান্ত, পিছনে রয়েছে অবলা নারী শিশু। ইতোমধ্যে মদীনায় অবস্থানরত বনু কুরাইযা চুক্তি ভঙ্গ করে কাফেরদের সাথে যোগ দিচ্ছে। অর্থাৎ পিছনে সম্পূর্ণ অরক্ষিত অবস্থায় থাকা মুসলিম নারী-শিশুরা যেকোন সময় ইহুদি কর্তৃক আক্রান্ত হতে পারে। এই অবস্থার বর্ণনা আল্লাহ তা'আলা দিয়েছেন এভাবে যে, "তখন মুমিনদের অন্তরাত্মা প্রকম্পিত হয়েছিল এবং প্রাণ কণ্ঠনালী পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল।" - সূরাহ্ আহযাব, আয়াত-৯-১২।

৪. মুসলমানরা কয়েকদিন যাবৎ উপোস করে আছে। ঠিক এই মুহূর্তে নবী (সা:) বললেন: আমরা রোম-পারস্য বিজয় করব। মুনাফিকদের নিকটে এ তো হাসির কথাই। যেমনটি আমাদের যুগেও দেখা যায়। কিন্তু মুমিনরা তা প্রথম শুনেই বিশ্বাস করেছিল। আর তা বাস্তবায়নও হয়েছিল। সুতরাং বর্তমান নাজুক পরিস্থিতিও খুব শীঘ্রই কেটে যাবে ইনশা আল্লাহ্। আগামীর দিন হবে ইসলামের। ইসলামের ভবিষ্যৎ হবে স্বর্ণোজ্জ্বল। তিমির অমানিশার ঘোর কেটে রক্তিম আভা বিকিরণ করতেই পুনরায় ইসলামের সোনালি রবি উদয় হবে ইনশা আল্লাহ্। কবি কাজী নজরুল ইসলামের ভাষায়-

দিকে দিকে পুন: জলিয়া উঠেছে
দ্বীন ইসলামের লাল মশাল
ওরে বেখবর তুইও ওঠ জেগে
তুইও তোর প্রাণ প্রদীপ জ্বাল।

এগিয়ে যাক শুব্বান এগিয়ে যাক দেশ

আব্দুল মতিন
সদস্য, মজলিসে আম। অফিসার, শরী'আহ্ সচিবালয়, এক্সিম ব্যাংক

তরুণরা হচ্ছে যেকোন জাতির প্রধান স্তম্ভ, জাতির স্নায়ু ও আত্মা। তারা যে কোন জাতির সুপ্ত জাগরণের বিকাশ। সংস্কৃতি ও সভ্যতার উন্নয়নের কারিগর। তারাই মাতৃভূমি রক্ষা ও দেশের ভূখণ্ডকে অখণ্ড ও নিরাপদ রাখার ব্যাপারে বদ্ধপরিকর। কেননা যৌবনকালই হচ্ছে তৎপরতা, উদ্যমতা ও সজীবতা প্রদর্শনের মাধ্যমে প্রস্ফুটিত হয়ে শক্তি বিস্তারের সময়।

তারাই জাগ্রত জ্ঞানের অধিকারী, সজীব। তারাই শারীরিক ও মানসিক শক্তির অধিকারী। যুবকরাই যুদ্ধের সময় মাতৃভূমি রক্ষায় প্রতিরোধ গড়ে তুলে বিজয়ের পতাকা বহন করে। তারাই ক্রান্তিলগ্নে দেশ পুনর্গঠন ও উন্নয়নে শক্তি ও সময় ব্যয় করে। তারা সকল ক্ষেত্রে নিত্যনতুন রীতি ও ধারা সূচনা করে। তারুণ্যের প্রধান বৈশিষ্ট্যই (Characteristics) হচ্ছে নতুন নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করা ও তা বাস্তবায়ন করা। এজন্য আল্লাহ্ তা'আলা জীবনের এ মধ্যম স্তরকে শক্তি হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً.

আল্লাহ, তিনি দুর্বল (শিশু) অবস্থায় তোমাদের সৃষ্টি করেন অতঃপর দুর্বলতার পর শক্তিদান (যৌবন) করেন, অতঃপর শক্তির পর দেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য। (সূরা রূম: ৫৪)।

আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ সা. যুবকদের অনেক গুরুত্ব দিতেন। কেননা, অধিকাংশ যুবকই ইসলাম প্রচারের প্রথম দিকে তাঁর পাশে থেকে তাঁকে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন। ইসলাম প্রচার করেছেন। এ কারণে তাঁরা পাহাড়সম কষ্ট, জ্বালা-যন্ত্রণা ও বিপদ-আপদ হজম করেছেন। রাসূল সা. তরুণ-যুবকদেরকে প্রথম থেকেই গুরুত্বপূর্ণ স্থানে মর্যাদা দিয়েছেন, যাতে তারা সমগ্র পৃথিবীতে ইসলামের সুমহান বাণী প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করতে পারে। এজন্য রাসূল সা. তাদের নীতি-নৈতিকতা (Morals) ও উন্নত চরিত্র গঠন এবং জাতির নেতৃত্ব দেয়ার জন্য প্রস্তুতকরণে কাজ করেছেন। তিনি তাদেরকে এ বয়সে বেশি বেশি আমল ও ইবাদত করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন: যেদিন আল্লাহর ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না, সেদিন সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিজের (আরশের) ছায়ায় আশ্রয় দিবেন। তার মধ্যে দ্বিতীয় শ্রেণির ব্যক্তি হচ্ছে, সে যুবক যার জীবন গড়ে উঠেছে তার প্রতিপালকের ইবাদতের মধ্যে। (বুখারী ১/২৩৪)।

ইসলামের প্রথম দিকে যুবকদের ভূমিকা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। যারা তাঁদের রবের প্রতি ঈমান এনেছিল। তাঁদের হাতেই ইসলাম সম্প্রসারিত হয়েছে। এজন্য রাসূল সা. সর্বদা যুবকদের কাছে পরামর্শ চাইতেন এবং অধিকাংশ সময় তাঁদের মতামতকে অগ্রাধিকার দিতেন। যেমন রাসূল সা. যুবকদের অভিমতকে প্রাধান্য দিয়ে উহুদ যুদ্ধে মুশরিকদের মোকাবিলায় বের হয়েছিলেন অথচ বয়স্করা মদীনার অভ্যন্তরে থেকে যুদ্ধ পরিচালনার পরামর্শ দিয়েছিলেন।

দা'ওয়াতী কার্যক্রম প্রসারে যুবকদের বিরাট ভূমিকা ছিল। ইংরেজ প্রাচ্যবিদ মন্টোগোমারি ওয়াট তার 'মুহাম্মদ ফি মাক্কাহ্' গ্রন্থতে বর্ণনা করেছেন যে, ইসলাম মূলত যুবকদের আন্দোলন ছিল। রাসূল সা. আরক্বাম বিন আবুল আরক্বাম নামক যুবকের বাড়ি থেকে এ আন্দোলন পরিচালনা করতেন। কেননা, দা'ওয়াতী কার্যক্রম প্রচারের ওপর নির্ভর করে। আর যুবকরাই সেই দা'ওয়াতকে মক্কা ও এর উপকণ্ঠে প্রচার করতেন। আর রাসূল সা.-এর হিজরতের সময় যুবক আলী বিন আবূ তালিবের রা.-এর ভূমিকা ছিল অকল্পনীয়। তেমনি রাসূল সা. তাঁর ওপর আস্থাও রেখেছিলেন। রাসূল সা.-এর যুবকের ওপর নির্ভরতার আরো একটি প্রমাণ হচ্ছে, বয়সে তরুণ হওয়া সত্ত্বেও আবূ আব্দুল্লাহ্ আস-সাক্বাফী আত-তামীমীর মেধা, বুদ্ধিমত্ত্বা, ধর্ম এবং কল্যাণের ওপর উৎসাহ দেখে তাঁকে তাঁর কওমের প্রতিনিধি হওয়ার নির্দেশ দেন। (সীয়ারু 'আলামিন নুবালা ২/৩৭৪)।

সাহাবীগণও রা. রাসূল সা.-এর পথ অনুসরণ করে যুবকদের গুরুত্ব দিতেন। হযরত আবূ বকর রা. যখন আল-কুরআন সংকলনের ইচ্ছা করলেন তখন তরুণ যাইদ বিন সাবিত রা.-এর কাঁধে এ মহান দায়িত্ব অর্পণ করলেন। ইমাম আয-যাহাবী র. বলেন: তোমাদের বয়স কম হওয়ার কারণে নিজেদেরকে গুরুত্বহীন ও দুর্বল মনে করো না। কেননা, হযরত উমার রা. যখন জটিল বিষয়ের সম্মুখীন হতেন তখন তিনি যুবকদের ডাকতেন। আর তাঁদের উর্বর মেধার কাছে পরামর্শ চাইতেন। (জামি' বয়ানিল ঈলম ওয়া ফযলিহ্ ১/৮)।

ইসলামের ইতিহাস তরুণদের এ রকম নানান ঐতিহাসিক ভূমিকায় ভরপুর। বর্তমান সময়ের তরুণদের দায়িত্ব হলো এ সমস্ত দৃষ্টান্ত থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে ইসলামের নিবরাসে উন্নত সভ্যতা ও জাতি গঠনে মনোনিবেশ করা। কিন্তু বাস্তবতা হলো, বর্তমান যুবসমাজ রাষ্ট্র ও জাতি গঠনে স্বপ্ন দেখে না। স্বপ্ন দেখে না নিজের সফলতা দিয়ে দেশকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরার। কীভাবে দেখবে? নিজেরাই আজ সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে অন্ধকারে নিমজ্জিত। পথ হারিয়ে ফেলেছে ইসলামের সুমহান বাণীকে পরিত্যাগ করার কারণে। তারা পশ্চিমা সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছে। তাদের খপ্পরে পড়ে ঈমান-আক্বীদা নষ্ট করে ফেলছে। ফলে তারা নাস্তিক, মুরতাদ ও ধর্মহীনে পরিণত হচ্ছে এবং তাদের চিন্তাধারাতে সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা ইত্যাদি ভ্রান্ত মতবাদ স্থান করে নিচ্ছে। তারা শক্তিহীন, কর্মহীন, দায়িত্বজ্ঞানহীন জীবন-যাপন করছে। যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়িয়ে, আড্ডা দিয়ে, নেশা করে সময় নষ্ট করছে। মেয়েদেরকে উত্তক্ত করে ও গার্লফ্রেন্ডের পিছনে অবৈধভাবে সময় দিয়ে নিজের জীবনে সর্বনাশ ডেকে আনছে। অথচ বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনসহ ৪৭-এর দেশ বিভাগ, ৫২-র ভাষা আন্দোলন, ৫৪-র যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ৬৯-এ গণঅভুত্থান, ৭১-এর মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে তরুণদের ভূমিকা সকলের নজর কেড়েছে।

জাতির কাণ্ডারী আজকের পথহারা তরুণদের সঠিক পথে পরিচালনার দায়িত্ব শুব্বানকেই নিতে হবে। এজন্য সবার আগে শুব্বানের কর্তব্য হলো নিজেদের মেধাকে নানামুখী জ্ঞানে সমৃদ্ধ করা। এরপর শুব্বানের গঠনতন্ত্রের পাঁচ দফা কর্মসূচি সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা, বিশেষত ২য় দফার (আদ্-দাওয়াহ্ ওয়াত তাবলীগ বা আহ্বান ও প্রচার) পূর্ণ বাস্তবায়ন; তাহলে আশা করা যায় আজকের দিশেহারা তরুণেরা সঠিক আলোয় আলোকিত হয়ে দেশের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিতে অবদান রাখবে। এর ফলে আমাদের মাতৃভূমি এগিয়ে যাবে। আর শুব্বানরা এ কাজে সফলতা পাবে যদি তারা দৃঢ় মনোবল ধারণ করে। আর শুব্বানরা এটা পারবেই। কারণ তরুণদের ব্যাপারে মিসরের কবি ইবরাহীম নাজী বলেন:

شباب إذا نامت عيـــون فإننا *** بكرنا بكور الطير نستقبل الفجرا
شباب نزلنا حومة المجد كلنـا *** ومن يغتدى للنصر ينتزع النصرا

যখন চক্ষু ঘুমিয়ে পড়ে তখন আমরা যুবকরা ভোরে জাগা পাখির ন্যায় প্রত্যুষে জাগ্রত হয়ে ফজরকে অভ্যর্থনা জানাই। আমরা যুবকরা সবাই মিলে প্রকৃত মর্যাদা অর্জনে ঝাপিয়ে পড়ি। (জেনে রাখ) যে বিজয়ের জন্য সকাল সকাল ঝাপিয়ে পড়ে, সে বিজয় ছিনিয়ে আনে।

আল্লাহ্ তা'আলা তরুণদের শক্তি, সামর্থ্য, মেধায় রহমত নাযিল করুন, আমীন।

এগিয়ে চলো শুব্বান

মো. আবদুল হাই

১

শতাব্দির জড়াগ্রস্থ জাতিকে
জাগিয়ে দেবার এক দীপ্ত শপথ নিয়ে
তোমার জন্ম হে শুব্বান;
১৯৮৯-এর ডিসেম্বরের ২৮ তারিখ,
এক আবেগঘন মূহুর্তে।
তুমি অস্তিত্বহীন নও, নও স্বার্থবাদী
চিন্তায় গড়ে উঠা কোন ভিত্তিহীন আন্দোলন।
তোমার শিকড় তো প্রোথিত সেই সাড়ে ১৪০০ বছরে
গারে হেরা পর্যন্ত যা বিস্তৃত।
আর তোমার উদ্বোধনের আলোকমালা তো সজ্জিত
আল-আমীনের হাতে।

২

সমাজ থেকে শির্‌ক-বিদ'আতের মুলোৎপাটন করে
কুরআন-সুন্নাহর ঝাণ্ডা উড়াবে
এ যে তোমার লালিত স্বপ্ন।
কালিমার বাণীকে হৃদয় থেকে
বাস্তবায়নে তোমার প্রচেষ্টা নিরন্তর।
তাইতো তুমি আপোষকামিতায় বিশ্বাসী নও,
মুখোসী ঐ বাতিলের সাথে।
যে লক্ষ্যে শিক্ষণ, প্রশিক্ষণ আর সত্যের আহ্বানে
নতুন সমাজ বিনিমার্ণে এগিয়ে চলছো তুমি
হাতে হাত রেখে একসাথে;
হৃদয়ের সব সূর যেথায় এক হয়ে আছে।

৩

তুমি অবিচল তোমার লক্ষ্যপথে
স্বার্থন্মোতদের ভাঙ্গনের স্রোতে তুমি ভীত নও
নতুন আশায় এগিয়ে চলাই তোমার স্বভাব।
বেদনার সুপ্ত ক্ষতে হয়ত তুমি ক্ষতবিক্ষত,
তবু ভেঙ্গে পড়ো না
এ যে তোমার অবিচল আস্থার প্রকাশ।
তুমি হিমাদ্রি, তুমি হিমাচল; এভারেষ্টের চূড়াকে মাড়িয়ে
তোমার উন্নত শির যেন আকাশকেও ছাড়িয়ে
শুধু অবনত মস্তক তুমি প্রভুর সমীপে।

৪

নতুন প্রত্যাশায়, রেনেসাঁর পথে তুমি এগিয়ে যাবে
পৃথিবীবাসী যেথায় পথ খুঁজে পাবে;
এ চাওয়া যে নতুন সোনালী দিনের।
এতো বেশি কিছু নয়,
এ যে তোমার শপথমালায় অঙ্কিত,
সফেন তরঙ্গরাশির মত তাই
এগিয়ে চলো শুব্বান, এগিয়ে চলো তোমার গন্তব্যে,
আগামীর দিন হোক সত্যের,
নেতৃত্ব দেবে তুমি শুব্বান,
এমন স্বপ্নময় ব্যঞ্জনায় সূচিত হোক
তোমার আপোষহীন সংগ্রামের কাব্যগাঁথা।

পরিক্রমা: ৭ম কেন্দ্রীয় সম্মেলন-২০১৬

"আল্ কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর ঝান্ডাতলে এক ও অভিন্ন উম্মাহ গঠন আমাদের নিরন্তর প্রয়াস" এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে গত **১০ ডিসেম্বর ২০১৬** শনিবার ঢাকার মতিঝিলস্থ **"সাদেক হোসেন খোকা কমিউনিটি সেন্টার কমপ্লেক্সে"** শুব্বানের সভাপতি **শাইখ** নূরুল আবসার এর সভাপতিত্বে জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ এর ৭ম কেন্দ্রিয় সম্মেলন ২০১৬-এর উন্মুক্ত অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।

পবিত্র কুরআনুল কারীম থেকে তিলাওয়াতের মধ্য দিয়ে সকাল ১০ টায় অনুষ্ঠান শুরু হয়। শিকড় শিল্পীগোষ্ঠির ইসলামী সংগীত পরিবেশন ও অতিথিবৃন্দের আসনগ্রহণের পর স্বাগত বক্তব্য পেশ করেন কেন্দ্রিয় শুব্বানের সহ-সভাপতি মুহাম্মদ গোলাম রহমান। অতঃপর অতিথিবৃন্দকে সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়। এর অবব্যহিত পরেই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের উপদেষ্টা ও ষ্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেডের চেয়্যারম্যান **আলহাজ্জ কাজী আকরাম উদ্দীন আহমদ**।

এ সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্তিত ছিলেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের মাননীয় সভাপতি অধ্যাপক শাইখ মুহাম্মদ মোবারক আলী। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রিয় জমঈয়তের উপদেষ্টা ও সাবেক সভাপতি প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইলিয়াস আলী, সহ-সভাপতিবৃন্দ যথাক্রমে প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আযহারউদ্দীন, আলহাজ্জ মুহাম্মদ রুহুল আমীন, অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ রইসুদ্দীন, ড. আব্দুল্লাহ ফারুক সালাফী, সেক্রেটারী জেনারেল শাইখ অধ্যক্ষ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী, সহ- সেক্রেটারী জেনারেল উপাধ্যক্ষ ওবায়দুল্লাহ গযনফর, শাইখ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ, কোষাধ্যক্ষ মোজাম্মেল হক, শুব্বান বিষয়ক পরিচালক শাইখ মুহাম্মদ আব্দুল মাতীন ও শুব্বানের সাবেক কেন্দ্রিয় সভাপতি ড. অধ্যাপক ইফতিখারুল আলম মাসউদ।

স্বাগত বক্তব্যে কেন্দ্রিয় শুব্বানের সহ-সভাপতি **মুহাম্মদ গোলাম রহমান** বলেন, "আজ ইসলামের বিরূদ্ধে নৈতিক অজ্ঞতা যে বাঁধার প্রাচীর রচনা করেছে তা প্রতিহত করতে ইসলামের সুমহান শ্বাশত সুরক্ষিত বাণী পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সকলকে উদাত্ত আহবান জানাচ্ছি। উদ্বোধনী বক্তব্যে আলহাজ্জ কাজী আকরাম উদ্দীন আহমদ বলেন, আজ ইসলামের নামে যে অপতৎপরতা চলছে তার বিরূদ্ধে এদেশের ছাত্র-যুব সমাজকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। কেউ যেন ধর্মের নামে এদেশে নৈরাজ্যকর পরিবেশ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে না পারে সেজন্য সজাগ থাকতে হবে। আমাদের প্রিয় নাবী মুহাম্মদ (স.) শান্তির বার্তা নিয়েই এ দুনিয়ায় এসেছিলেন। সুতরাং, যৌক্তিক কারণেই এ ধর্মের মানুষ, সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও সকল প্রকার নৈরাজ্যকর কর্মকান্ডের বিরূদ্ধে অবস্থান করবে। আর এটাই ইসলামের সুমহান শিক্ষা ও আদর্শ।

শুভেচ্ছা বক্তব্যে শুব্বান বিষয়ক পরিচালক **শাইখ মুহাম্মদ আব্দুল মাতীন** সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, "ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কার আন্দোলনের গৌরবোজ্জ্বল সোনালী ইতিহাস জুড়ে আছে আহলে হাদীস আন্দোলনের সাথে। ইংরেজ বিরোধী আন্দোলন, পরবর্তীতে ভাষা আন্দোলন এবং স্বাধীনতা আন্দোলনে সালাফী আন্দোলনের অনুসারীদের সরব উপস্থিতি ছিলো। তিনি আহবান জানান, বতর্মানেও সংকটময় অশান্ত ও অস্থিতিশীল বিশ্বে সালাফীদের

এগিয়ে আসতে হবে। ঢাকা মহানগর জমঈয়তে আহলের সভাপতি **আলী হোসেন** বলেন, কাজে ঝাপিয়ে পড়ার সঠিক সময় হলো যৌবনের সময়। আমরা তো বয়স্ক হয়ে গিয়েছি, আমরা তোমাদের গাইড লাইন দিবো, তোমরা সঠিকভাবে এগিয়ে চলবে। তাহলে এ ভূমিতে ইসলামের দাওয়াতী মিশন অনেক এগিয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক **ওবায়দুল্লাহ গযনফর** বক্তব্যের শুরুতে আবৃতি করেন, আগ হ্যায়, নমরুদ হ্যায়, আওলাদে ইব্রাহীম হ্যায়, ফির কিসি কো, ফির কিসি কা, ইমতিহা মাকসুদ হ্যায়। যুবকদের আত্মপরিচয়ের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, একটি জাতিকে বিভ্রান্ত করার জন্য একটি যুব সমাজই যথেষ্ট। আবার একটি জাতির অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রাখার জন্যও একটি যুব সমাজই যতেষ্ট। শুব্বানের কার্যক্রম শুধু প্রোগ্রামের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলেই আমাদের মূল উদ্দেশ্য হাসিল হবেনা, বাস্তবে তার প্রতিফলন ঘটাতে হবে।

যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শাইখ **আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ** বলেন, আল্লাহ তায়ালা যথার্থই বলেছেন, ...অর্থাৎ অধিকাংশ মানুষ ঈমান আনা সত্ত্বেও মুশরিক। বর্তমান বাংলাদেশের মুসলিমদের অবস্থা ও অনুরূপ। তাই তিনি শুব্বান তথা যুবকদেরকে তাদের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা দিয়ে মানুষদের নিকট সঠিক ইসলাম পৌঁছে দেয়ার আহবান জানিয়েছেন।

জমঈয়তের উপদেষ্টা প্রফেসর ড. **সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী** বলেন, বর্তমান বাংলাদেশে আহলে হাদীসদের সংখ্যা মোট ৩ কোটির উপরে। সে হিসাবে শুব্বানের সংখ্যা কমপক্ষে ১ কোটি হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু আজ তাদের খুঁজে পাই না। তাদের আরো বেশি কর্মতৎপর হতে হবে। তিনি কুষ্টিয়া ইসলামি ইউনিভার্সিটিতে তার অনুষদে ভর্তিতে সহায়তা, আর্মিতে অফিসার ও রিলিজিয়ন টিচার হিসেবে যোগদানে ইচ্ছুকদের সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস দেন। তিনি শুব্বানের আলাদা মুখপাত্র বা পত্রিকা বের করার প্রতিও জোর তাকিদ প্রদান করেন।

জমঈয়তের সমাজসেবা ও জনকল্যাণ বিষয়ক সেক্রেটারী শাইখ **মাসউদুল আলম আল উমুরী** বলেন, আমরা অনেক মুখরোচক অনেক ধরণের কথাবার্তা বলি, কিন্তু মাঠ পর্যায়ে তার বাস্তবায়ন একেবারেই নগন্য পর্যায়ের। আমরা কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর কথা বলি, কিন্তু সমাজসেবা ও জনকল্যানের মাধ্যমে যারা সারা বিশ্বের মানুষের মন জয় করছে তারা কিন্তু আমরা না। অন্য সম্প্রদায়। যদি আমরা এ কাজটি করতে পারতাম তাহলে আমাদের দাওয়াত আরো ব্যাপক প্রসারিত হতো।

জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীসের সাবেক সভাপতি অধ্যাপক ড. **ইফতিখারুল আলম মাসউদ** বলেন, আজ সারা বিশ্বে আর্ন্তজাতিকভাবে মুসলিম নিধন ষড়যন্ত্র চলছে। যার অংশ হিসাবে শতাব্দির জঘন্যতম হত্যাযজ্ঞ নির্মূল অভিযান চালানো হচ্ছে মায়ানমারের মুসলিমদের উপর। আমরা এসবের বিরূদ্ধে প্রতিবাদ করতে কুণ্ঠাবোধ করি। আমাদের মাঝ থেকে উম্মাহ চেতনা একেবারেই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তাই এসব ঘৃন্য ষড়যন্ত্র রুখতে হলে আমাদের সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে ও তাওহীদের পতাকা তলে সমবেত হতে হবে। তিনি শুব্বানের নেতৃবৃন্দ ও কর্মীদের উদ্দেশ্য করে বলেন, আমাদের প্রত্যেককে সালাফে সালেহীনদের আদর্শে জীবন গড়তে হবে। এবং তাওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্য আরো সোচ্চার হতে হবে।

জমঈয়ত সেক্রেটারী জেনারেল **শাইখ শহীদুল্লাহ খান মাদানী** আহলে হাদীসদের পরিচয় তুলে ধরে বলেন, আহলে হাদীসরা হচ্ছে তারাই যারা জীবনের সর্ব স্তরে কুরআন সুন্নাহর নিঃস্বার্থ ভাবে অনুসরন করেন। তারা কোন পীরের পূজা, ব্যক্তিপূজা সকল কিছুকে জলাঞ্জলি দিয়ে কেবল আল্লাহ ও তার রাসূলের অনুসরণ করে। তিনি শুব্বানের নব-নির্বাচিত সকল কর্মীদের উদ্দেশ্য করে বলেন, তাওহীদের মশাল আবার বাংলার বুকে জালাতে হবে। দাওয়াতি কাজকে বেগবান করতে হবে। কুরআন সুন্নাহর ঝান্ডাকে সমুন্নত রাখার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

জমঈয়তের অন্যতম সহ-সভাপতি ও সাবেক আইজিপি **আলহাজ্জ মুহাম্মদ রুহুল আমীন বলেন**, দায়িত্ব আল্লাহর পক্ষ থেকে ন্যায় ও যোগ্য ব্যক্তির উপর অর্পিত হয়। আজ যারা এই দায়িত্ব পাবে এই দায়িত্বকে বোঝা না ভেবে আল্লাহর নিয়ামত মনে করে সামনে এগিয়ে যেতে হবে। আর কোন প্রকার জঙ্গি কর্মকান্ডকে সমর্থন করা যাবে না। তিনি নব নির্বাচিত ও সকল শুব্বান কর্মীদেরকে অকুণ্ঠভাবে কুরআন সুন্নাহর দাওয়াত দেওয়ার আহবান জানান।

জমঈয়তের সহ-সভাপতি **অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক সালাফী** বলেন, বাংলাদেশের বুক থেকে সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ

চরমপন্থাকে নির্মূল এবং তরুণদের মাঝে ইসলামের পুর্ণজাগরণের জোয়ারকে সঠিকভাবে পরিচালিত করার লক্ষ্যে জমঈয়ত শুব্বানের বিকল্প কোন সংগঠন বাংলাদেশে নেই। আমরা আশাবাদী নব-নির্বাচিত কমিটি তাদের দাওয়াতি কার্যক্রমকে বাংলাদেশের প্রতিটি শিক্ষাঙ্গনে ছড়িয়ে দিবে।

অধ্যাপক ড. **রইসুদ্দীন** বলেন, আজ কিছু মানুষ জমঈয়তে আহলে হাদীসকে জঙ্গিনামে অখ্যায়িত করার অপচেষ্টা লিপ্ত। আমরা দ্ব্যার্থহীন কণ্ঠে বলতে চাই জমঈয়তে আহলে হাদীস কোন সন্ত্রাসী কর্মকান্ডকে বিশ্বাস করেনা এবং জঙ্গি কর্মকান্ডকে সপোর্ট করেনা। তিনি বলেন, শুব্বানের অগ্রযাত্রাকে আরো বেগবান করতে হবে। গঠনতান্ত্রিক-ভাবে চলতে হবে এবং আগামিতে সফলভাবে জমঈয়তের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য যোগ্যতা অর্জন করতে হবে।

প্রফেসর ড. **আযহারউদ্দীন** বলেন, দাওয়াতি কার্যক্রমকে আল্লাহ তায়ালা আমাদের উপর ফরয করে দিয়েছেন। আর দাওয়াত দেয়ার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করা যাবে না। কেননা, আল্লাহ তায়ালা শিথিলতা ও বাড়াবাড়ি উভয়টি আমাদের জন্য হারাম ঘোষণা করেছেন। সবসময় মধ্যমপন্থা অবলম্বন করতে হবে।

বিশেষ অতিথি বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের অন্যতম উপদেষ্টা আলহাজ্জ কাজী আকরাম উদ্দীন আহমদ নবীন-প্রবীণ শুব্বানকর্মী এবং উপস্থিত সকলকে অভিনন্দন জানিয়ে তার ব্যাপারে বলেন যে, বংশের পূর্বপুরুষ থেকেই তিনি আহলে হাদীস এবং এই পরিচয়েই তিনি বেড়ে উঠেন। আহলে হাদীসের অনুসারীরা কখনো জঙ্গি হতে পারেনা। ভবিষ্যতে দেশের উন্নতিতে এই সংগঠনকে এগিয়ে আসার এবং যোগ্যতায় প্রশাসনের কাছ থেকে ন্যায্য দাবি আদায় করার কথা বলেন।

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সাবেক সভাপতি প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইলিয়াস আলী আমন্ত্রিত মেহমানবৃন্দ এবং শুব্বান কর্মীদের অভিনন্দন জানিয়ে আহলে হাদীসের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আলোচনা করে তার মূল্যবান বক্তব্যের ইতি টানেন।

বাংলাদেশ জমঈয়তে শুব্বানে আহলে হাদীসের শুব্বান বিষয়ক সেক্রেটারী শাইখ মুহাম্মদ আব্দুল মাতীন শুব্বানের সকল স্তরের বিবরণী দিয়ে ২০১৭-২০১৮ সেশনের নব-নির্বাচিত কমিটি ঘোষনা করেন। সভাপতি হিসেবে মাদীনা ইসলামি বিশ্ববিদ্যাল ও মালয়েশিয়া থেকে ডিগ্রিপ্রাপ্ত কৃর্তিমান শিক্ষার্থী মুহাম্মদ আব্দুল্লাহিল কাফী এবং সেক্রেটারী হিসাবে তরুণ, চৌকস ও মেধাবী কর্মী আব্দুল্লাহ আল ফারুক নিযুক্ত হন। এছাড়াও বাকী ২১ জন মাজলিসে ক্বারার সদস্যদের নাম ঘোষনা করা হয়।

বিদায়ী কর্মীদের হাতে ক্রেষ্ট তুলে দেন মাননীয় প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথিবৃন্দ এবং আমন্ত্রিত মেহমানগণ। অনুষ্ঠানের এ পর্যায়ে জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ থেকে যারা বিদায় নেন তাদের নাম ঘোষনা করা হয়। বিদায়ী কর্মীদের মধ্যে ছিলেন গোলাম রহমান, শাইখ আব্দুন নুর বিন আবু সাঈদ মাদানী, লিয়াকত আলী, শিহাবুল আলম, আব্দুল্লাহ, মোসাদ্দেক হোসেন, নূরুল আবসার এবং মুহাম্মদ আব্দুল মাতীন।

জমঈয়ত আহলে হাদীসের মাননীয় সভাপতি অধ্যাপক **শাইখ মুহাম্মদ মোবারক আলী** অনুষ্ঠানের উদ্বোধক আলহাজ্জ কাজী আকরাম উদ্দীন আহমাদের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি তার শিক্ষক ডক্টর মুহাম্মদ আব্দুল বারী র. , মরহুম মেয়র মুহাম্মদ হানিফ, এম পি রহমতউল্লাহ, মুহাম্মদ হোসেন সহ অন্যদের জন্য দোয়া করেন এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি আহলে হাদীদের সঠিক ইতিহাস ও পরিচয় জানাতে গিয়ে বলেন, অনেক দীনী ভাই আমাদেরকে বলেন আমরা নাকি লা মাযহাবী। আজ থেকে প্রায় দেড়স বছর আগে এই ভারতীয় উপমহাদেশের অধিকাংশ মুসলিমই ছিলেন আহলে হাদীস। এমনকি রাজা দাহিরের কাছ থেকে রাজ্য ছিনিয়ে আনে এই আহলে হাদীস সম্প্রদায়। পরিশেষে তিনি নব-নির্বাচিত কমিটির জন্য দোয়া চেয়ে সত্যের পথে কাজ করে জান্নাতুল ফেরদৌস লাভ করার আশা ব্যক্ত করে তার মূল্যবান বক্তব্য শেষ করেন।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে অনুষ্ঠানের সভাপতি শাইখ নূরুল আবসার মহান আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া জানিয়ে উপস্থিত সকল মেহমানকে কেন্দ্রিয় শুব্বানের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

সাংগঠনিক প্রতিবেদন

যাবতীয় প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক বিশ্বনবী (সাঃ) এর প্রতি। কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণের মাধ্যমে সফল সমাজ বিপ্লবের সুন্নাতী ধারায় এ দেশের ছাত্র-যুব সমাজকে সম্পৃক্ত করার প্রত্যয় নিয়ে ১৯৮৯ সালের ২৮ ডিসেম্বর জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশের যাত্রা শুরু হয়। গত দেড় দশকে ধীরে ধীরে এর শাখা-প্রশাখা সারাদেশে ব্যাপ্তি লাভ করেছে। একবিংশ শতাব্দির যাত্রালগ্নে শুব্বান সম্ভাবনার এ সবুজ স্বপ্নকে ধারণ করে তার যাত্রা অব্যাহত রেখেছে। দৃঢ় প্রত্যয় ও সাহসের সাথে শাশ্বত ইসলামী আন্দোলনের যোগ্য উত্তরসূরী সংগঠন জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ এদেশের তরুণদের মধ্যে সৎ ও যোগ্য নেতৃত্ব তৈরির লক্ষ্যে মহানবী (সাঃ)-এর অনুসৃত পন্থায় কর্মতৎপর। চরমপন্থা কিংবা আপোষকামিতা নয়; মধ্যম পন্থাই হলো শুব্বানের কর্ম পলিসি।

লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য শুব্বানের রয়েছে পাঁচদফা কর্মসূচী। এ কর্মসূচীতে দেওয়া প্রতিশ্রুতি মোতাবেক চলতি সেশনে শুব্বান বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা চালায়। এ প্রতিবেদনে বিগত ছয় মাসের উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ডের সাংগঠনিক রিপোর্ট সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরা হলো:

৭ম কেন্দ্রীয় সম্মেলন-২০১৬ ঈসায়ী: (বিস্তারিত দেখুন পরিক্রমা: কউন্সিল ২০১৬)

মোট সাংগঠনিক জেলা ৩৩ টি:

এর মধ্যে মেয়াদী কমিটি আছে-১৩টি [দিনাজপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রাজশাহী, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া, যশোর, নরসিংদী, কিশোরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ ও কুমিল্লা], **মেয়াদ শেষ-০৪টির** [রংপুর, ঠাকুরগাঁও, গাইবান্ধা ও নওগাঁ], **আহ্বায়ক কমিটি আছে-১০ টি** [পঞ্চগড়, জামালপুর, নাটোর, ঝিনাইদহ, বরিশাল, সাতক্ষীরা, খুলনা, মেহেরপুর, নীলফামারী ও কুষ্টিয়া], **কমিটি নেই-০৬টি** [জয়পুরহাট, কুড়িগ্রাম, বাগেরহাট, ঢাকা, সিলেট ও চট্টগ্রাম]

জেলা কাউন্সিল অনুষ্ঠিত-৭টি [ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর, রাজশাহী, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, পাবনা ও কুমিল্লা]

জমঈয় শুব্বানে আহলে হাদীস দেশের ৩৩ টি জেলায় কুরআন ও সুন্নাহর দাওয়াত ও প্রচারে **৪১ টি সাংগঠনিক সফর** সম্পন্ন করেছে।

প্রশিক্ষণ: এ পর্যন্ত সালেক প্রশিক্ষণ-০১টি [মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবিয়া], আরেফ প্রশিক্ষণ-৬টি [মাদরাসা দারুস সুন্নাহ-মিরপুর, নারায়ণগঞ্জ ও নরসিংদীর যৌথ উদ্দ্যোগে, দিনাজপুর, টাঙ্গাইল, যশোর, বগুড়া], কর্মী প্রশিক্ষণ-৫ টি, মানোয়ন্নন বৈঠক-৪টি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সাংগঠনিক বৈঠক: মাজলিসে শুরার বৈঠক-০৪টি, জরুরী বৈঠক- ২৫টি এবং মাজলিসে আমের বৈঠক-০১টি অনুষ্ঠিত হয়।

জমঈয়ত নেতৃবৃন্দের সাথে সাক্ষাত:

১. গত ২২ মে ২০১৭, কেন্দ্রীয় শুব্বানের এক প্রতিনিধি দল সংগঠনের সহ-সভাপতি মুহাম্মদ রেজাউল ইসলামের নেতৃত্বে বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের অন্যতম উপদেষ্টা, ঢাকা ১০ আসনের সম্মানিত সাংসদ ও তথ্য মন্ত্রণালয় সর্ম্পকিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান আলহাজ্জ এ. কে এম রহমাতুল্লাহর সাথে এক সৌজন্য সাক্ষাত করেন। নেতৃবৃন্দ সংগঠনের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন ও সেগুলোর ব্যাপারে তার সুপরামর্শ গ্রহণ করেন।

২. গত ২৪ মার্চ ২০১৭, মাজলিসে কারারের প্রায় সকল সদস্যকে নিয়ে সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি শাইখ মুহাম্মদ আব্দুল্লাহিল কাফী আল মাদানী, শুব্বানের সাবেক কোষাধ্যক্ষ ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. শরিফুল ইসলাম রিপনের সাথে টাঙ্গাইলের ঐতিহাসিক বল্লা জামে মাসজিদে এক সৌজন্য সাক্ষাত করেন। নেতৃবৃন্দ সংগঠনের বিভিন্ন দিক নিয়ে জনাব ইসলামের সাথে আলোচনা করেন, এবং তার পরামর্শ চান। তিনি নেতৃবৃন্দকে সুপরামর্শ প্রদান করেন এবং সংগঠনের যেকোন কাজে তার পূর্ণসহযোগিতার আশা ব্যক্ত করেন। উল্লেখ্য, সেদিন টাঙ্গাইল জেলা জমঈয়ত ও শুব্বানের কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়।

এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে কেন্দ্রীয় শুব্বানের একাধিক প্রতিনিধিদল জমঈয়ত নেতৃবৃন্দ ও সূধীজনের সাথে সাক্ষাত করেন। তন্মধ্যে জমঈয়তের সাবেক সহ-সভাপতি ও বর্তমান উপদেষ্টা বিশিষ্ট ইসলামী গবেষক, বহু গ্রন্থ প্রণেতা প্রফেসর এ কে এম শামসুর রহমান, আলহাজ্জ মুহাম্মদ আওলাদ হোসেন, অধ্যাপক মীর আব্দুল ওয়াহহাব লাবীব, আলহাজ্জ ফকির বদরুজ্জামান, আলহাজ্জ নবীউল্লাহ নবী, দৈনিক সত্যের আলো' পত্রিকার সত্ত্বাধিকারী জনাব শরিফুল ইসলাম প্রমূখ উল্লেখযোগ্য।

বই বিতরণ/লিফলেট/ প্রচারপত্র বিতরণঃ বিভিন্ন দিবস উদযাপনের নামে যে অপসংস্কৃতির চর্চা যুব সমাজের মাঝে ছড়িয়ে পড়েছে তা থেকে সমাজ, জাতিকে সচেতন করার জন্য শুব্বান থার্টি ফাষ্ট নাইট, পহেলা বৈশাখ, বিশ্ব ভালোবাসা দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন বই ও লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে।

প্রকাশনাঃ ২ দিন ব্যাপী কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ উপলক্ষ্যে কেন্দ্রীয় শুব্বান প্রায় পাঁচ শতাধিক সুন্দর বাইন্ডিংযুক্ত খাতা, চিঠির খাম, আরেফ ফরম, সালেক ফরম, প্যাড ইত্যাদি প্রকাশ করেছে। রামাযান উপলক্ষ্যে প্রায় ১৭,০০০ (সতের হাজার) তোহফায়ে রামাযান ছাপিয়ে সারাদেশে সঠিকসময়ে বিতরণ করা হয়েছে।

তথ্য ও প্রচারঃ কন্দ্রীয়ভাবে সকল জেলা, থানা ও শাখাগুলোকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে পর্যবেক্ষণ ও পরিচালনার জন্য বিশেষ কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। কিছু কাজ এখনো প্রক্রিয়াধীন আছে। ইতোমধ্যে শুব্বানের অফিসিয়াল পেজ খোলা হয়েছে যা সাংগঠনিক তৎপরতাকে আরো বৃদ্ধি করবে বলে আমরা আশাবাদী।

নবীন ও বিদায়ী/ফারেগী ছাত্রদের উপহার প্রদানঃ শুব্বানের বিভিন্ন প্রতিনিধিদল ঢাকা কেন্দ্রিক জমঈয়তের তালীমী বোর্ডের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত মাদরাসা সমূহের নবীন ও বিদায়ী ছাত্রদের ফারেগ অনুষ্ঠানে মূল্যবান উপহার সামগ্রী প্রদান করেছেন।

রমাযানকে বিশেষ তহবিল সংগ্রহ ও দাওয়াতী মাস ঘোষণাঃ

মাজলিসে কারারের বৈঠকে পবিত্র রামাযানকে এবারে দাওয়াতী মাস হিসাবে ঘোষনা করা হয়েছে। দেশের বিভিন্ন মাসজিদে রামযান কেন্দ্রিক দাওয়াতী কার্যক্রম আরো তৎপর করা হয়েছে। রামাযান উপলক্ষ্যে কেন্দ্র থেকে সকল জেলা ও উপজেলাকে বিশেষ তহবিল সংগ্রহের জন্য বিশেষ নির্দেশনা পাঠানো হয়েছে।

ত্রাণ বিতরণ ও শীতবস্ত্র বিতরণ প্রকল্পঃ গত ১৮ জুলাই ২০১৭ বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ সহযোগে কেন্দ্রীয় শুব্বানের এক প্রতিনিধিদল সিরাজগঞ্জ জেলা জমঈয়ত ও জেলা শুব্বানের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় ৪০০ এর অধিক বন্যা দূগর্ত পরিবারের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ করেন। নেতৃবৃন্দ নৌকাযোগে দূর্গত এলাকার বিভিন্ন স্থানে যান এবং মানুষের খোজখবর নিয়ে সেখানে প্রয়োজনীয় খাদ্য, বস্ত্র, ঔষধপত্র বিতরণ করেন।

শেকড় সাহিত্য ও সংস্কৃতি সংসদঃ ইসলামী মূল্যবোধের সংস্কৃতি চর্চার লক্ষ্যে শুব্বান আবারো নতুন করে শেকড় স্যাহিত্য ও সংস্কৃতি সংসদ গঠন করেছে। এ উপলক্ষ্যে ইতিমধ্যে একটি এ্যালবামের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে।

দেশব্যপী গৃহিত উপরোল্লিখিত কর্মতৎপরতা শুব্বানের সাংগঠনিক কর্মকান্ডকে বেগবান করতে সহায়তা করবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের সহায় হোন।

শুব্বান পরিচিতি

হে যুবক! তোমার পরিচয় জানো কি?

মহান আল্লাহর সুন্দরতম সৃষ্টি মানুষ, অপর দিকে মানুষ মহান আল্লাহর দাস। বিশ্বের সব আয়োজন, সব নি'য়ামত এই মানুষেরই প্রয়োজনে।

"তিনি সেই সত্তা যিনি তোমাদের কল্যাণে পৃথিবীর সবকিছু সৃজন করেছেন" (সূরা আল-বাকারাহ, ২:২৯)। বিনিময়ে মহান আল্লাহর 'ইবাদত করাই মানুষের মৌলিক কাজ। প্রসঙ্গত আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ﴾

"আর আমি মানুষ ও জিন জাতিকে কেবল আমার 'ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি।" (সূরা আয্ যারিয়াত, ৫১:৫৬)

পৃথিবীতে মহান আল্লাহর প্রতিনিধি

মানুষের আর একটি গর্বিত কিন্তু দায়িত্বপূর্ণ পরিচয় হলো, সে আল্লাহর মনোনীত প্রতিনিধি। মহান আল্লাহ এ সম্বন্ধে বলেন–

﴿وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِيْ الْاَرْضِ خَلِيْفَةً﴾

"স্মরণ করো! যখন তোমার প্রতিপালক ফিরিশ্‌তাদের বললেন, আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করতে চাই।" (সূরা আল বাক্বারাহ্, ২:৩০)

ব্যক্তি ও সমাজের সর্বস্তরে আল্লাহ প্রদত্ত বিধানের যথাযথ অনুসরণ ও বাস্তবায়নই তার সার্বক্ষণিক দায়িত্ব। বস্তুত এ দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের ওপরই নির্ভর করছে আমাদের ইহকালীন এবং পরকালীন সাফল্য।

শ্রেষ্ঠ নবীর ﷺ উম্মাত শ্রেষ্ঠ জাতির সদস্য

মানবতার শিক্ষক নবী-রসূলগণ যুগে যুগে ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠার মহান দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে আঞ্জাম দিয়ে গেছেন। সে ধারাবাহিকতায় সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক ও সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাধ্যমে আমরা পেয়েছি পূর্ণাঙ্গ ও সর্বজনীন জীবনব্যবস্থা 'আল-ইসলাম'। যেমনটি মহান আল্লাহর ঘোষণা- "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামত পরিপূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য জীবনব্যবস্থা হিসেবে ইসলামকে মনোনীত করলাম" (সূরা আল-মায়িদাহ, ৫:৩)। আর এ জীবনব্যবস্থা অনুসরণ করেই উম্মাতে মুহাম্মাদী সর্বকালের সেরা জাতির মর্যাদা প্রাপ্ত হয়েছে। সেইসাথে সমাজ সংস্কারের মতো বিশেষ দায়িত্ব পালনের জন্য নিযুক্ত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন–

﴿كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ﴾

"তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি। মানব জাতির (কল্যাণের) জন্যই তোমাদের আবির্ভাব। তোমরা সৎকাজের আদেশ করবে, অসৎ কাজে বাধা দিবে এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখবে।" (সূরা আ-লে 'ইমরান, ৩ : ১১০)।
শ্রেষ্ঠ জাতির মৌলিক দায়িত্ব বা করণীয়ও এখানে স্রষ্টা নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

উম্মাতে মুহাম্মাদী মধ্যমপন্থী জাতি

মহান আল্লাহ বলেন–

﴿وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ أُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا﴾

"এভাবেই আমি তোমাদেরকে এক মধ্যমপন্থী জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছি, যাতে তোমরা মানব জাতির জন্য সাক্ষীস্বরূপ হও আর রসূল ﷺ তোমাদের জন্য সাক্ষী হন।" (সূরা আল-বাক্বারাহ্, ২:১৪৩)

মূলনীতি : ঐক্যবদ্ধভাবে আল্লাহর বিধান অনুসরণ

মধ্যমপন্থী এ জাতির শ্রেষ্ঠ ও মৌলিক দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজন ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা এবং কুরআন-সুন্নাহর খালেস অনুসরণ। মহান আল্লাহর নির্দেশও এটাই–

﴿وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا﴾

"আর তোমরা সবাই আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।" (সূরা আ-লে 'ইমরান, ৩:১০৩) সুতরাং বিভিন্ন দলে-উপদলে বিভক্ত না হয়ে এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাব পরিহার করে শেকড়ের টানে তোমাকে ছুটে আসতেই হবে।

কর্মপদ্ধতি : কুরআন এবং সুন্নাহ

বিদায় হাজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণে মহানবী ﷺ উম্মাহকে এক নিরন্তর পথ নির্দেশনার কথা স্মরণ করিয়ে দেন–

«تَرَكْتُ فِيْكُمْ شَيْئَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا بَعْدَهُمَا : كِتَابَ اللهِ وَسُنَّتِيْ»

"আমি তোমাদের জন্য দু'টি জিনিস রেখে গেলাম। এ দু'টি জিনিস গ্রহণ করার পর তোমরা কখনো বিভ্রান্ত হবে না। সে দু'টি জিনিস হলো, আল্লাহর কিতাব (আল-কুরআন) এবং আমার সুন্নাত।" (মুসতাদরাক হাকিম- হা: ৩১৯)

এক অনন্য সভ্যতার উত্তরসূরি

বস্তুত কুরআন ও সুন্নাহ এ দু'টি মহাসনদের নিঃশর্ত অনুসরণই ইসলাম। মহানবী ﷺ এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের সোনালি যুগে মুসলিম জাতি এ দু'টি তুহফার যথাযথ মূল্যায়নের মাধ্যমে বৈষয়িক এবং আত্মিক উন্নতির চরম শিখরে আরোহন করেছিল। তাওহীদ এবং সুন্নাহ্‌র ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করেছিল বিশ্বের বৃহত্তম সাম্রাজ্য এবং গৌরবোজ্জ্বল এক কালজয়ী সভ্যতা। আমরা সেই অনন্য সভ্যতার উত্তরসূরি।

আহলুল হাদীস : দীনে হাক্বের অতন্দ্র প্রহরী

আহ্‌লুল হাদীস বা আহ্‌লে হাদীস অর্থ কুরআন ও হাদীসের অনুসারী। এরা মুসলিমদের মধ্যে সেই সত্যপন্থী দল যারা কুরআন ও সুন্নাহকে সুদৃঢ়ভাবে ধারণ করে এবং এ দুই মূল উৎসকে মানব রচিত সকল মতবাদের উপরে প্রাধান্য দেয়ার ব্যাপারে সাহাবা ও তাবেঈন-এর আদর্শ অনুসরণ করেন– তা 'আক্বীদাহ্, 'ইবাদত, মু'আমালাত, আখলাক, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি ও সংস্কৃতি যে ক্ষেত্রেই হোক না কেন। দীনের উসূল (মৌলিক ভিত্তি) ও শাখার সকল ক্ষেত্রেই তারা কুরআন-সুন্নাহর ওপর অবিচল থাকেন। আহলে হাদীসগণ নবী ﷺ থেকে লব্ধ 'ইলম অন্যের নিকট পৌছানোর দায়িত্ব পালন করছেন এবং এ বিষয়ে তারা চরমপন্থীদের অনভিপ্রেত পরিবর্তন, বাতিলপন্থীদের অন্যায় সংযোজন ও মূর্খদের অপব্যাখ্যা প্রতিহত করে আসছেন। ইসলামী চিন্তাবিদদের নিকট এরা কখনও আহ্‌লুল হাদীস, কখনও

আসহাবুল হাদীস আবার কখনও মুহাম্মাদী বা সালাফী নামে অভিহিত হয়ে আসছেন।

যুবক! আমাদের ভাবতেই হবে

এ পৃথিবী কারো আসল ঠিকানা নয়। মৃত্যুর পর আখিরাতের অনন্ত জীবনে প্রবেশ করতে হবে। হাশরের ময়দানে ভয়াবহ বিচার দিবসে মহান আল্লাহর নিকট প্রতিটি কাজের হিসাব দিতে হবে। সেদিন নিজের সৎকর্ম ব্যতিত অন্য কিছু কারো কোন উপকারে আসবে না। সৎকর্মশীলরা লাভ করবে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং সেইসাথে চির শান্তি-সুখের নীড় 'জান্নাত'। অথচ দুষ্কর্মশীলরা পাবে নিকৃষ্টতম ভয়াবহ আবাস 'জাহান্নাম'। সেই জগতে সফল হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পাথেয় সংগৃহীত হয়েছে কি?

জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ–
ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা

শির্ক ও বিদ'আতের মূলোৎপাটন করত মানবরচিত মতবাদের ওপর ইসলামকে বিজয়ী করার লক্ষ্যে সকল যুগে সকল দেশে আহলে হাদীসের সংগ্রাম ছিল অবিরাম ও আপোষহীন। আমাদের ভারতীয় উমহাদেশেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। শাহ্ ইসমাঈল শহীদ -এর নেতৃত্বে পরিচালিত (১৮৩১ সালে) বালাকোট যুদ্ধের পর ১৯০৬ সালে সুসংগঠিতভাবে জন্ম নেয় **"অল ইন্ডিয়া আহ্লে হাদীস কনফারেন্স"** নামে সর্বভারতীয় তাওহীদী সংগঠন। এর অব্যাবহিত পরেই বাংলার বিশিষ্ট আলেমদের সমবেত প্রচেষ্টায় ১৯১৪ সালে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় **"আঞ্জুমানে আহ্লে হাদীস বাঙ্গালা"**। পরে এর সাথে আসামকেও সংযুক্ত করা হয়। ইংরেজ শাসনাবসান, দেশ বিভাগ ও নবরাষ্ট্র পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রাক্কালে অসাধারণ প্রতিভা ও মহৎ ব্যক্তিত্বের অধিকারী **আল্লামা মোহাম্মাদ আবদুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী** (১৯০০-১৯৬০) -এর নেতৃত্বে ১৯৪৬ সালে গঠিত হয় **"নিখিল বঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে আহলে হাদীস"**।

কালের দীর্ঘ পরিক্রমায় এ সংগঠনটিই বর্তমানে **"বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস"** নামে অত্যন্ত সফলতার সাথে এদেশে আহলে হাদীস আন্দোলন পরিচালনা করে যাচ্ছে। ১৯৬০ সাল হতে ২০০৩ সাল পর্যন্ত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামী চিন্তাবিদ ও প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (UGC)-এর প্রাক্তন চেয়ারম্যান **আল্লামা প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আব্দুল বারী** এ জমঈয়তেরই সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। সেই সংগঠনের একমাত্র অনুমোদিত এবং স্বীকৃত যুবসংগঠন হলো **"জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ"**।

আরবি 'শাব্বুন' (যুবক) শব্দের বহুবচন 'শুব্বান'। ১৯৮৯ সালের ২৮ ডিসেম্বর রাজধানী ঢাকার ঐতিহ্যবাহী বংশাল বড় জামে মসজিদে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল হতে আগত ছাত্র, তরুণ ও যুবকদের এক কনভেনশনে **"জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ"** আত্মপ্রকাশ করে। রাজধানী ঢাকার নবাবপুর রোডে এর কেন্দ্রীয় দফতর স্থাপিত হয়। বর্তমানের যার সদর দফতর ঢাকার উত্তর যাত্রাবাড়িতে অবস্থিত। উল্লেখ্য, ৫০'র দশক থেকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে গড়ে ওঠা আহ্লে হাদীস ছাত্র-যুব সংগঠনসমূহের সম্মিলিত এবং স্বীকৃত জাতীয় পরিচয়ই হলো **'জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ'**।

আমাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও কর্মসূচি

লক্ষ্য-উদ্দেশ্য :

কালেমা "লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ"-কে যথাযথ উপলব্ধি করত জীবনের সর্বস্তরে কুরআন ও সুন্নাহর বিধান প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন।

এই লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য শুব্বানের রয়েছে পাঁচ দফা কর্মসূচি :

ক. ইসলাহুল 'আক্বীদাহ্ বা 'আক্বীদাহ্ সংশোধন :

তাওহীদ ও রিসালাতে মুহাম্মাদী সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানার্জন ও অনুশীলন, খালেস 'ইবাদতের জন্য উদ্বুদ্ধ করা এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নেতৃত্ব মনেপ্রাণে ও বাস্তবে গ্রহণের মানসিকতা সৃষ্টি করা।

খ. আদ্-দা'ওয়াহ্ ওয়াত তাবলীগ বা আহ্বান ও প্রচার :
ছাত্র ও যুব সমাজের নিকট ইসলামের দা'ওয়াত দেয়া এবং তাদেরকে প্রকৃত মুসলিম হিসেবে গড়ে তোলা।

গ. আত-তানযীম বা সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা :
ইসলামী সমাজ ও জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ছাত্র ও যুব সমাজকে ঐক্যবদ্ধ ও সুসংগঠিত করা।

ঘ. আত-তাদ্‌রীব ওয়াত তারবিয়াহ্ বা শিক্ষণ ও প্রশিক্ষণ :
যুব শক্তিকে সুসংগঠিত করার লক্ষ্যে ইসলামের মূলনীতি সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানদান, শির্‌ক ও বিদ'আতের মূলোৎপাটন এবং এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে যোগ্য আহ্‌লে হাদীস কর্মী গঠনের মাধ্যমে বাংলাদেশ জমঈয়তে আহ্‌লে হাদীস-এর নেতৃত্বে আহ্‌লে হাদীস আন্দোলনকে সমাজের সর্বস্তরে সম্প্রসারিত ও প্রতিষ্ঠিত করা।

ঙ. ইসলাহুল মুজতামা' বা সমাজ সংস্কার :
যাবতীয় অনৈসলামিক রীতিনীতি ও অপসংস্কৃতি প্রতিহত করে কুরআন ও সহীহ হাদীসভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার সার্বিক প্রচেষ্টা চালানো।

আমাদের কর্মনীতি ও কর্মপদ্ধতি

জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ মহানবী ﷺ -এর অনুসৃত স্বাভাবিক এবং হিকমাতপূর্ণ পন্থায় কর্মতৎপর। চরমপন্থা কিংবা আপোষকামিতা নয় বরং মধ্যমপন্থাই শুব্বানের সাংগঠনিক পলিসি। সেইসাথে সৎ এবং যোগ্য নেতৃত্ব তৈরির লক্ষ্যে কর্মীদের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ও বাস্তবভিত্তিক মানোন্নয়ন পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে।

শুব্বানের কর্মী স্তর চার পর্যায়ের– প্রথম স্তর রাগেব (অনুরাগী), দ্বিতীয় স্তর 'আরেফ (সচেতন), তৃতীয় স্তর সালেক (অভিযাত্রী) এবং চতুর্থ তথা সর্বোচ্চ স্তর হলো সালেহ (নিষ্ঠাবান)। মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে সিলেবাসের আলোকে জ্ঞানগত এবং ব্যাবহারিক উভয় দিকের ক্রমোন্নতি বিবেচনা করা হয়। এই **সংগঠনের সাংগঠনিক স্তরও চার পর্যায়ের-** শাখা, থানা/উপজেলা, জেলা এবং কেন্দ্র। কুরআন-সুন্নাহর আলোকে প্রণীত সুনির্দিষ্ট গঠনতন্ত্র, কর্মপদ্ধতি এবং সিলেবাসের ভিত্তিতে শুব্বানের যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

ইসলামের বিশেষ কোন দিক বা বিভাগ নয় বরং পূর্ণাঙ্গ ইসলামের অনুসরণের লক্ষ্যে শুব্বান কাজ করে যাচ্ছে। সেইসাথে সকল ইসলামী সংগঠন বা সংস্থার সাথে বন্ধুসুলভ সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে মুসলিম ঐক্য সুদৃঢ়করণেও সদা সচেষ্ট। আমাদের আন্দোলন শেকড়সন্ধানী। শুধু বিজাতীয় মতবাদ নয়; মুসলিম সমাজে প্রচলিত শিরক-বিদ'আত ও অপসংস্কৃতির মূলোৎপাটনেও আমাদের সংগ্রাম আপোষহীন।

আমাদের আহ্বান

ঘটনাবহুল দু'টি সহস্রাব্দ পেরিয়ে বিশ্ববাসী আজ এক নতুন দিগন্তে প্রবেশ করেছে। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও তথ্য-প্রযুক্তির অভাবনীয় অগ্রগতির ফলে পৃথিবী আজ যতটা বস্তুগত উৎকর্ষে সমৃদ্ধ; যুলম-নির্যাতনে বিশ্বমানবতা যেন ততটাই নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সংকটে পর্যুদস্ত। বিশেষ করে ইসলাম ও মুসলিমগণ সর্বত্রই অবহেলিত, অপমানিত ও তিরস্কৃত এবং তারা অনেক রাষ্ট্রেই অবর্ণনীয় নিগ্রহের শিকার। জঙ্গি ও সন্ত্রাসের মিথ্যা অজুহাতে এক এক করে নিশ্চিহ্ন করা হচ্ছে মুসলিম শিক্ষা-সভ্যতার গৌরব ও ঐতিহ্যের নিদর্শনসমূহ। হত্যা করা হচ্ছে নিরপরাধ মুসলিম শিশু, নারী-পুরুষ ও বয়স্কদের। অন্যদিকে সর্বময় মাথাচাড়া দিয়েছে পরকালবিমুখ জীবনদর্শন ও বিজাতীয় অপসংস্কৃতির ধারক বাহকরা।

এ অবস্থার অবসানকল্পে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বস্তরে কুরআন-সুন্নাহর বিধান বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে চলছে দীনের শেকড়মুখী আন্দোলন। আমাদের প্রিয় জন্মভূমিতেও 'বাংলাদেশ জমঈয়তে আহ্‌লে হাদীস'-এর নেতৃত্বে **'জমঈয়ত শুব্বানে আহ্‌লে হাদীস বাংলাদেশ'** একই প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। দেশে দেশে ইসলামী পুনর্জাগরণ ও শেকড়সন্ধানী যে ঢেউ আজ বিশ্ববাসীকে সিরাতুল মুস্তাকিম তথা সত্য ও ন্যায়ের নিরঙ্কুশ পথে আহ্বান জানাচ্ছে, সেই স্রোতধারায় কুরআন-সুন্নাহর একনিষ্ঠ অনুসরণের মাধ্যমে আমাদের কাফেলায় শামিল হওয়ার জন্য আমরা আপনাকে (সকল ছাত্র, তরুণ-যুবক) উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।

بسم الله الرحمن الرحيم

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَزُولُ قَدَمُ ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَ أَفْنَاهُ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ. رواه الترمذي، رقم الحديث: 2416 (حديث حسن)

التعريف الموجز

بجمعية شبان أهل الحديث في بنغلاديش

الناشر

قسم الدعوة والنشر

جمعية شبان أهل الحديث في بنغلاديش

79/ك/3، شمال جترا باري، داكا-1204

الجوال: 01765812261, 01955600523

أيها الشاب! ما هوَ يتك؟

إن الناس هم أحسن المخلوقات لله. وبجانب آخر هم عباده سبحانه وتعالي. و إن ما في الأرض من آلاء الله ونعمه هي للناس ويستفيدون منها عند الضرورة. لا يريد الله تعالي منهم إلا عبادته وحده مقابل ذلك. و العبادة هي العمل الأساسي للناس. ويقول الله (سبحانه وتعالي): "وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ" (سورة الذاريات، رقم الأية: 56) أي خلقتهم لأجل أن يعبدوني فمن عبدني أكرمته ومن ترك عبادتي أهنته.

خلفاء الله المختارون في الدنيا

الناس لهم هوية فخورة مع المسئولية هي أنهم خلفاء الله المختارون في البسيطة. وقول الله عز وجل: " وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً" (سورة البقرة، رقم الأية: 30) أيْ : قوما يخلف بعضهم بعضا قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل. فالناس لهم الواجب المستمر أن يتبعوا قوانين الله المنزلة حق الاتباع وينفذوها تنفيذا في جميع مراحل الحياة كل وقت. فالفوز والفلاح في الدنيا والأخرة يعتمد علي امتثال هذه الواجبات والتوجيهات جيدا.

أمة سيد المرسلين و عضو الشعب الأحسن

قام جميع الرسل والأنبياء عليهم السلام بتأسيس توحيد الله وأوامره ونواهيه بين الناس الضالين، ونشروها في الأرض منذ الدهور. ومن هذا المنطلق وجدنا النظام الشامل للحياة و هو **الإسلام** الذي جاء به أفضل الناس خاتم النبيين نبينا محمد صلي الله عليه وسلم وهو دين الله أيضا. فالأمة المحمدية تقبلت الإسلام ولذلك أصبحت أكرم الأمم وأفضلها في العالم. يقول الله سبحانه وتعالي: "كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ" (سورة آل عمران، رقم الأية: 110)

الأمة المحمدية شعب معتدل

وقول الله عز وجل: " وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً." (سورة البقرة، رقم الأية: 114) يقول الله تعالى : إنما حولناكم إلى قبلة إبراهيم (عليه السلام)، واخترناها لكم لنجعلكم خير الأمم ، لتكونوا يوم القيامة شهداء على الأمم ؛ لأن الجميع معترفون لكم بالفضل. ولما جعل الله هذه الأمة وسطا خصها بأكمل الشرائع وأقوم المناهج وأوضح المذاهب، كما قال الله تعالى: " هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ." (الحج : 78)

السياسة العملية : إتباع أحكام الله متحدا

في الحقيقة إن امتثال هذه الأحكام تحتاج إلي المحاولة المتحدة و إتباع القرآن والسنة بإخلاص. وهذا امر الله أيضا. قول الله:" وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَ لاتَفَرَّقُوا" (سورة آل عمران، رقم الأية: 103) وقوله: { فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ } [النور: 63]؛

عبده ورسوله محمد (صلى الله عليه وسلم). وهم القائمون بالدعوة إلى ذلك بكل جد وصدق وعزم. وهم الذين يحملون العلم النبوي، وينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين. فهم الذين وقفوا بالمرصاد لكل الفرق التي حادت عن المنهج الإسلامي، كالجهمية، والمعتزلة، والخوارج، والروافض، والمرجئة، والقدريّة، وكلّ من شذّ عن منهج الله واتبع هواه في كلِّ زمان ومكان، لا تأخذهم في الله لومة لائم. وهم الطائفة التي مدحها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وزكاها بقوله:" لا تزال طائفةٌ من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا مَن خالفهم حتى تقوم الساعة" هم الفرقة الناجية الثابتة على ما كان عليه رسولُ الله (صلى الله عليه وسلم) وأصحابه، الذين ميّزهم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وحدّدهم عندما ذكر أن هذه الأمة ستفترق إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلاّ واحدة، فقيل: مَن هم يا رسول الله؟، قال: "مَن كان على ما أنا عليه وأصحابي." لا نقول ذلك مبالغةً ولا دعوًى مجرَّدة، وإنما نقولُ الواقع الذي تشهد له نصوصُ القرآن والسنة، ويشهد له التاريخ، وتشهد به أقوالهم، وأحوالهم، ومؤلفاتهم. وهم معروفون عند المفكرين المسلمين بأهل الحديث وأحيانا بأصحاب الحديث وأحيانا بالمحمدي و أحيانا بالسلفي.

لا بد أن تفكر

إن الدنيا تقتل ما ترغب فيه وتطلبه. لأنها تغرك بحيث تنسيك. أنها مكان ضيق سترحل عنها قريبا جداً، ولن تبقى بها طويلاً وتنسى أن تتزود للسفر الطويل وهو الأخرة التي هي المقر الأخير. ولتسئلن يوم الحساب المفزع عما فعلت في حياة الدنيا ولو كان مثقال ذرة. لا ينفعك أحد إلا أعمالك الصالحة. فالمؤمنون الصالحون في ذلك اليوم يدخلون الجنة التى هي دار السعادة والترف. ويدخل المجرمون جهنم و هي مكان تعذيب وانتقام الله من الكافرين وممن عصاه و يدخلها من كتب عليه الله الشقاء بعد الحساب يوم القيامة. فتفكر أيها الشاب هل أعمالك تنجيك ذلك اليوم أم تكون من أهل النار؟

فكانوا أشدَّ بُعدًا عن مخالفة أمر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وأبعدهم عن الفتن.

النظام العملي: القرآن والسنة

حجة الوداع هي أول وآخر حجة حجها رسول الله محمد (صلي الله عليه وسلم) بعد فتح مكة، وخطب فيها خطبة الوداع التي تضمنت قيمًا دينية وأخلاقية، وعلمهم في خطبته فيها أمور دينهم، وأوصاهم بتبليغ الشرع فيها إلى من غاب عنها. وقد سمعها الآلاف من الصحابة. وكانت فيها وصية الرسول (صلى الله عليه وسلم) في الحث على التمسك بالكتاب والسنة:" (تَرَكْتُ فِيْكُمْ مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدِيْ أَبَدًا: كِتَابَ اللهِ، وَسُنَّتِيْ) رواه مالك في الموطأ: (1899/2)، والحاكم في المستدرك : (93/1)

وارث حضارة وحيدة

لا شك في أن الإسلام يدعو الناس إلي إتباع القرآن الكريم والسنة النبوية بدون شروط. وهما أيضا دستور المسلمين الذين يرجون رحمة الله ورضاءه ومغفرته في الدارين. لقد وصل المسلمون في العهد الذهبي عهد الرسول والخلفاء الراشدين إلي قمة التقدم من الناحية الدنيوية والروحية بتقييم هذين الوحيين كما ينبغي. وكان المسلمون أسسوا في ذلك الوقت السلطنة الواسعة والحضارة السامية علي ضوء التوحيد والسنة. ونحن وارثون لتلك الحضارة.

أهل الحديث: الحارس الساهر لدين الحق

أهل الحديث لفظ مركب ولكن من جوامع الكلام الذي يدل علي متبعي القرآن والحديث الصحيح. أهل الحديث هم حزب من المسلمين الذين يتمسكون بالقرآن والسنة بنواجذهم في جميع مراحل حياتهم ويفضلونهما علي سائر النظريات التي ألفها البشر. كما أنهم يتبعون أسوة الصحابة والتابعين الذين كانوا من جيل خير القرون. هم من نَهَج نَهْج الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وتقديمهما على كلِّ قول وهدى، سواء في العقائد، أو العبادات، أو المعاملات، أو الأخلاق، أو السياسة والمجتمع. فهم ثابتون على ما أنزله الله وأوحاه على

جمعية شبان أهل الحديث في بنغلاديش: تسلسل تاريخي

كانت حركة أهل الحديث مستمرة و بعدم المصالحة لقمع الشرك والبدعة وإعلاء علم الإسلام يرفرف علي جميع النظريات البشرية في كل دولة منذ العصور. وهذه الحركة مست صعيد شبه القارة الهندية. يرجع تاريخ أهل الحديث في شبه القارة الهندية إلى العهد الإسلامي الأول حيث استضاءت بعض مناطق الهند بنور الإسلام بجهود التجار والمجاهدين العرب. وفي أواخر القرن الرابع بدأ الضعف يدب في نشاط أهل الحديث وقد بلغ منتهاه في القرن التاسع الهجري، نظراً لانتشار الخلافات السياسية والعصبية، وظهور فتنة الباطنية الإسماعيلية التي جرت على أهل السنة الفتن والمشاكل، فقل الاهتمام بالسنة، وفشا التقليد والتعصب للمذاهب ، والجمود عليها، وسادت علوم اليونان. ومع هذا كله وجد في شبه القارة الهندية عدد من علماء أهل الحديث من تلاميذ الحافظ بن حجر العسقلاني والإمام السخاوي وشيخ الإسلام زكريا الأنصاري وغيرهم، حيث ظلوا محافظين على منهج أهل الحديث. مع بداية القرن الحادي عشر الهجري بدأ دور جديد لأهل الحديث حيث ظهرت في عصر الشيخ أحمد السرهندي ، وقويت في عهد أنجال الإمام شاه ولي الله المحدث الدهلوي وبخاصة ابنه الكبير شاه عبد العزيز بن ولي الله الدهلوي حيث استفادوا من منهج أبيهم في الدعوة والإرشاد والتدريس والإفادة والتأليف، ونبذ الجمود والتعصب المذهبي، وزادت قوتها وانتشارها في عهد حفيده الإمام إسماعيل بن عبد الغني الدهلوي قائد الدعوة والجهاد وصاحب كتاب تقوية الإيمان. وبعد استشهاد الإمام شاه إسماعيل الدهلوي المعروف باسم إسماعيل الشهيد في معركة بالاكوت (في باكستان الحالية) تحمل أهل الحديث مسؤولية الدعوة والجهاد بكل أمانة وإخلاص، وكانت جهودهم في هذه الفترة مرتكزة على ثلاثة ميادين رئيسية: ميدان الجهاد وميدان التأليف و ميدان التدريس. وفي عام 1906م قرر علماء أهل الحديث برئاسة شيخ الإسلام أبي الوفا ثناء الله الأمرتسري تشكيل جمعية لهم تقوم على نشر الدعوة على منهج الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، ومقاومة الحركات الهدامة ومواجهة تحديات العصر تحت اسم (مؤتمر أهل الحديث لعموم الهند).العلامة محمد عبد الله الكافي القريشي تولى رئاسة الجمعية بعد مؤتمر 1946م، وفيه اختير اسم جديد بنخيل بنغو آسام جمعية أهل الحديث،(جمعية أهل الحديث في عموم البنغال و آسام) وتولى الأمانة العامة مولى بخش الندوي وعقد أكثر من مؤتمر أقر فيها الدستور، والمناهج والبرامج، وإتخذ قرار تأسيس الجمعية على مستوى المناطق والمحافظات. وتحت إشرافه أيضاً تم إصدار مجلة 'ترجمان الحديث'. والدكتور محمد عبد الباري تم انتخابه رئيساً للجمعية بعد وفاة العلامة محمد عبد الله الكافي عام 1960م، وتولى الشيخ محمد عبد الرحمن الأمانة العامة، وبرئاسة تحريره بدأت تصدر مجلة 'عرفات الأسبوعية'، وحتي الآن تصدر، وفي عهده واجهت الجمعية صعوبات عديدة بعد انفصال باكستان الشرقية عن الغربية عام 1971م وفيه تم تعديل اسم الجمعية إلى جمعية أهل الحديث في بنغلاديش . وتم تشكيل **جمعية شبان أهل الحديث في بنغلاديش** تحت ظل **جمعية أهل الحديث في بنغلاديش** في مؤتمر انعقد بتاريخ 28 ديسمبر عام 1989م في أشهر المساجد من عاصمة داكا. وهذه المنظمة توصل دعوة الكتاب و السنة إلي شباب بنغلاديش من جهات شتي.

الهدف والغرض والبرنامج لجمعية شبان أهل الحديث في بنغلاديش

الهدف والغرض: الشعور بالكلمة " لا إله إلا الله محمد رسول الله" شعورًا صحيحا ثم الحصول علي رضاء الله بتأسيس القرآن والسنة في جميع مراحل الحياة.

و هناك برنامج متكون من خمس نقاط لتنفيذ هذا الهدف والغرض للشبان:

- **إصلاح العقيدة:** العلم الصحيح حول التوحيد والرسالة المحمدية وممارستهما، والحث علي العبادة بالإخلاص، وإنشاء العقل ليتخذ سيادة النبي (صلي

الثاني: مفخر الشرطة أو شبه المحافظة

الثالث: المحافظة

الرابع: المركز.

جميع الأعمال للشبان تتم إدارتها وتنفيذها طبقا للهيكل التنظيمي وأسلوب العمل والمنهج الدراسي المعين ألِّف علي ضوء القرآن والسنة. الشبان لا يعملون لاتباع جزء الإسلام الخاص أو فرعه المحدد بل هم يعملون للمحافظة علي الإسلام الكامل. ومع ذلك، فإنهم يسعون دائما لتقوية الاتحاد الإسلامي بتأسيس العلاقة الأخوية والودية مع جميع المنظمات الإسلامية والدينية. وحركة الشبان تبحث عن الجذر والأصل، وحركتهم عدم المصالحة في مقاومة الثقافة الخبيثة السائدة في المجتمع الإسلامي.

دعوتنا

اليوم دخل سكان العالم في العصر الجديد بعد مضيئ ألفي سنة ذات زاخر بالأحداث. تتقدم العلوم والفنون والتكنولوجيا بالتدرج كأنها تناطح السحاب. فالعالَم مزدهر بالتطوير والامتياز ماديا وعلي الرغم من ذلك اليوم فإن إنسانية العالم منهزمة بالأزمة الروحية. فلسفة الحياة العلمانية الغربية والثقافة الوخيمة مسئولة عن هذه الحالة. ولانهاء هذا الحال تجري الحركة السلفية عبر العالم لتنفيذ القرآن والحديث النبوي في جميع طبقات الحياة الشخصية والاجتماعية والدولية. **فجمعية شبان أهل الحديث في بنغلاديش** تبذل جهودها لتأسيس نفس الحركة في وطننا العزيز بنغلاديش تحت ظل سيادة **جمعية أهل الحديث في بنغلاديش**. فموج النهضة الإسلامية الذي يجري في العالم هو يدعو مواطني العالم إلي الأمن والسلامة والسعادة والصراط المستقيم. فنحن ندعو بوضوح جماعة الشباب من بلادنا إلي الاجتماع في نفس القافلة للحصول علي النجاة في الدنيا والآخرة.

الله عليه وسلم) بالقلب والحقيقة ثم تنفيذها في جميع أمور الحياة.

- **الدعوة والتبليغ:** إيصال الدعوة الإسلامية الصحيحة إلي الطلبة وجماعة الشباب وجعلهم مسلمين مخلصين.
- **التنظيم والإدارة:**دعوة الطلاب و مجتمع الشباب إلي الإسلام و تنشئتهم كمسلمين تنشئة حقيقية.
- **التدريب والتربية:** تعليم الشباب مبدأ أساسيا للإسلام ليوحدهم، وبالنظر إلى قمع الشرك والبدعة وتلك الأهداف جعل الناشطين من الشباب قادرين على أن يأسسوا حركة أهل الحديث ويوسعوها في جميع طبقات المجتمع تحت قيادة جمعية أهل الحديث في بنغلاديش.
- **إصلاح المجتمع:** بذل جهود شاملة لتأسيس المجتمع علي ضوء القرآن والسنة بعد مقاومة العادات والتقاليد التي لا يعترف بها الإسلام و إزالة الخرافات التي تدمّر المجتمع.

السياسة العملية وأسلوب العمل للمنظمة

"جمعية شبان أهل الحديث في بنغلاديش" منظمة تعمل بالحمكة وأنشطتها هي الطريق العادي. لا مكان فيها للتطرف والمصالحة بل الطريق المعتدل هو سياسة المنظمة. ومع ذلك أُخذت الأساليب المؤسسية والحقيقية لإنشاء الزعامة اللائقة الصالحة، وهي تمهد طريق الترقية للناشطين. مراحل الناشطين للمنظمة أربع:

أولا: الراغب

ثانيا: العارف

ثالثا: السالك

رابعا: الصالح وهو أعلى المراحل.

لترقية الناشطين يعتبر العلم من حيث المنهاج الدراسي والعملي. وطبقات المنظمة وهي أيضا أربع:

الأول: الفرع

التذكار

ملتقى الشبان 2017م

هيئة التحرير والإدارة : محمد رضاء الإسلام
محمد عبد الله الفاروق
فاروق أحمد
محمد ربيع الإسلام
امتياز العالم محفوظ
تنزيل أحمد
حافظ حبيب الرحمن
إمام حسن
عبد الله الهادي

الناشر : قسم التبليغ والنشر، جمعية شبان أهل الحديث بنغلاديش.

فترة الطباعة : شوال 1438هـ
يوليو 2017م
سرابون1424بنغلا

التصميم : محمد ربيع الحسن

الطباعة : يكسيل للتصميم والطباعة
51/51/إي بلتن القديم، داكا، بنغلاديش.

শুব্বান রিসার্চ সেন্টার

আল কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর গন্ডিতে আবদ্ধ নির্ভরযোগ্য প্রকাশনায় সচেষ্ট।

আমাদের সেবা সমূহঃ

১. জুমআ'র খুৎবা, মাহফিল, স্কলারদের মাসিক আলোচনা সভার অডিও ভিডিও লেকচার ফ্রী লোড দেয়া হয়।
২. কওমি মাদরাসার সিলেবাস ভিত্তিক বই সমূহ।
৩. শিশুদের জন্য ইসলামিক বই সমূহ।
বিঃদ্রঃ ২৪ ঘন্টার মধ্যে যেকোন স্থানে বই পার্সেল করা হয়

এখানে সুলভ মূল্যে খুচরা ও পাইকারী বই এবং শিক্ষা সামগ্রী পাওয়া যায়।

যোগাযোগঃ **শুব্বান রিসার্চ সেন্টার**
আঞ্চলিক কার্যালয়: বাসা-৬২৮ (২য় তলা) ব্লক-ধ, রোড-৩ মিরপুর-১২, ঢাকা-১২১৬
মোবাইলঃ ০১৭৯৮২৩২৩১২,ওয়েব: shubbanbd.org

পরিচালনায়: জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ, মীরপুর শাখা

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের গবেষণামূলক পত্রিকা
আল-কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

'সাপ্তাহিক আরাফাত'

(ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস-ঐতিহ্য বিষয়ক সাপ্তাহিকী)
নিজে পড়ুন এবং অন্যকে পড়তে উৎসাহিত করুন।

যোগাগাযোগ : ৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২০৪।
ফোন : ০২-৯৫১২৪৩৪, মোবাইল : ০১৯৯৮ ৮০০ ১৩০।
ই- মেইল : weeklyarafat@gmail.com
ওয়েবসাইট : www.jamiyat.org.bd

মহানাবী (সা) হাজ্জ প্রসঙ্গে ইরশাদ করেন : তোমরা ফরয হজ্জ পালনের জন্য তড়িঘরি কর, কেননা তোমাদের কেউ একথা জানে না যে, তার ভাগ্যে কি ঘটে যেতে পারে।

-মুসনাদ আহমাদ- (হাদীসটি হাসান)

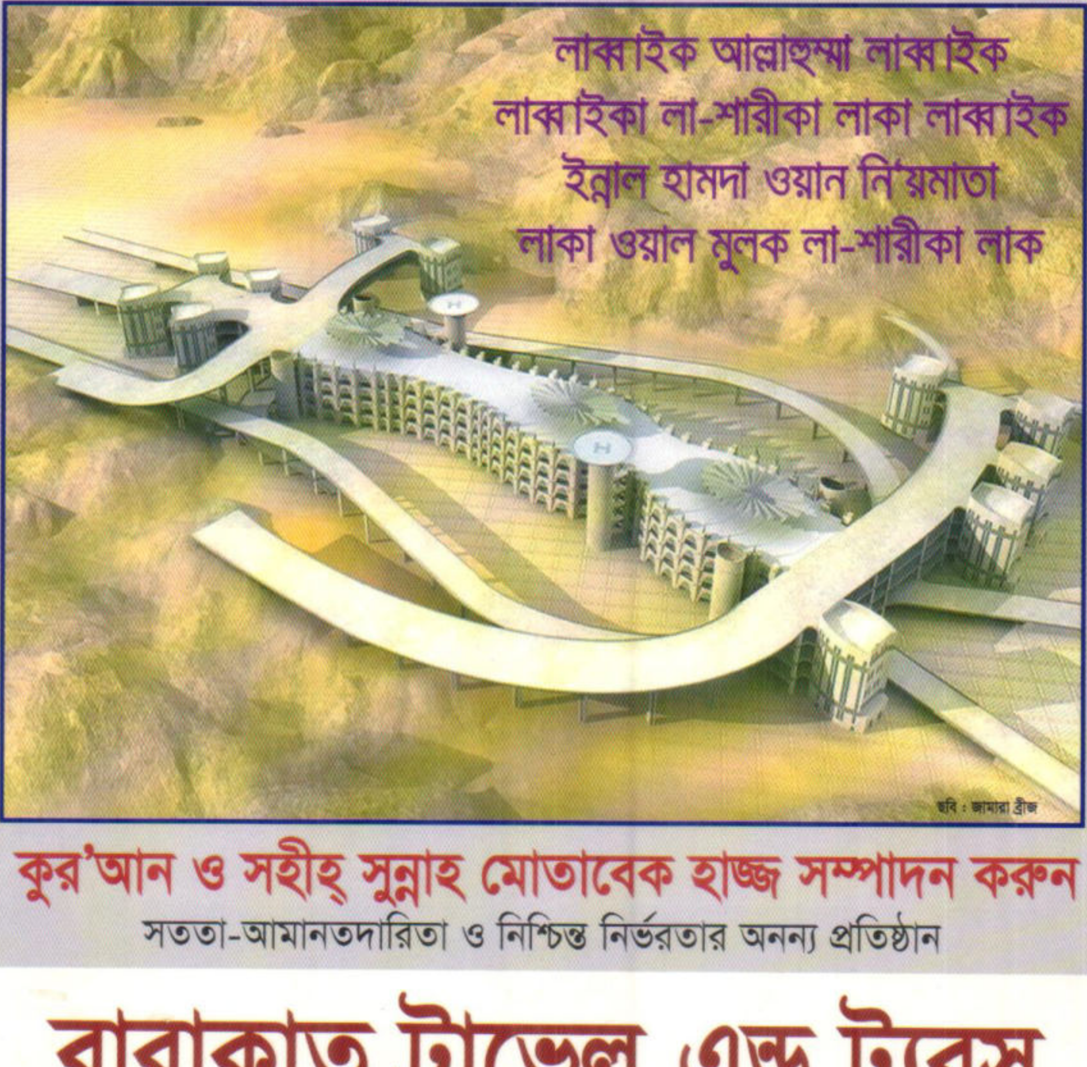

কুর'আন ও সহীহ্ সুন্নাহ মোতাবেক হাজ্জ সম্পাদন করুন

সততা-আমানতদারিতা ও নিশ্চিন্ত নির্ভরতার অনন্য প্রতিষ্ঠান

বারাকাত ট্রাভেল এন্ড ট্যুরস

হজ্জ লাইসেন্স নং : ৬৯৬

বাংলাদেশ ও সৌদি সরকার অনুমোদিত হাজ্জ এজেন্সি

৫১, নয়াপল্টন, ঢাকা। ফোন : ৯৩৫৩৮৪২
ই-মেইল : brakat.tnt@gmail.com